

ভাষার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বখানিরমে প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	ঐযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাহুধন	১। ঐযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সংকল্প কলেন।
.. রমেনচন্দ্র বসু	.. য্যোমকেশ মুস্তকী	২। .. রবীন্দ্রনাথ বসু ৩নং শিমারীহরের সেন।
.. য্যোমকেশ মুস্তকী	.. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৩। .. বিনয়কুমার ঘোষ ৪৪নং বন্দরায় সেনের সেন।
.. রামেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী	.. সতীশচন্দ্র বিদ্যাহুধন	৪। .. দ্বীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কীর্ত্তিহার, বীরকুমার।
..	..	৫। .. হরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪নং পঞ্চানন্দলাল সেন, বহুবাচার্য।
.. শতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	.. দ্বীনচন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬। ভাট্টার অমৃতলাল সরকার, এম্. এম্., এল্., এক্., বি., এম্., ৪১নং শাখারিটোলা সেন।

অন্তঃসের সভাপতি মহাশয়ের অল্পমতিক্রমে ঐযুক্ত ঞতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভাষার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

ঐযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, আমার প্রথম ও প্রধান কার্য প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দেওয়া। ভাষার কলিকাতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে ধীমাংসা ভুলিবার তৎসম্বন্ধে আমার ছুটি কথা আছে। তৃত্ব অল্পসারে কলিকাতার প্রাচীনত্ব অত বেশী দিনের হইবে কি না? এখন বাইবেলের ত্রুটিটির মত তৃত্বের প্রভাবে উন্টাইয়া গিয়াছে, তখন কোন স্থানের প্রাচীনত্ব করনা করিতে গেলে তৃত্ব বাদ দিতে পারা যায় না। আপনাদের ম্যাপ ১৭৯৭ সালের। তৎপূর্বের ম্যাপ পাওয়া যায় না। কপিলকে এই অকলেই যে ঠিক ভাষা কিরূপে বলা যায়? উক্তিব্যাপ্তে কপিলকে আছে। প্রয়োজন হইলে অল্প কপিলকে নির্ণীত হইতে পারে। পৌরাণিক স্থানের অবস্থান নির্ণয় অনেকটা অল্পমান লাগে। নানক যে সেকালে পঞ্জাব ছাড়িয়া গঙ্গাসাগরে বর্ষ প্রচারে আসিয়াছিলেন, ইহা কিছু অল্পমান বলিয়া বোধ হয়।

ঐযুক্ত প্রাণকুমার দত্ত মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকর্তা মহাশয় সিধিরাহেন, ভাষার প্রাচীনত্ব পরিচয় হইয়াছে। লেখাটিতে ভাষার পক্ষে হস্ত হস্ত হস্তের প্রস্তাব আছে নাই। আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে আমিও অল্পসন্ধান করিতেছি। গৌড়বাস বন্যকের মতে “গৌড়বাস” (কোনদিকের বন্যবাস) হইতে কলিকাতা শব্দের উৎপত্তি। ইন্দো-বাসিনের প্রথম প্রবন্ধ “কালহুই” শব্দ হইতে কলিকাতা নিগদ। Asiaticus শব্দে ইহা প্রথম প্রবন্ধ বার।

প্রাচীন ইতিহাসে বাগবাজারের প্রাচীন নাম বাগুয়া, হেষ্টিংসের প্রাচীন নাম বারবাকপুর পাওয়া যায়,—ডিবরোজের ম্যাপে যুসুড়ির উল্লেখ আছে, অশ্বির ম্যাপে কলিকাতার স্থান ঠিক আছে, তাহাতে কৰ্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের এদিকে জঙ্গল দেখা যায়। আমার বিশ্বাস কালীঘাট হইতে কালীকোটা, তাহা হইতে কলিকাতার উৎপত্তি। কপিলক্ষেত্র না হউক কালীক্ষেত্র নামের সহিত কলিকাতার ঘনিষ্ঠতা আছে। বিশ্বকোষেও এরূপ মতই গৃহীত হইয়াছে। বর্তমান কালীঘাট আধুনিক। ষোড়শশতাব্দীর ওদিকের কোন ইতিহাসে এই অঞ্চলের কোন স্থানের উল্লেখ নাই। চতুর্দশশতাব্দীতে এইদিকে কোন স্থানে গুহ কালীর মন্দির ছিল। কিম্বদন্তীতে শুনা যায়, পোস্তার দক্ষিণে কালীমন্দির ছিল। বড়ে সে মন্দির ভাঙ্গিয়া যায়, সেবাইত এক সন্ন্যাসী কালীপ্রতিমা স্থানান্তর করেন। কথাটার সত্য আছে, ক্লাইভ্ স্ট্রীট, দর্শাহাটার উচ্চতা খিদিরপুর হইতে ২৩ ফুট অধিক। পূর্বে এখানে উঁচু উঁচু টিপি ছিল; জেলেরা জাল শুকাইত। সন্ন্যাসীদের ধর্ম তীর্থ আবিষ্কার করা। গুহ কালী প্রবাদ অবলম্বনে গোরকনাথের অধস্তন ষষ্ঠ শিষ্য চৌরঙ্গীনাথ স্বামী এদিকে আসিয়া চৌরঙ্গী অঞ্চলের জঙ্গল মধ্যে কালীমূর্তি পান। চৌরঙ্গীনাথের নাম হইতে ধর্মতলার চৌরঙ্গী অঞ্চলের নামকরণ হয়। চৌরঙ্গীর জঙ্গল গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরও এক প্রমাণ আছে, ধাপার বিলের পুরাতন নাম হাদা দহ। ইহা কোন প্রাচীন নদীর দহ। হেষ্টিংসের মধ্য দিয়া যে ডিক্রাভাঙ্গার খাল আদিগঙ্গার কুচোণ্ডির ঘাটে মিশিয়াছিল, তাহা ঐ বিল হইতে নির্গত হইয়াছিল। ইহাই পুরাতন গঙ্গার উত্তর নালা হইলে কবিরামের উল্লিখিত গঙ্গাতীরস্থ অকর্ষিতচর বাদর রসার স্থান নির্ণয় হয়, আর তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যের সময়ে কলিকাতা অঞ্চলের একটা অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা পুরাতন আর কিছু পাই নাই। মিউনিসিপ্যালিটির পুরাতন Record অনুসন্ধাতা বলেন, চৌরঙ্গী নহে কথাটা চৌরঙ্গী অর্থাৎ চেরা—ছিন্নাঙ্গ সতীর দেহাংশ হইতে কালীর উৎপত্তি। ঋতেন্দ্রবাবুর নানক আগমন সম্বন্ধে বক্তব্য—নানক নিজে আসিয়াছিলেন কি না, তিনি ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন কি না, শিখ মন্দির ছিল কি না, তাহা ঠিক করা যায় না; তবে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতের সময়ে উমিচাঁদ, হাজারিমল প্রভৃতি শিখধর্মীগণের প্রভাবের কথা পড়িলে মনে হয়, সে সময়ে এ অঞ্চলে শিখধর্মিগণের বেশ একটা উপনিবেশ ছিল। বিশ্বকোষে কলিকাতার অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তাকী মহাশয় বিশ্বকোষ হইতে কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশিত কলিকাতাক্ষেত্রের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন, আজ এক সম্পূর্ণ নূতন মত শুনিলাম। অন্ততঃ যে সমস্ত মতামতের আলোচনা হইল, তাহার কোনটাই চরম নহে। প্রবন্ধের মতের সত্যতা বিশেষ অসম্ভব। ভূতত্ব ইতিহাস কিছুতেই টিকে না। খৃষ্টের পূর্ববর্তী কালিদাস “নৌদানোত্তমান” বলিয়া বাঙ্গালীর যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে

বঙ্গদেশকে নদীমাতৃকদেশ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। খৃষ্টের প্রায় সপ্তমশতাব্দীতে হয়েন সাঙের বিবরণে এ অঞ্চলের কোন সংবাদ নাই। এ দিকে নানক আসিয়াছিলেন কি না, তাহা শিখগ্রন্থের ঐ কয়েকটি কবিতা হইতে ভাল প্রমাণ হয় না। পঞ্চদশশতাব্দীতে নানক আসিলেও কলিকাতা এত বেশী প্রাচীন হয় না যে, তাহাকে পৌরাণিক কপিলক্ষেত্র বলা যায়। কালীক্ষেত্র, কপিলক্ষেত্র প্রভৃতি স্মৃসংস্কৃত নাম ছাড়িয়া দিয়া ‘কালকুটা’ ‘কালিকোটা’ ‘কোলেখাতা’ প্রভৃতি শব্দ দেখিলে বোধ হয়, এস্থানের আদিম অধিবাসীরা ইহার যে নাম দিয়াছিল, তাহাই স্মৃসংস্কৃত বা পরিবর্তিত হইয়া কলিকাতা হইয়াছে।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকার বিশেষ ধন্ত্বাদের পাত্র। তাঁহার প্রবন্ধে অনেক কথা শুনা ও শেখা গেল। কালীক্ষেত্র দীপিকার বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, রাজা বসন্তরায়ের দত্তসম্পত্তি হইতে কালীঘাটের পূজাদির ব্যবস্থা। (এই স্থানে যতীন্দ্র বাবু সাবর্ণ চৌধুরীদিগের এবং কালীঘাটের বিবরণ বর্ণনা করেন) এই বিবরণ হইতে আমার বিশ্বাস কালীর সঙ্গে মংগ্রব রাখিয়াই নাম রাখা সম্ভব। কপিলক্ষেত্র হইতে নামোৎপত্তির প্রমাণ, বাহা শুনা গেল, তাহা প্রচুর নহে। Echoes from Old Calcutta পাঠে জানা যায়, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে অব চার্চক এদেশে আসেন। তাঁহার কোন পত্রে জানা যায় যে, তাহার পঞ্চাশবৎসর পূর্বেও কলিকাতা নামের উল্লেখ আইন-ই-আকবরীতে আছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কাল্পনিক অনেক কথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধান কাল কাটা হইয়াছে, এরূপ গল্পের কাল কাটা হইতে কলিকাতা বা ক্যালকাটা নামের উৎপত্তিও কল্পিত হয়। আমার বোধ হয় কালী নামের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই কলিকাতা নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কপিলক্ষেত্রের কথা তৃত্বাহুসারে সম্ভবতঃ খাটিবে না। প্রাচীন কলিকাতা বলিতে আমি বুঝিয়াছিলাম, সেকালের কলিকাতার আচার ব্যবহার কিছু কিছু জানা যাইবে। প্রবন্ধে তাহা কিছুই নাই। এসম্বন্ধে যদি কেহ মিথিরা জানান, তবে বড়ই তৃপ্তিকর হয়। প্রাচীনগ্রন্থ, সংবাদপত্র, কিম্বদন্তী, বংশের গল্পাদি হইতে হতোমের নক্সার ব্যাখ্যা দি করিয়া, যদি কেহ লিখিতে চেষ্টা করেন, তবে ভাল হয়। ধর্মগ্রন্থে অনেক প্রক্ষিপ্ত আছে, তন্নির আশ্রয় লভ্যের উদ্ধৃত শিখগ্রন্থের কবিতা করণিতে বঙ্গদেশের কপিলক্ষেত্র, এইরূপ কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং ধাপার বিলাকে সগর সভানের ক্ষেপিত গর্ত কল্পনা করিয়া কপিলক্ষেত্র হইতে কালীঘাট করাটা ঠিক মনে। প্রবন্ধের অন্তান্ত অংশ বেশ লেখা হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সোমকেশ মুস্তাকী মহাশয়ের প্রস্তাবে “রসকদম্ব” প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া মুস্তাকী ও পত্রিকার মুদ্রিত হইবে বলিয়া স্থির হইল।

তৎপরে সভাপতি এবং পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্ত্বাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমদ্রথমোহন বসু,

সহ-সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সভাপতি।

তৃতীয় অধিবেশন ।

গত ১লা ভাদ্র ১৩০২, ১৭ই আগষ্ট ১৯০২, রবিবার অপরাহ্ন ৬।০ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল । সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্. এ, বি, এল, (সভাপতি)

সভ্যকুল বহু	ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার
সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ, এম্. এ,	সভ্যকুল বন্দ্যোপাধ্যায়
হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ, বি, এ,	বতীশচন্দ্র সমাজপতি
কিরণচন্দ্র দত্ত	প্রবোধচন্দ্র বিদ্যাসিধি
অমৃতকুল মলিক, বি, এল,	হীরেন্দ্রনাথ বসু, এম্. এ, বি, এল,
দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,	বহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, এম্. এ,	ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সহকারী শরৎকুমার রায়, এম্. এ,	শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী
বাণীনাথ বন্দী	গোবিন্দলাল দত্ত
বজ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	রমেশচন্দ্র বসু
রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন	ব্যোমকেশ মুস্তকী
	মদনমোহন বসু, বি, এ, (সহ-সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল :—(১) গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ । (২) সভ্যানির্বাচন, (৩) প্রবন্ধ,—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী ঘোষ, মহাশয় কর্তৃক “কবি মাণিক্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী” সৰ্ব্বদে প্রবন্ধ (৪) শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু, বি, এ, মহাশয় কর্তৃক “সাহিত্য ষটিত প্রবন্ধোত্তর” সৰ্বদে প্রবন্ধ (৫) বিবিধ বিষয় ।

অন্তঃপর সভাপতি মহাশয়ের অস্থ্যমতিতে সভায় কার্য আরম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল ।

সভাপতি বা সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অস্থ্যমতিতে সভায় নির্বাচন অনুসারে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্. এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, উহা গৃহীত হইল ।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বখারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভা প্রতীকৃত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভা
শ্রীযুক্ত রত্নাবলিলাস রায় চৌধুরী	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ডে: বা: ভাগলপুর
.. ললিতমোহন মলিক	..	২। শ্রীযুক্ত হিরেন্দ্রনাথ মলিক ১৬০নং বারানসী ঘোবের ষ্ট্রীট
.. ব্যোমকেশ মুস্তকী	.. মনমথমোহন বসু	৩। শ্রীযুক্ত বনমালী চট্টোপাধ্যায় ৩২নং চক্রবেড়ে রোড, ভবানীপুর
.. সভাপতি বিদ্যাভূষণ	.. শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী	৪। শ্রীযুক্ত গৌরীদত্ত বিদ্যাভূষণ সংকৃত কলেজ
.. দ্বাদশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	.. ব্যোমকেশ মুস্তকী	৫। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মুন্সাবন মলিকের সেন
.. হিরেন্দ্রনাথ সিংহ	..	৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু, বি, এ. ১১২নং ক্যাথিড্রাল মিশন সেন

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও ময়ূরভঞ্জের মহারাজ পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে সাহায্য করিতে প্রতিকৃত হইরাছেন। ভাগ্যকুলের রাজা বাহাদুর প্রভৃতি ২০০০ টাকা দিবেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ আগামী এপ্রেল মাসে সাহায্য করিবেন জানাইরাছেন। এই জন্ত উভয়কে পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। সভা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রস্তাব অঙ্গমোদন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয়ের প্রস্তাবে সভার চতুর্থকার্য—মনমথ বাবুর প্রস্তাব প্রথমে গ্রহণ করিতে অঙ্গমোদন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর মনমথ বাবুর প্রস্তাব পঠিত হইল। ব্যোমকেশ বাবু ইহার সমর্থন করিলেন :-

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন, প্রমোদিত বীমাশো লইয়া সাহিত্য-পরিষৎ আবার দারিদ্র্য লইতেছেন কেন? এই হুজ্রে আবার কুজ কুজ রণক্ষেত্রের অভিনয় হইবে। পরিষদের পাখা সমিতি আছে, তাহাদের অধিবেশনই বট্টরা উঠে না, এই উপলক্ষে কি ভাড়া হইবে? আমার মতে এরূপ গরের কলহ টানিরা না আনাই ভাল।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, এই প্রস্তাব অতি উত্তম। পাখা সমিতির অধিবেশন হয় না, অতঃ এই হুজ্রে হইবে বলিরাই আশা করা যায়। এই সমস্ত সাহিত্যিক বিষয়ের আলোচনার মতধৈর্যের আশঙ্কা করিলে পরিষদ চলিবে কেন? এই জন্তই পরিষৎ। আরও “বিভা বিবাদার” সুত্তরাং এসকল বিষয়ে মতভেদ হইয়াই বাহকীর, এই প্রস্তাব খুব ভাল, আমি সর্বাত্মকরণে ইহার অঙ্গমোদন করি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রস্তাবটা খুব ভাল, খুব সঙ্গত, এক্ষেপে জিজ্ঞাস্য ইহা কি আকারে গৃহীত হইবে? প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে আমার বক্তব্য এই যে প্রস্তাবক সীমান্সার জন্ত যে সকল শাখা সমিতির হস্তে দিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত একবার এবিষয়ের পরামর্শ করা আবশ্যক। যদি আপনারা সঙ্গত বোধ করেন তবে পরিষদের গ্রহপ্রকাশ, পরিভাষা, প্রভৃতি শাখা সমিতির একটা সাধারণ অধিবেশন করিয়া তাহাতে মন্বথ বাবুর এই প্রস্তাবের আলোচনা করিলে ভাল হয়। মন্বথ বাবু সে সভার উপস্থিত থাকিলে আলোচনার সুবিধা হইবে। প্রস্তাবের কোন অংশ পরিবর্তন করা আবশ্যক হইলে সেই সভায় করা হইবে। সেই সভায় যেভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবে, তাহা পরিষদের পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারিব এবং সাধারণ সভার মতামত লইব।

সভার সন্নতিক্রমে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, পরম শ্রদ্ধা বদ্ধ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ উপাদেশ প্রবন্ধ পাঠ করিলে পরিষদের পক্ষে উপযুক্ত হইবে। বর্তমান প্রবন্ধ বড় উপাদেশ হইরাছে। আমরা কার্দুসীর কথা জানি, কিন্তু অনেক দেশীয় সংস্কৃত কবির পরিচয়াদি জানি না। মলিনাথ বলিয়াছেন, মাঘে মেঘে গতং বরঃ; আজ সেই মাঘের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। তাঁহার সময়ের ইতিহাস তখনকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের সংঘর্ষ ইত্যাদির বিবরণ কিছু কিছু জানা গেল, বলভীরাজ অবসেনের পণ্ডিতগণের মধ্যে মাঘ ছিলেন কি না মনে নাই। তাঁহার কাব্যপাঠে জানা যায় যে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম ব্রাতৃবৎ বর্জিত হইতেছে। উত্তর ধর্মে কোন ঘোষণা ছিল না। প্রবন্ধচিন্তামণি, প্রবন্ধ কোষ, গুজরাটের সংস্কৃত ইতিহাস রাসমালা অবলম্বনে ফর্কেন্স একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে শোলাকী ও চৌলুকবংশীয় নৃপতিগণের বিবরণ আছে। সপ্তমশতাব্দীতে বলভীপুরের ধ্বংস হইলে শেষ রাজা কনক সেন ইদরে বান, ইহারই বংশে রাজপুত্রদিগের শিশোদীর বংশের উৎপত্তি হয়; সুতরাং মাঘ অষ্টমশতাব্দীর লোক বলিয়াই বিবেচনা হয়। হরেন সাত্তের বর্ণনার বৌদ্ধধর্মের অবস্থার কথা মাঘের সময়কার হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের অবস্থা তুলনা করিলেও ঐ অনুমান সত্য বলা যায়। ভোজপ্রবন্ধে কালিদাস, বরকচি, মাঘ প্রভৃতি সকল সময়কার কবির কবিতা আছে, সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। আরও প্রাচীন গ্রন্থাদি দেখিয়া এ বিষয়ে বিচার করা কর্তব্য।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাবূষণ মহাশয় বলিলেন, এ প্রবন্ধের কথাগুলি আমার পক্ষে অস্বীকৃত; এক্ষণ প্রবন্ধ সকল যতই পরিষদে সঞ্চিত হয় ততই ভাল। সংস্কৃত অনেক পণ্ডিত পরিষদে আছেন। কেহ সংস্কৃত কবি ও দার্শনিকগণের কথা লইয়া সম্বন্ধে কথা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। মাঘের গোড়ার দিকটার বড় কষ্ট কবিতা ও কষ্ট করনা আছে। সে অংশের কবিতা উদ্ধৃত করিলে, তাহা বুঝা যাইত। মাঘ মঙ্গলচরণ

করেন নাই। কালিদাসও তাহা কুমার সম্ভবে করেন নাই। তবু বলা যায় যে প্রথম শ্লোকে যখন শ্রী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তখন একপ্রকার করাই হইয়াছে। অনেকে বলেন, মাঘ দশমশতাব্দীর লোক। বোধাইএর কয়েকখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার মাঘকে অষ্টমশতাব্দীর লোক বলিয়া বোধ হয়। অষ্টমশতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট, ভবভূতি, দণ্ডী প্রভৃতির লেখার সহিত মাঘের লেখার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং তিনি অষ্টম-শতাব্দীর লোক।

অনেকে বলেন মাঘ ভারবির শিষ্য। সে কথাও অনেকেই এখন অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন। মাঘে কাশিকাবৃত্তি ও শ্রাস টীকার উল্লেখ দেখা যায়। উহা সপ্তমশতাব্দীতে কান্দীররাজ কর্তৃক রচিত, সুতরাং মাঘ অষ্টমশতাব্দীর লোক বটেন, আর অষ্টমশতাব্দীতেই গুজরাটে বৌদ্ধধর্ম ছিল। মাঘ বৌদ্ধ দর্শনাদির কথাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ষাঁহার দশম বা দ্বাদশ শতাব্দীর কথা বলেন তাঁহাদের কথা সমস্ত ভুল।

অতঃপর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধ ও তাহার আলোচনায় অনেক কথা শুনিলাম, প্রবন্ধকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার গবেষণায় আমরা কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি না। আজ পরিষদের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপস্থিত হইলে ভাল হইত। তিনিও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ আজকার প্রবন্ধে তাঁহার মত খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার উপস্থিতি আজ একান্ত প্রার্থনীয় ছিল। তাঁহার অভাব আজ বিশেষ বুঝা যাইতেছে, প্রবন্ধকার স্বীয় শেষ প্রতিশ্রুতি—অর্থাৎ মাঘের কাব্য সমালোচনা করিবেন বলিয়া যে আশা দিয়াছেন, তাহা শীঘ্র পূর্ণ করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। “কাব্যোষু মাঘঃ” কেন বলে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া দিন। দ্বাদশশতাব্দীতে হিন্দু বৌদ্ধে যুদ্ধ চলিয়াছে সুতরাং মাঘের বর্ণিত উভয় ধর্মের ভ্রাতৃত্বাবের কথা তখন ঘটে না, সুতরাং মাঘকে দ্বাদশশতাব্দীর লোক কোন মতে বলা যায় না। অষ্টমশতাব্দীই ঠিক সময়। তাহার প্রমাণ প্রবন্ধ লেখক ও অন্যান্য বক্তারা যথেষ্ট দিয়াছেন। সাহেবেরা যে পথ দিয়া হাঁটিয়া সময় নিরূপণের রাস্তা ঠিক করিয়া দিয়াছেন, সেই পথ দিয়া চলিলে মাঘ সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভুল হইয়া পড়ে। অতএব আমি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,

সম্পাদক।

শ্রী শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য,

সভাপতি।

চতুর্থ অধিবেশন ।

গত ২২শে ভাদ্র ১৩০৯, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০২, রবিবার অপরাহ্ন ৬।০টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল, (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
„ দীনেশচন্দ্র সেন	„ রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, এম, এ,
„ রমেশচন্দ্র বসু	„ অনাথনাথ পালিত, এম, এ,
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„ রামনাথ চক্রবর্তী
„ শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী	„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ,	„ নিখিলনাথ রায়
„ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	„ গোবিন্দলাল দত্ত
কবিবরাজ „ অরোণচন্দ্র বিদ্যানিধি	„ যোগেন্দ্রনাথ সেন
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	„ অমৃতকৃষ্ণ মলিক, বি, এল,
„ উপেন্দ্রনাথ নাগ	„ বনমালী চট্টোপাধ্যায়
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, বি, এল,	„ রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল,
„ নরেন্দ্রনাথ বসু	„ ব্যোমকেশ মুস্তকী (সম্পাদক)
„ বজ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	„ মন্থনবোহন বসু (সহ-সম্পাদক)

এইদিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবধারিত ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, (২) সভা নির্বাচন (৩) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কর্তৃক জনৈক ইটালীর চিত্রকরের অঙ্কিত হিন্দুদেবতার চিত্র প্রদর্শন, (৪) প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক “কৌবিতকী ব্রাহ্মণ” নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক “বান্দীকি ও কুতিবাস” নামক প্রবন্ধ পাঠ, (৫) মন্থনবাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে শাখা সমিতিসমূহের মন্তব্য। (৬) বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অল্পপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য আরম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বখারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য প্রেরিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রক্ষিত ১০নং ছাদপুতুর লেন ।
"	"	২। " হরিশচন্দ্র নিয়োগী ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর স্ট্রীট ।
"	"	৩। " ভূপেন্দ্রপ্রী যোব ২৬নং বারাগলী ঘোষের স্ট্রীট
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	"	৪। " তারকেশ্বর পাল চৌধুরী ১০নং নরানচাঁদ দত্তের স্ট্রীট
"	"	৫। " ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭নং গড়পার রোড
" ব্যোমকেশ মুস্তকী	" তীর্থনাথ চৌধুরী	৬। " তারাপদ দাস হোম ডিপার্টমেন্ট
"	"	৭। " মুন্সী মঃ আসাদ আলি ১৭নং কড়েরা রোড
" অভুলকৃষ্ণ গোস্বামী	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮। " ত্রিহারীলাল রায়, বি, এ, হেড মাস্টার বাগেরহাট
"	"	৯। " ললিতমোহন রায় মাস্তির ঐ
"	"	১০। " রাইচরণ বসু মোক্তার ঐ
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	" ব্যোমকেশ মুস্তকী	১১। " ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১নং স্ট্রীট
" কুমার শরৎকুমার রায়	" রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী	১২। " রাজা নরেন্দ্রলাল ঐ ১১৬নং বহুবাজার স্ট্রীট
"	"	১৩। " মণিকলাল ঐ ৮৫নং ওয়েলসলি স্ট্রীট
" বিজেন্দ্রনাথ সিংহ	" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১৪। " তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতঃপর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রপ্রী যোব মহাশয় বিধানি প্রদর্শন করিলেন ।

কার্যক্রমঃ কালক্ষেত্রে গুতি, উড়ানির পত্রিকায় পোষাক কাঠিকাগুরু
বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিমিত্ত কার্যক্রম যেরূপে পরিচালিত হইবে তাহা
বিধানি সভায় প্রদর্শিত হইল ।

ছবিখানি দেখা হইলে, শিবাপ্রসন্নবাবু (সভাপতি) বলিলেন, ভূপেন্দ্রবাবু আজ পরিষদের সভা হইলেন, আর আজই তিনি পরিষদের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ছবিখানি দেখিয়া তৃপ্ত হওয়া গেল। কার্তিক দেবতা ও সেনাপতি, স্মৃতরাং তাঁহার ছবিতে মহিমা ও বীরত্ব উভয়ের সমাবেশ হওয়া আবশ্যিক। আমরা যেমন বিলাসী জাতি আমাদের কল্পনায় দেবসেনাপতির প্রতিমাও বিলাসী ফুলবাবুর জায় গড়া হয়। এই ছবিখানিতে ইউরোপীয় কল্পনার বেশে বীরত্বের একটু ভাব প্রতিফলিত হওয়ার ছবিখানি মনোজ্ঞ হইয়াছে। তবে আমরা কেহ চিত্রকর নহি, ছবিখানির ঠিক সমালোচনা আমরা করিতে পারিব না। যাহা হউক ছবিখানি দেখিয়া তৃপ্ত হওয়া গেল। ভূপেন্দ্রবাবুকে এজ্ঞা বিশেষ ধন্যবাদ।

অতঃপর ব্রজবাবু উপস্থিত না থাকায়, সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ব্রজবাবুর প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং তৎপরে দীনেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু বলিলেন,—প্রবন্ধ শুনিয়া প্রীত হইলাম। তবে আশা ছিল, দীনেশবাবু বাঙ্গালী ও কৃত্তিবাসের তুলনায় সমালোচনা করিবেন। তিনি বাঙ্গালীকর যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালীকর কিছুই বলা হয় নাই, কৃত্তিবাসের বিবরণ অনেকটা বিশদ হইয়াছে। রামায়ণ রামের সমসাময়িক গ্রন্থ। রামায়ণের উৎপত্তি বড় সুন্দর। প্রচারও বড় কৌশলময়। নারকের পুত্রবর কুশলবই ইহার প্রথম গায়ক। কৃত্তিবাস রামায়ণ দেখিয়া ছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। রামচরিত রামায়ণ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থে আছে। মূল রামায়ণও রামের ব্রহ্মত্বের কথা আছে, মন্দোদরী বিলাপে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। কৃত্তিবাস কুম্ভমঙ্গুমার রাম আঁকিয়া আদর্শভ্রষ্ট হন নাই, রামের মহত্বাদি সমস্ত সঙ্গুণই কৃত্তিবাস রাখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার রাম ভক্তের হৃদয়ে ভাবের সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—দীনেশবাবুর প্রবন্ধে প্রীত হইয়াছি। তাঁহার toneটা তত ভাল হয় নাই। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে সহানুভূতি থাকিলেও তাঁহার ভাষার ভাবটা ভাল নহে—বিদ্রূপ ব্যঙ্গ মাথা। কাব্য জাতীয় জীবনের দর্পণ স্বরূপ। কুৎসিত মুখের প্রতিবিম্ব যথাযথ গ্রহণ করে বলিয়া দর্পণের যেমন দোষ হয় না, কাব্যেও জাতীয় ছবি প্রতিফলিত হইলে কাব্যের বা কবির দোষ হয় না। কৃত্তিবাস আমাদের দেশে রামকথা লিখিয়া রামায়ণকে জীবিত রাখিয়াছেন। ধীরতা ও গাভীর্য সহকারে দীনেশবাবু যদি প্রবন্ধ লিখিতেন, তবে সর্বাদর্শসুন্দর হইত। কৃত্তিবাস-বাঙ্গালীকর মূল কথা যাহা বাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্ত ঠিক আছে। বাঙ্গালীকর সময়ে জাতীয় জীবন ছিল। কৃত্তিবাসের সময়ে জাতীয় জীবন ছিল না। হুস্র আদর্শের ছায়া জাতীয় কাব্যে প্রতিফলিত হইলেও প্রসন্ন-ত-অবস্থার ছবি কৃত্তিবাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃত্তিবাসের সময়ে ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল লোপ হইয়া মাধুর্যের তজন প্রচলিত হইয়াছে। জয়দেবাদি যে ভাবে ভাবিতেন, কৃত্তিবাসও সেই ভাবে বীর কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কোন ভাবে উজ্জ্বল ভাল, তাহা বিচার

করিবার আবশ্যক নাই। কৃত্তিবাসের রাম বাঙালীর আদরণীয়, জাতীয় জীবনের আদর্শ। বান্দ্যকি বহুবৎসর পূর্বে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূজনীয়। কৃত্তিবাসের যুদ্ধকাণ্ড প্রধান দ্রষ্টব্য নহে।

শ্রীযুক্ত মন্থখমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—হীরেন্দ্রবাবুর সহিত আমার মতের মিল আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রধান শিক্ষা যুদ্ধকাণ্ড নহে। আমরা সহজে যে ভাবে রামচরিত্র বুঝিতে পারিব, সেই ভাবে কৃত্তিবাস রামচরিত্র লিখিয়াছেন। কৃত্তিবাস রাম লক্ষ্মণ সীতাদির চরিত্রের শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি যে বজায় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কীর্ত্তি। বান্দ্যকির আদর্শ কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডে রাখিতে পারেন নাই বলিয়া যে হয়, তাহা নহে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—বান্দ্যকি ও কৃত্তিবাসের রামচিত্র কাহার প্রকৃত, কে বলিবে? প্রচলিত রামায়ণের পাঠ ঠিক নহে, গোরেসিও রামায়ণের সঙ্গে তাহার মিল নাই।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—দীনেশবাবু প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিয়া একরূপ নিতাই চৈতন্তময় হইয়া পড়িয়াছেন যে, রামলক্ষ্মণের মধ্যে তাঁহাদেরই ছবি দেখিতেছেন। ঐশ্বর্য আচ্ছাদিত মাধুর্য ও মাধুর্য আচ্ছাদিত ঐশ্বর্য এই বিবিধ ভাবের ভজন। মাধুর্যপূর্ণ হইলে যে ঐশ্বর্যের বিকাশ হয় না, তাহা নহে। পুতনাবধ তাহার দৃষ্টান্ত। বালকরূপী ভগবানের পূর্ণমাধুর্য্যভাবের মধ্যে বীরত্ব ঐশ্বর্যের পূর্ণবিকাশ ইহাতে দেখা যায়। কৃত্তিবাসের রাম মাধুর্য্যপূর্ণ হইলেও মাধুর্য্য আচ্ছাদিত ঐশ্বর্য যে তাহাতে নাই, তাহা কে বলিল।

দীনেশবাবু বলিলেন,—আমার বোধ হয়, কৃত্তিবাসের রামচরিত্রে মাধুর্য্য আচ্ছাদিত ঐশ্বর্যের বিকাশ বিশেষ কোথাও নাই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য বান্দ্যকি পড়িয়া কৃত্তিবাস পড়িলে, কৃত্তিবাসের গ্রন্থকে রামায়ণ বলাই যায় না। রাম নামেই আমাদের নিকট সমস্ত পুণ্য অধিকৃত বলিয়া বোধ হয়, রামায়ণ পাঠ করার আবশ্যকতা কি? কাব্য বা গ্রন্থ হিসাবে পড়িতে হইলে, বান্দ্যকি পাঠের তৃপ্তি কৃত্তিবাস পাঠে হয় না। নিখিলবাবুর গোরেসিও আমি দেখিয়াছি; মূল কথা কোথাও স্বতন্ত্র নাই। আদি উত্তরাকাণ্ড ব্যতীত প্রচলিত বান্দ্যকির সহিত গোরেসিও editionএর তফাত নাই। হীরেন্দ্রবাবু যে ভক্তিভাবের কথা বলিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে সকল প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাতে বীরবাহু, তরণী, মহীরাবণ ইত্যাদি নাই। আমি কাব্য হিসাবে কৃত্তিবাস আলোচনা করিয়াছি, ভক্তিভাবে করি নাই। আমার tone সম্বন্ধে হীরেন্দ্রবাবু যাহা বলিলেন, তাহা স্বীকার করি। কৃত্তিবাসের রাম আর বান্দ্যকির রাম তুলনা করিলে, বঙ্গদাসের মন্দিরের সঙ্গে তাজমহলের তুলনা করিতে যাওয়া হয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—রামায়ণ সম্বন্ধে বলা যায়, হুইজনের গ্রন্থ হুই স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালা। একটা অপরের অনুবাদ নহে। হঠাৎ মনে হয় অনুবাদ, কিন্তু তাহা নহে।

আমরাও মতে দীনেশবাবুর প্রবন্ধের স্থর ভাল নহে। প্রেমচাঁদ বাদ দিষেন। দীনেশবাবু উত্তম কবির নায়কের দেহ আলোচনা করিয়া, পৌরুষ কাহাতে কি তাহা দেখাইয়াছেন, কিন্তু চরিত্রগত আলোচনা করেন নাই। বীরোচিত মধুরতা ফুটাইতে পারিলে অতি সুন্দর হয়, বাঙ্গালীকি তাহা পারিয়াছেন, কৃত্তিবাস তাহা পারেন নাই। মহাকবি ও ছোট কবিতে পার্থক্য থাকিবেই। বাঙ্গালীকি পাহাড়, কৃত্তিবাস উঁই ঢিপি। কৃত্তিবাস বাঙ্গালিকির স্তায় সাধকও নন সুতরাং তাঁহার তত ক্ষমতা কোথায়? বাঙ্গালিকির গোড়াটা বিশ্বাস করিলে দেখি, নারদ রামচরিত্র বর্ণনা করিয়া দিলেন, দৈববাণীতে ছন্দ মিলিল, কবি তপস্বী দ্বারা ক্ষমতালভ করিয়াছিলেন, তবে রামায়ণ হইয়াছিল। কৃত্তিবাসে সে সকল কোথায়? তাহা আশা করাও অস্তায়। যাহা হউক, আমরা দীনেশবাবুর আলোচনায় প্রীত হইয়াছি, তাঁহাকে ধন্যবাদ।

অতঃপর মন্মথবাবুর প্রস্তাব—শাখাসমিতিসমূহের সাধারণ অধিবেশন হইতে নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তিত আকারে উপস্থিত হইয়াছিল, “প্রস্তাবলী যথাযোগ্য শাখাসমিতিতে প্রদত্ত হইবে। তাহার সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শাখাসমিতির মীমাংসার পর আবার তাহা মাসিক সাধারণ সভায় আনিবার আবশ্যকতা নাই। শাখাসমিতি হইতেই উত্তর প্রদত্ত হইবে ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।” মন্মথবাবু এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তাহা গৃহীত হইল।

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে যতীন্দ্রবাবু প্রস্তাব করিলেন,—“গত বৃহস্পতিবার সাহিত্যানুরাগী স্বদেশহিতৈষী জমিদার কুমার রাধাপ্রসাদ রায় পরলোক গমন করাত্তে, পরিষৎ একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন। তিনি পরিষদের সভ্য না হইয়াও ইহার গৃহ নির্মাণার্থ ২৫০ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, পরিষৎকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।”

মন্মথবাবু এই প্রস্তাবের সমর্থন করায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

অ্যিও্যামকেশ মুস্তফী,

সহ-সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,

সভাপতি।

পঞ্চম অধিবেশন ।

গত ১২ই আশ্বিন ১৩০৯, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯০২, রবিবার অপরাহ্ন ৬।৩টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হইরাছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ, এম, এ, (সভাপতি)

- ” রত্ননাথ রায়, এম, এ,
- ” কল্পণাকুমার সেনগুপ্ত
- ” সত্যভূষণ বল্লভ্যাপাধ্যায়,
- ” অমিনাশচন্দ্র ঘোষ, বি, এ,
- ” কিরণচন্দ্র দত্ত
- ” চারুচন্দ্র বল্লভ্যাপাধ্যায়, বি, এ,
- ” অমূল্যচরণ ঘোষ
- ” নগেন্দ্রনাথ বসু
- ” ললিতমোহন রক্ষিত

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

- ” রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী, এম, এ,
- ” অনাথনাথ পালিত, এম, এ,
- ” জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম, এ,
- ” হরলাল গুপ্ত কবিরত্ন
- ” প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
- ” বাগীনাথ নন্দী
- মুনসী রশওন আলি
- ” ব্যোমকেশ মুস্তকী
- ” রামমোহন বসু

(সহ-সম্পাদকস্বরূপ)

এইদিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্বাচন (৩) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয়ের “বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাস” নামক প্রবন্ধপাঠ (৪) বিবিধ বিষয় ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অগ্রপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ, এম, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য আরম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় গত অধিবেশনের, কার্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধের জন্ত প্রবন্ধলেখককে বিস্তর খাটিতে হইরাছে । তিনি গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত A short Catalogue of Bengali Publications নামক প্রাচীন Report দেখিলে, পরিশ্রম অনেকটা বাঁচাইতে পারিতেন। আমার বিবেচনার এক্ষণে প্রবন্ধ সভার পাঠের যোগ্য নহে, শুনিতে শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্য থাকে না, তবে পরিষদে ইহার জায় প্রবন্ধ যে আর পড়া হয় নাই, তাহা নহে । ইহাতে লেখকের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম হইরাছে । বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতভাষাসারিণী হইলেও তাহার একটা স্বতন্ত্র প্রতিভা আছে, তৎস্বপ্নারে ব্যাকরণ আলিও হয় নাই । রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ খানিকে কতকটা

উদাহরণী বলা যায়। সাহিত্য পরিষদে প্রবন্ধোক্ত ব্যাকরণগুলির সংগ্রহ থাকা আবশ্যিক। প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহে ব্যোমকেশবাবু বেক্রপ উদ্যোগী একদিন যে তাহা হইবে, তাহা আশা করা যায়। হালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকাটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সে কালের বাঙ্গালার যে সমস্ত চিঠিপত্র চলিত, তাহাতে বাঙ্গালার আদর্শ পার্শ্বমিশ্রিত। বিনি বত পার্শ্ব ব্যবহার করিতে পারিতেন, তিনি তত লায়েক বলিয়া গণ্য হইতেন। হালহেডের ব্যাকরণই ব্যাকরণের প্রথম চেষ্টা। এখন আমাদের আশাহুরূপ ব্যাকরণ পাইতে হইলে ককি অবতারের দ্বারা একজন ব্যাকরণ লেখকের অবতার হইবার আশায় থাকিতে হইবে।

মুন্সী রওশন আলি বলিলেন,—আমিও প্রবন্ধ সম্বন্ধে দীনেশবাবুর সহিত একমত। প্রবন্ধলেখকের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসার্য, এ প্রবন্ধ পড়ার অপেক্ষা ছাপা হইলে আলোচনার উপযোগী হয়।

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক বেক্রপ যত্নসহকারে একরূপ নীরস বিষয়কেও প্রবণমুখকর করিয়া লিখিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনি যে ভাবে পৌরোপাধ্যাক্রমে ব্যাকরণের বিষয়গুলির আলোচনা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উপকারী হইয়াছে। আমার মতে সাহিত্যের সকল বিভাগের এইরূপ ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধলেখকের পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা ও গবেষণার জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি। সুস্থির হইয়া তাঁহার প্রবন্ধ পড়িবার জন্য উহার ছাপার প্রতীক্ষা করিব। কর্মকারকে “কে” বিভক্তির বিবরণ সম্প্রতি পরিষৎ-পত্রিকায় ললিতবাবু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার ফল নবাবিকার বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু আজকার এই প্রবন্ধপাঠে জানা গেল, বাঙ্গালা প্রাচীন ব্যাকরণে তাহার উল্লেখ আছে। প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধে Forbe's Bengali Grammar, Yates' Bengali Grammar ও ১৮৫০ সালে রচিত অজ্ঞাতনামালেখকের একখানি ব্যাকরণের কথার উল্লেখ করেন নাই, বোধ হয় তাহা দেখিতে পান নাই। আশা করি, প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধ ছাপিবার পূর্বে এ তিনখানিরও আলোচনা প্রবন্ধমধ্যে করিয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, আমিই প্রবন্ধলেখককে উত্থাপ্ত করিয়া এই প্রবন্ধ লেখাইয়াছি ও এই প্রবন্ধ সভার পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছি; সুতরাং দীনেশবাবু প্রভৃতি সভ্যগণের একরূপ প্রবন্ধ হইতে বিরক্তির হেতু আমি। প্রবন্ধলেখক এতদিন গোপনে বসিয়া খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সংগ্রহ ও ভাষা-তত্ত্বদ্বারা বৈজ্ঞানিক নিয়মে তাহাদের উৎপত্তি এবং তাহার শিষ্ট-প্রয়োগাদি সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, আমিই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি বাহা হউক, তাঁহার প্রবন্ধ আর কিছু না হউক, বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে খ্যাত এখনকার স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণগুলির পূর্বাৱস্থা কিরূপ ছিল এবং সে সময়কার ব্যাকরণে যে এতদূর সংস্কৃত

ব্যাকরণের অনুবাদ পুরিয়া দেওয়া হইত না, তাহা পাঠই বুঝা যাইতেছে। হালহেতু কেবল কুস্তিভাস ও কান্দীদাসের রামায়ণ-মহাভারত লইয়া যে ভাষার ব্যাকরণ গড়িতে গিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন কারকের বিভক্তি-নিরূপণ করিয়াছিলেন ও শ্রামাচরণ তদ্ধিত-লিঙ্গাদি গড়িতে গিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃতানুযায়ী হইলেও যে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সর্বত্র চলে না, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে ব্যাকরণের ককি অবতার অবতীর্ণ হইয়া কি করিবেন, কোন পথে চলিবেন, তাহার একটা হদিশ পাইবেন।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—বিষয়টি বড় কঠিন। প্রবন্ধলেখক সভায় ইহার কতই বা বিবরণ পড়িয়া শুনাইবেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহা পড়িবার উপযুক্ত নহে, এমন নহে। আমি ত নিজের অনেক কথা জানিলাম। মন্থধবাবু যে তিনখানা নূতন ব্যাকরণের কথা বলিলেন, তাহাতে প্রবন্ধলেখকের উপকার হইল। পড়া না হইলে, পত্র লিখিয়া মন্থধবাবু পরে এ কথা প্রবন্ধলেখককে হয় ত জানাইতে যাইতেন না। পরিষদের চেষ্টায় যে একরূপ বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, লোকে যে একরূপ নীরস বিষয়াদি লইয়া এতটা আলোচনা করিবার সময় দিতেও চেষ্টা করিতে পারিতেছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়।

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আজকার প্রবন্ধ বিশেষ উপাদেয়। দীনেশবাবু যে বলিয়াছেন “একরূপ প্রবন্ধ পঠিত না হইয়া মুদ্রিত হইলে ভাল হয়,” বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, প্রবন্ধটি তিনভাগে বিভক্ত। বাঙ্গালা ভাষার বয়ঃক্রম এবং ১০০ বৎসরের ব্যাকরণের ইতিহাস। অপর ভাগের কথা পরে বলিব। বাঙ্গালা অক্ষরের বয়স ১০০০ বৎসর পূর্বেরও ধরা যাইতে পারে। একরূপ প্রাচীন শিলালিপিতে বাঙ্গালা অক্ষরের আকৃতি দেখা যায়। দ্বিতীয় অংশে প্রবন্ধকার যে একশত বৎসরের ব্যাকরণের তালিকা, গ্রন্থকর্তার নাম ও তাঁহাদের বিশেষত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ উপকারী। এই তালিকার মধ্যে যদি ২১০ খানা বাদ দেওয়া যায়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, প্রবন্ধলেখকের গুণে আমরা ক্রমিক পরিবর্তনটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ কি ভাবে লিখিত হওয়া উচিত; উচিত পথ নির্দ্ধারণের পূর্বে ব্যাকরণ কি ভাবে লিখিত হইয়া গিয়াছে; সেই অতীত ইতিহাস জানিলে ভবিষ্যতের পথ সহজে আবিষ্কৃত হইবে। এখন যিনি এ বিষয় লইয়া খাটিবেন, তিনি এই প্রবন্ধের সাহায্যে কতক বাদ দিয়া কতক যোগ করিয়া নিজের উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং একরূপ প্রবন্ধের যে কোন উপযোগিতা নাই, তাহা বলিতে পারি না, বরং একরূপ ইতিহাস জানাই আবশ্যক। এই পরিষদে গত দুই বৎসর বাঙ্গালা ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা হইতেছে, সুতরাং বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাসের প্রবন্ধ পরিষদে পঠিত হইবার বিশেষ উপযোগী। আমি প্রবন্ধলেখককে তাঁহার অনুসন্ধান কল্পতা ও গবেষণার জন্য বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বথানিয়মে প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত বতীশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তাকী	১। শ্রীযুক্ত বতীশচন্দ্র নাথ বাগচী ৩নং বসাক বাগান লেন
.. নগেন্দ্রনাথ বহু	..	২। .. স্বধীরলাল রায় চৌধুরী বারইপুর
.. সভীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ	.. মন্থধর্মোহন বহু	৩। .. শ্রীশচন্দ্র সেন শিক্ষক পৌরালয়
.. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	..	৪। .. হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম, এ, ৪৭নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীট
.. অধিনাশচন্দ্র ঘোষ	.. পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	৫। .. হীরলাল মিত্র ১৩২, বেনেটোলা লেন
মুন্সী রওশন আলি	.. মন্থধর্মোহন বহু	৬। .. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ৫০নং গ্রে ষ্ট্রীট
..	..	৭। .. নবদীপচন্দ্র পাল কুমারখালী, নদীয়া
..	..	৮। .. দক্ষিণারঞ্জন আচার্য্য দৌলতপুর পোঃ নদীয়া
..	..	৯। .. বঙ্কবিহারী নন্দী, উকীল, কুষ্টিয়া
..	..	১০। .. রাইচরণ দাস, এ ..
..	..	১১। .. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, এম, এ, এ ..
..	..	১২। .. বরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ডেঃ মাঃ রাজবাড়ী
..	..	১৩। .. জানকীনাথ দাস, উকীল এ ..
..	..	১৪। .. শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য উকীল এ ..
..	..	১৫। .. গুরুগোবিন্দ পাঠীদার উকীল এ ..
..	..	১৬। .. বাণীশচন্দ্র সান্ডাল এ ..
..	..	১৭। .. কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী মোঃ এ ..
..	..	১৮। .. মাধনলাল ভট্ট হুগলী ..
..	..	১৯। .. সেখ ওসমান আলি, বি, এল, মুন্সেফ গিরিদি
..	..	২০। .. মীর মোশাব্বরক হোসেন লাহিনীপাড়া কুষ্টিয়া
..	..	২১। .. মুন্সী বহাদুর রেনাজাদীন আহম্মদ ৪নং কড়েরা রোড
..	..	২২। .. ডাঃ হবিবুর রহমান এল, এম, এস, ..
..	..	২৩। .. মুন্সী মোজাম্মেল হক, নদীয়া ..
..	..	২৪। .. কায়কোবাদ ময়মনসিংহ

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ও গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল ।

শ্রীযুক্ত বতীশচন্দ্র নাথ চৌধুরী,
সম্পাদক ।

শ্রীচুণিলাল বসু,
সভাপতি ।

ষষ্ঠ অধিবেশন ।

গত ২৯শে কার্তিক ১৩০৯, ১৫ই নবেম্বর ১৯০২, শনিবার অপরাত্ন ৫।০টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইরাছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এক্ সি, এন্ (সভাপতি)	
.. সভাপতিশ্রী বিদ্যাভূষণ, এম, এ,	কুমার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায়
কুমার .. শরৎকুমার রায়, এম, এ,	পণ্ডিত .. অরুণ সিদ্ধান্তভূষণ
.. রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, এম, এ,	.. কৃপাশরণ ভিকু
.. পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ,	(মহাছবি-মহানগরী বিহার)
.. কল্পণাকুমার সেনগুপ্ত	.. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ বি এল,
.. সভ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	.. গুণালঙ্কার জানরত্ন কপিলজ
.. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ,	(সুধর্মানন্দ বিহারের অধ্যক্ষ)
.. সভ্যকৃষ্ণ রায়	.. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
.. দুর্গানারায়ণ সেন	.. বাণীনাথ নন্দী
.. অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল,	.. রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল,
.. নগেন্দ্রনাথ বসু	.. ব্যোমকেশ মুস্তফী
.. নিখিলনাথ রায়, বি, এল,	.. মন্থনমোহন বসু } (সহ-সম্পাদকম্বর)

এইদিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্বাচন (৩) প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় কর্তৃক “তপস্ব ও ভল্লিক” নামক বৌদ্ধশাস্ত্রখ্যাত বণিকদ্বয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ, (৪) বিবিধ বিষয় ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অল্পপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর, এম, বি, এক্ সি, এন্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য আরম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত বতীশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বিদ্যাবিনোদ
		১২মং ভীম বোমের সেন
.. মন্থনমোহন বসু	.. রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২। .. বোড়ীচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল,
..	..	৩। .. জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ,
..	..	২০মং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর ট্রাষ্ট
..	..	৪। .. বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ,

অতঃপর প্রবন্ধলেখক উপস্থিত না থাকায় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তাকী মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আজ প্রবন্ধের আলোচনার পূর্বে আমি আনন্দসহকারে জানাইতেছি যে, আজ যেমন বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত প্রবন্ধের পাঠ হইল, তেমনই ভাগ্যক্রমে দুইজন পণ্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আজ আমাদের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । উঁহারা পথে যাইতেছিলেন, আমার মুখে শুনিয়া আগ্রহপ্রকাশ করিয়া এখানে আসিয়াছেন । যে বঙ্গদেশ একদিন বৌদ্ধধর্মের প্রধান আশ্রয় ছিল, আজ সেই বঙ্গদেশে উঁহাদের দ্বারাই অতি ক্ষীণভাবে বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে । উঁহাদের মধ্যে কৃপাশরণ ভিক্ষু মহাশয় এই কলিকাতায় একটি বৌদ্ধবিহার স্থাপন করিয়াছেন । উনি তাহার মহাস্থবির এবং অপর গুণালঙ্কার ভিক্ষু মহাশয় চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুধর্ম্মানন্দ-বিহারের অধ্যক্ষ, উঁহারা উভয়েই চট্টগ্রামী বাঙ্গালী হইলেও বহুদিন সিংহল ও ব্রহ্মদেশে ছিলেন । উঁহাদের নিকট হইতে আমরা আজ বৌদ্ধধর্মের অনেক কথা শুনিতে পাইব । প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলিবার নাই । লেখক “ত্রপুষ ও ভল্লিক” সম্বন্ধে ললিতবিস্তরের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন । তদ্ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থে উঁহাদের উল্লেখ দেখা যায় । “ত্রপুষ ও ভল্লিক”কে ব্রহ্মদেশবাসীরা, সিংহলীরা স্ব স্ব দেশীয় লোক বলিয়া দাবী করেন । বিভিন্নগ্রন্থে “ত্রপুষ ও ভল্লিক” প্রদত্ত উপহার দ্রব্যের নানাবিধ বর্ণনা আছে । এই স্মৃতি একটা ঔষধের কথা বলি, বিশেষতঃ আজ ডাক্তারবাবু আমাদের সভাপতি । বুদ্ধদেবকে ত্রপুষ ও ভল্লিক মধু আর ঘৃত উপহার দেন । বুদ্ধদেব ঘৃত হজম করিতে পারিলেন না, অম্ল হইল । ইচ্ছা তাঁহার কষ্ট দেখিয়া হরিতকী আনিয়া দিলেন । বুদ্ধদেব হরিতকী সেবনে আরোগ্য হইলেন । দিক্‌পালেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে আহাৰ্য্য দান করিতেন । উপাসকগণকে ইংরাজীতে Sympathiser বলিলেই চলে । বুদ্ধদেবের উপবাসকাল সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থে সাত সপ্তাহ বলে, কিন্তু মহাযানমতের গ্রন্থে এক সপ্তাহ বলে । যাহা হউক তখনও যে দক্ষিণাপথ হইতে দুই একজন উত্তরথণ্ডে যাতায়াত করিত, তাহার প্রমাণ এই প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায় ।

এই সম্পর্কে সতীশবাবু হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মতে “ত্রপুষ ও ভল্লিকের” বিবরণের ও বুদ্ধদেবের উপবাসাদির বিবরণের পার্থক্য এবং তৎসম্পর্কে বৌদ্ধধর্মের অনেক কথার আলোচনা করিলেন এবং ত্রপুষ ও ভল্লিকের সময় ও স্থান লইয়া অনেক আলোচনা করিলেন ।

তৎপরে সভার অনুরোধে ভিক্ষু মহাশয়েরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে উঠিলেন । শ্রীযুক্ত কৃপাশরণ ভিক্ষু মহাশয় বলিলেন,—আজ সভায় আসিয়া বড় আনন্দলাভ করিলাম । কৃত্তবিদ্যা বাঙ্গালীরা প্রকাশ্য সভায় বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, খুঁজিয়া পড়িয়া তাহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের আনন্দ যত না হউক, আমি বৌদ্ধ,

আমার আনন্দ অত্যন্ত অধিক হইতেছে। মঙ্গলময় ত্রিৱন্ধের নিকট আমি এই মহাহুত্বের এবং এই সভার মঙ্গলকামনা করি। পূর্বে ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধ ছিল, এখন চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঠাঁহারা আছেন, তাঁহারাও স্নেহভাবাপন্ন। বিদ্বানের সাহায্য ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের মার্জনার উপায় হইবে না। বিদ্বানের সহাহুত্বিত পাইবার আশায় কলিকাতার বিহার স্থাপনে চেষ্টা করিতেছি।

কৃপাশরণ ভিক্ষু মহাশয় এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে পালিগাথা আবৃত্তি করিয়া আশীর্বাদ ও বৌদ্ধধর্মের নীতির কিছু কিছু ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে গুণালঙ্কার ভিক্ষু মহাশয় বলিলেন, আমি ইংরাজী জানি না, কিন্তু সতীশবাবু যে সকল কথা বলিলেন, সমস্তই শাস্ত্রসঙ্গত। এই বলিয়া তিনিও ঐ উপাখ্যান আরও একটু বিশদরূপে বর্ণনা করিলেন এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি নীতির ব্যাখ্যা করিয়া পালিগাথা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া গুনাইলেন। অবশেষে পরিষৎকে বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত প্রবন্ধের আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন।

অন্তঃপন্ন সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি এ বিষয় অধ্যয়ন করি নাই বা জ্ঞান নাই। এ বিষয়ে এমন একজন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যিনি এ বিষয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ, কেবল তাঁহারই ভরসায় আমি দুঃসাহসের বশে আজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ বিশেষ আনন্দ সহকারে সভার পক্ষ হইতে এই দুই বৌদ্ধভ্রাতাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। ইহাদের উপস্থিতিতে এবং শাস্ত্রব্যাখ্যায় আমরা ধন্য হইয়াছি। ইহাদের পালি আবৃত্তি শুনিয়া সভাস্থ সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আজকার প্রবন্ধের মত বিষয়ের সত্য নির্ধারণ করা বড় সহজ নহে। বণিকদ্বয় যেখানকারই হউক না, নাম দুইটি হইতে তাঁহারা যে আর্ঘ্যবংশীয় নহেন, তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মদেশীয় তাঁহারা নহেন, সতীশবাবুর মতই ঠিক। বুদ্ধের জীবনকালে ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম যায় নাই। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচার খুব বিস্তৃত হইয়াছিল; তখন দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে প্রচার হইয়াছিল, ব্রহ্মে তখনও হয় নাই। সুতরাং ত্রপুষ ও ভল্লিক ব্রহ্মদেশীয় নহেন। রেজুণের প্যাংগোডা দেখিয়াছি, ভিক্ষু মহাশয়ের উক্তি সত্য। বস্তুতঃই বৌদ্ধধর্ম স্নেহচার প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের ভোগরাগ দিয়া বৌদ্ধদেবতার পূজা চলিয়াছে। পূজাকালে বেশভূষা করে। ভোগ আমরা অধিকাংশ কাঁচা দি—উঁহাদের সবই রাঁধা। এই ভোগরাশি বিতরিত হয়। ব্রহ্মের বৌদ্ধধর্ম—হুয়া-প্রীতির অনেক ব্যাপার দেখা যায়। অশোকের Edict পাঠে পূজা পাঠের উপদেশের কথা কিছু দেখা যায় না; কেবল সর্বত্র সমদর্শন ও চরিত্র শুদ্ধির উপদেশই প্রধান। বৌদ্ধধর্মের এই গুণে হিন্দু বিরোধী হইয়াও বুদ্ধকে আপনাদের অবতার করিয়া লইয়াছে, বুদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের শাখাধর্ম বলে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে সতীশবাবুর জ্ঞান সহজে কোন কথা বলা আমার অসাধ্য, তবে লেখক যেকল্প খাটিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অশেষ প্রশংসা করিতে ও ধন্যবাদ দিতে হয়।

উহাকে আমিও বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভিক্টু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য এবং সতীশবাবুর আলোচনার ফলে প্রবন্ধোক্ত বিষয়টি আমরা আজ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলাম।
উহাদিগকেও ধন্যবাদ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ও গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,

সম্পাদক।

শ্রীপ্রাণশঙ্কর রায়চৌধুরী,

সভাপতি।

সপ্তম অধিবেশন।

গত ৬ই পৌষ ১৩০৯, ২১শে ডিসেম্বর ১৯০২ রবিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

রায় শ্রীযুক্ত প্রাণশঙ্কর চৌধুরী (সভাপতি)

পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত	বিজ্ঞেন্দ্রনাথ সিংহ	শ্রীযুক্ত	জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ,
		মুগেন্দ্রনাথ দত্ত		বতীশচন্দ্র সমাজপতি
		মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন		চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
		রমেশচন্দ্র বহু		রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, এম, এ,
	পণ্ডিত	বাগীনাথ নন্দী		অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
		শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,		বসন্তকুমার বহু
		নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
		বহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		নগেন্দ্রনাথ বহু
		দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,		পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
		অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল,		রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, (সম্পাদক),
রায়		পার্বতীশঙ্কর চৌধুরী		ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহ-সম্পাদক)
কবিরাজ		প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি	পণ্ডিত	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ,

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভা নির্বাচন, (৩) প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিত “জীব বিজ্ঞাবিষয়ক পরিভাষা” এবং (খ) শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত “জয়পুরের শিলা দেবীর পুরোহিত বাল্মীকী বিজ্ঞাধর ভট্টাচার্য্যের বিবরণ” নামক প্রবন্ধ, (৪) বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে, তাহা গৃহীত হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বৎসরীতি প্রস্তাব ও সম্বন্ধনের পর সভা শ্রীযুক্ত হইলেনঃ—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভা
শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তাকী	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১। শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সিংহ ১৫নং রাজেন্দ্রনাথ সেলেক্স গলি
.. কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়	.. বোমকেশ মুস্তাকী	২। .. এমধনাথ নন্দী ৭৫নং বীডন ষ্ট্রিট
.. হেমচন্দ্র বহু	.. রমেশচন্দ্র বহু	৩। .. মণিমোহন ঘোষ শিবপুর, হাবড়া
.. দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ	.. যুগেন্দ্রনাথ দত্ত	৪। .. তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতঃপর কোন প্রবন্ধলেখক উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তাকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশে প্রথমে মেঘনাথবাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—এসিয়াটিক সোসাইটিতে একবার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জয়পুর নগরের প্ল্যান দেখান এবং বিদ্যাধরের কথা বলেন। তখন এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত ছিল না। এখন এই প্রবন্ধলেখকের যত্নে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। ২০০ বৎসর পূর্বে একজন বাঙ্গালী যে রূপ বুদ্ধিমত্তা ও রাজনীতি কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা জানিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মেঘনাথবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের জন্ত আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালী বিদ্যাধরের কীর্তিকলাপে বাঙ্গালী সাধারণ অপেক্ষা আমাদের গৌরব আর একটু বেশী। কারণ তিনি আমাদের দেশের নিকটবর্তী স্থানের লোক। পূর্বে তাঁহার বিষয় ভারতী বা নব্য ভারতে যেন পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে বল্‌ঘলের ভট্টাচার্য্যেরা বিশেষ বিখ্যাত। ভাটপাড়া, কাঁটালপাড়া, এঁড়দহ প্রভৃতি গুরু ভট্টাচার্য্যেরা ইহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব কি না ঠিক জানি না। বল্‌ঘলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা রাজা বসন্ত রায়ের আনীত। বিদ্যাধর এই বংশীয়। বল্‌ঘলের ভট্টাচার্য্যবংশের এক কর্তার সিদ্ধমন্ত্র ছিল। তাঁহার পুত্রের নাম নারায়ণ, জামাতার নাম নারায়ণ। প্রবাদ এই ছই নারায়ণ হইতে ভাটপাড়া ও বল্‌ঘলের বর্তমান ভট্টাচার্য্যগণের উৎপত্তি। বৃদ্ধ কর্তা, মৃত্যুকালে সিদ্ধমন্ত্র পুত্রকে দিবার অভিপ্রায়ে নারায়ণ বলিয়া ডাকিলে পুত্র ও জামাতার মধ্যে একজন উপস্থিত হইয়া সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করেন। বল্‌ঘলের ভট্টাচার্য্যেরা বলেন, পুত্র নারায়ণ উপস্থিত হইয়া সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই বংশে তাঁহাদের জন্ম। তাঁহাদের মতে ভাটপাড়ার বংশ জামাতৃবংশ। জামাতৃ ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও ঐরূপ দাবী করেন, ফলে পুত্র না জামাতা, কে যে সিদ্ধমন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহারও নিশ্চয় নাই। আর কাহারও যে পুত্রবংশীয় তাহারও নিশ্চয়

নাই। আমাদের জাতিবংশের প্রাচুর্য্যবের সময় হইতে বল্মলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের অনেকে আমাদের গ্রামে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা ই আমাদের গুরুপুরোহিতের কার্য্য করিতেছেন। বাহা হউক সেই প্রাচীনকালে জয়পুরের জ্ঞান রাজপুত রাজ্যে গিয়া একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশী ব্রাহ্মণ যে মানমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া তখনকার বিদ্যাবৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। প্রবন্ধলেখক বিদ্যাধরের স্মৃতিভূত বিবরণ প্রচার করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—যতীন্দ্রবাবুর কথা মত বিদ্যাধরকে বল্মলের ভট্টাচার্য্যবংশীয় বলিয়া বিশ্বাস করিলে, একটা সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। নিম্নালাপত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিক্রমপুরের লোক। তিনি বলেন, তিনিই বিদ্যাধরের অধ্যস্তন পঞ্চম পুরুষ। তাঁহার নিকট একটি পাথরের বাটা আছে, তাহার গাত্রে খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, সে বাটাটি বিদ্যাধর জয়পুর রাজ্যের নিকট প্রাপ্ত হন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—যখন আমি কাশীতে গিয়াছিলাম, তখন মান-মন্দির দেখিতে গিয়া জয়পুরের মান-মন্দিরের কথা শুনি এবং সেই সঙ্গে মানসিংহ, শিলাদেবী, বাঙ্গালী পুরোহিত ইত্যাদির কথাও শুনি। বিদ্যাধরবংশ বৈদিক ভট্টাচার্য্যবংশ। কাশী-বাসী অনেক বাঙ্গালী বৈদিকের সঙ্গে এখনও তাঁহাদের আদান প্রদান চলে। তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানিয়াছি, বধু লইয়া গিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান জয়পুরীর আচার ব্যবহার শিক্ষা দেন, পৈতৃক বাঙ্গালীআচার ত্যাগ করিতে বলেন। মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ, কোন কোন বধু কখন কখন কাশীতে গিজালয়ে আসিয়া গোপনে মৎস্যাদি ব্যবহার করেন। বিদ্যাধরবংশ শক্তিমত্রে দীক্ষিত হইলেও জয়পুর বৈষ্ণবপ্রধান বলিয়া ও স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের আচার অনুসারে মৎস্য মাংস আহার করেন না। শিলামাতার নিকট যে নিত্য পশুবলি উৎসর্গ হয়, তাহা ছেদন হয় না। আজকার প্রবন্ধে অনেক সত্য আছে, এ প্রবন্ধের আলোচনার বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে যোগেশবাবুর প্রবন্ধপাঠের প্রস্তাব হইলে পরিভাষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের স্থষ্টি হওয়া অবধি পরিষদের পরিভাষা সমিতির কাজ চলিতেছে। এই সমিতি গঠিত হইলে প্রথমে ভূগোলশাস্ত্রের পরিভাষা প্রণয়নের চেষ্টা হয়। ভূগোলের পরিভাষা একবার প্রস্তুত করিয়া পরে নানা আলোচনায় তাহা সংশোধিত করিয়া পত্রিকায় ছাপিয়া বাহির করা গিয়াছে। জানি না সাধারণে সেই সকল পরিভাষা গ্রহণ করিবেন কি না? জ্যোতিষিক পরিভাষা লইয়া মাধববাবু ও এই যোগেশবাবু বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলেন। আমি মিজের সাহায্যের একটা পরিভাষা করিয়া দিয়াছিলাম, তাহার পর হইতে এই সমিতির কার্য্য এক প্রকার স্থগিত আছে। আমি ঐ সমিতির সম্পাদক, সুতরাং কেন স্থগিত রহিল

তাহার কৈকিরং দ্বিতে আমিই বাধ্য। পরিভাষা প্রণয়নের দুইটা দল আছে; একদল বলেন, আমরা যখন বৈজ্ঞানিক শব্দ ইউরোপ হইতে ধার করিয়া লইতেছি বা ইউরোপীয়-গণের রচিত গ্রন্থ হইতে শিখিতেছি, তখন তরজমা না করিয়া ঐ সকল শব্দই অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়া উচিত। আর একদল বলেন, বাঙ্গালার যখন পরিভাষা হইবে, তখন বাঙ্গালাই করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যেও আবার দুইদল। একদল বলেন, পরিভাষা-গুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ দিয়া বা খুঁজিয়া লইয়া করিতে হইবে। অপর দল বলেন, যখন সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়, তখন খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলিই বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। আর নূতন বাহা গড়িতে হইবে তাহা খাঁটি সংস্কৃত করিয়া লইবে। কাজেই পরিভাষা সমিতির কার্য স্থগিত আছে। আজকার প্রবন্ধে এই ত্রিবিধ নিয়মে শব্দ সংগ্রহ করা হইয়াছে। যোগেশবাবু প্রথম হইতেই বাঙ্গালা পরিভাষা রচনার পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার মত পণ্ডিতের হস্তে জীববিদ্যার পরিভাষা রচনা যে অনেকটা সফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কাজ বড় সহজ নহে। এই কঠিন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অতঃপর প্রবন্ধের ভূমিকাভাগ হইতে কতকাংশ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, এক্রপ বিষয়ের আলোচনা সভাস্থলে উপস্থিত হইবার মত নহে। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে, অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধীরভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিবেন। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—যতীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব খুব সমীচীন। রামেশ্ববাবুর কথা হইতে বুঝিলাম, ভূগোলের পরিভাষা বহু আলোচনার পর সুসংস্কৃত হইয়াছে। ভূগোল অপেক্ষা জীববিদ্যা বহু কঠিন শাস্ত্র হইলেও এ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন, এক্রপ পণ্ডিতের বোধ হয় অভাব হইবে না। সুতরাং কালে আলোচনা হইয়া এই পরিভাষা সুসজ্জিত হইবে। যোগেশবাবুকে ধন্যবাদ। তিনি পরিষদের অল্পতম প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যে ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাই-তেছি। প্রবন্ধ প্রকাশ হউক, পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অমুরোধ মত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সভ্যরূপে গণ্য করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানানো সভা ভঙ্গ হইল।

জীব্যোমকেশ মুস্তকী,

শ্রীসারদাচরণ মিত্র,

সহ-সভাপতি।

সভাপতি।

সভার অধিবেশন ।

গত ১৯ই মার্চ ১৩০২, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২০৩, শনিবার অপরাহ্ন ৫ঃ৩০ ঘটিকার সময় কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, (সভাপতি)		শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ	
.. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (উই-সভাপতি)		.. সূত্যাগোপাল সরকার	
স্বামী .. চুণিলাল বসু বাহাদুর		.. ক্ষেত্রমোহন সিংহ	
.. কীশোরচন্দ্র সেন, বি, এ,		.. প্রবোধচন্দ্র বিদ্যাসিধি	
.. হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ, বি, এ,		.. কীর্ত্তীচন্দ্র সেন	
.. সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ, এম, এ,		.. জরচন্দ্র সিকান্দরভূষণ	
.. লক্ষিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ,		স্বামী .. হারপ্রসাদ রক্ষিত মোহন	
.. সিম্বিলনাথ রায়, বি, এল,		.. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,	
.. বতীন্দ্রনাথ বসু		.. প্রভুলচন্দ্র বসু	
.. হরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত		.. বিদ্যুতৃষণ গঙ্গোপাধ্যায়	
.. আসাদ আলি		.. যোমকেশ মুস্তকী (সহ-সম্পাদক)	
.. ক্ষতাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়		.. বাগীনাথ মল্লী	
.. বরেন্দ্রনাথ ঘোষ		.. রমেশচন্দ্র বসু	
.. বরেন্দ্রনাথ বসু		.. নিহারকান্ত মুখোপাধ্যায়	

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভা নির্বাচন, (৩) প্রবন্ধ, (ক) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ মহাশয় কর্তৃক “বাক্য ভাষা ও সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব” (খ) শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক “জরপুত্রের জ্যোতিষ মন্ত্রালয়” নামক প্রবন্ধ পাঠ, (৪) বিবিধ বিষয়।

অন্য সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে এবং দুইজন সহকারী সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিতিতে সার শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতির সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য আরম্ভ করিল, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে, তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নবম বার্ষিকী কার্য্য-বিবরণী ।

(১৩০৯ বঙ্গাব্দ)

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ—নবমবর্ষ অতিক্রম করিয়া, বর্তমান ১৩১০ সালের প্রারম্ভে দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । কার্য্যনির্বাহক সমিতি গত বর্ষের (১৩০৯ বঙ্গাব্দের) নিম্ন লিখিত কার্য্য-বিবরণী সভ্য ও সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছেন । কার্য্য-নির্বাহক সমিতি আশা করেন, পরিষদের হিতৈষিবর্গ পরিষদের উদ্দেশ্য অধিকতর সুচরিত্রপে সাধনের উপযুক্ত উপদেশাদি প্রদান করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিবেন ।

নবমবর্ষে—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ উন্নতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইয়াছে । ইহার উপযোগিতা দেশের সর্বত্র ক্রমশঃই অনুভূত হইতেছে । আলোচ্য বর্ষে ইহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি, সর্ব শ্রেণীর লোকের নিকট ইহার সমাদর ও বিশ্বাসভরী মধ্যে ইহার সভ্যপদ-গ্রহণে আগ্রহই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । পূর্ব পূর্ব বর্ষের ত্রায় আলোচ্য বর্ষেও ইহার প্রতি দেশীয় রাজস্ববর্গের সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ ছিল, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে । আলোচ্য বর্ষেও তাহাদের মধ্যে করেক জনই ইহার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ইহার সভ্যসংখ্যার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যায়, বিভিন্ন বিভাগের উৎসাহ সহকারিত্ব ইহাতে যোগদান করিয়াছেন ; বিশেষতঃ শিশুকগণ, অধ্যাপকগণ এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা রাজস্বচারিবর্গ দিন দিন ইহার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব প্রকাশ করিতেছেন । ইহাতে ইহার ভবিষ্যৎ বিশেষ আশা প্রদ বলিয়াই বোধ হয় । বঙ্গীয় উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণের অনুরাগবর্দ্ধনের পক্ষে পরিষৎ যে পূর্ব পূর্ব বর্ষের ত্রায় আলোচ্য বর্ষেও বৎসরিকিং সাহায্য করিতে পারিয়াছে, ইহাই তাহার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা । সাধারণের অনুগ্রহ এবং উৎসাহ বৃদ্ধির সহিত পরিষৎও কার্য্যক্ষেত্রের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া মাতৃভাষার সেবার অধিকতর তৎপর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ।

সভ্য সংখ্যা—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের সভ্য সংখ্যা ৫৯৮ ছিল ; আলোচ্য বর্ষে ১০৮ জন নতুন সভ্য হইয়াছেন, ৬৫ জন সভ্য সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন ও ৩ জন সভ্য মৃত্যুবশতঃ পতিত হইয়াছেন । বর্ষশেষে পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৬৩৫ হইয়াছে ।

বিশিষ্ট সভ্য—আলোচ্য বর্ষে পরিষদে ২ জন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, যথাঃ সার্বভৌম বীক্সের মৃত্যু হইয়াছে । ১১ জন নিরমাতুলসারে পাত্রদে ১২০ জন বিশিষ্ট সভ্য থাকিতে পারেন । আলোচ্য বর্ষে চারিটি শূন্যপদে কেহ নিষিদ্ধিত হইয়াছেন ।

যাবজ্জীবন সভ্য—আলোচ্য বর্ষে কেহ যাবজ্জীবন সভ্যপদ গ্রহণ করেন নাই । পূর্ব বৎসরে যে মহোদয় “যাবজ্জীবন সভ্যের” পদ গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছিলেন,

আলোচ্যবর্ষেও কেবল সেই কুচরিহারিণীমিত্তি মহারাজ বাহাদুরই একমাত্র “বাবজীবন সত্য” ছিলেন। আশা করা যায়, বর্তমান বর্ষে দেশীয় রাজত্ববর্গের মধ্যে কোন কোন মহোদয়কে আমরা পরিষদের বাবজীবন সত্যরূপে প্রাপ্ত হইব।

বিশেষসভ্য—বাহারা পরিষদে অর্থ সাহায্য ভিন্ন অন্য উপায়ে বিশেষভাবে পরিষদের উপকার করেন বা বাহাদের নিকট পরিষৎ ঐক্য কোন উপকারের আশা করে, তাঁহারা সাধারণ সভ্যরূপে নির্বাচিত হইতে অক্ষম হইলে, তাঁহাদিগকে বিশেষ-সভ্যরূপে নির্বাচন ব্যবস্থা হইরাছে। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বোষ বিভাভূষণ মহাশয়কে বিশেষ সভ্যরূপে নির্বাচিত করা হইরাছে। অমূল্যবাবু পরিষদের অন্য বালীলা ব্যাকরণের ইতিহাস ও বালীলা অভিধানের অন্য গ্রন্থ এবং অপ-ভাষার শব্দ সংগ্রহ করিতেছেন।

সভ্যের সম্মান লাভ—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের ৪ জন সভ্য রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন,—(ক) আলোচ্যবর্ষের একতম সহকারী সভাপতি, বিবিধ-বিভাগসম্পন্ন, মাতৃভাষাহরত, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বি এল মহাশয় বৎসরের শেষভাগে হাইকোর্টের বিচারক পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইরাছেন। (খ) শিরারশোল রাজবংশের কুমার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মালিরা বাহাদুর গভর্নেন্ট হইতে “কুমার,” (গ) শ্রীযুক্ত হারাগচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় “রায়সাহেব” এবং (ঘ) মণেশ্বরের হুপ্রসাদ উকীল, “হিন্দুগজিকার” সম্পাদক হুলেখক, এবং দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বহনাদি কল্লুরদার এম্‌এ, বি এল, মহাশয় “রায় বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত হইরাছেন। এই সকল ঘটনা পরিষদের পক্ষে অতীত আনন্দের কথা।

সভ্যের পরিত্যাগ—আলোচ্যবর্ষে যে ৩ জন পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্‌এ মহাশয়ের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। প্রাচীন বালীলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ কার্যের আরম্ভ হইতেই তিনি উহার প্রধান সম্পাদক হন। আলোচ্যবর্ষে তিনি উক্ত উত্তর পদেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি বেক্রপ ভাবে ও বেক্রপ বস্ত্রে পরিষদের ও গ্রন্থাবলীর কার্য-নির্বাহ করিতেন, তাহা প্রকাশ করা হুঃসাধ্য। পরিষদের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক বন্ধ ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিষদের মাসিক অধিবেশনে তিনি প্রবন্ধ পাঠ, সাহিত্যবিবরণ প্রকাশিত প্রয়োজনীয় ও কোতুলোকাদীপক গ্রন্থাদি প্রদর্শন করিয়া পরিষৎকে অহুগৃহীত করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বেকারগণ পরিষদের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য পরিষদের সম্পাদককে লিখিত তাঁহার পত্রখানি নিয়ে অবিকল মুদ্রিত হইল,—

12/1/4, Pataldanga Street, Calcutta, September 12. 02.

My Dear Jatin,

Multiplicity of literary engagements compells me to resign the

নবম বার্ষিকী কার্য-বিবরণী ।

Vice-Presidentship of the *Sahitya Parishad* and the Editorship of the *Granthavali* from this day.

Yours affectionately,

Sd./ Haraprasad Shastri.

ইহার পর অন্তঃপত্রে সভাপদও ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগে পরিবং অভিগ্ন হইত। এই উপলক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতি যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই হলে উদ্ধৃত হইল,—“মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় পরিষদের অকৃত্রিম যত্ন থাকিয়া এতদিন পর্যন্ত পরিষদের কার্যে যে ভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশাদিকল্পে যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তৎসমস্ত পরিবং চিরকাল তাঁহার নিকট ঋণী রহিল। তাঁহার স্তায় বিবিধ-বিভাগসম্পন্ন এবং বঙ্গভাষার কৃতী সাহিত্যিক মহোদয়কে পরিষদের কার্যক্ষেত্রে না পাওয়াতে পরিষদের যে ক্ষতি হইল, পরিবং তাহা শীঘ্র এবং সহজে পূরণ করিতে পারিবেন না। পরিবং আশা করেন, ভবিষ্যতে তাঁহার অবকাশ ও সুযোগ ঘটিলে তিনি পুনরায় পরিষদের কার্যভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের কার্যে পূর্বের স্তায় উৎসাহী হইবেন।”

সভ্যের মৃত্যু—বিশেষ হৃৎখের সহিত প্রকাশ করা যাইতেছে, আলোচ্যবর্ষে পরিষদের নিয়মিত সভাগণের মৃত্যু হইয়াছে ;—সার জন বীমস্, কেন্দ্রপাল চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী বসু এম্ এ, বি এন্ ও উত্তমকুমার মিত্র। এতদ্ভিন্ন নারায়ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের মৃত্যু বহুপূর্বে হইয়াছে, বথাসময়ে সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(ক) সার জন বীমস্ পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৪ পৌষ (৭ই জানুয়ারী ১৮৯৪) তারিখে তিনি পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষার তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অহুরাগ ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) তিনি বখন বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্ত “বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ” সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার এক প্রবন্ধ লেখেন এবং ইংরাজীতেও এক পুস্তিকা প্রচার করেন। এই প্রস্তাব গইরা তখনকার সাময়িক পত্রাদিতে বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল। বীমস্ সাহেবের সেই প্রস্তাবের মধ্যাহ্নসারে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩) রবিবারে রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে, রাজা বিনয়কৃষ্ণ, কেন্দ্রপাল চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির চেষ্টায় The Bengal Academy of Literature নামে যে সভা স্থাপিত হয়, পর বৎসর বৈশাখ মাস হইতে উহাই উন্মেষচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাবে “বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ” নামে অভিহিত হইয়া, আজ নব বৎসর কাল বথাসাধ্য বাঙ্গালা ভাষার সেবার নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-

পরিষদের সৃষ্টি-করনা সর্বপ্রথম সারু জন্ বীম্‌সের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, সারু জন্ বীম্‌সই পরিষদের উদ্ভাবয়িতা। ইংরাজী ভাষার তাঁহার লিখিত Comparative Grammar of the Aryan Languages of India নামক পুস্তকখানি ভাষাতত্ত্বাষেবী ব্যক্তিগণের পক্ষে একখানি বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ। উহাতে সংস্কৃত, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া ও পাঞ্জাবী ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষারও বিস্তর আলোচনা আছে। তাঁহার Bengali Grammar বঙ্গীয় সাহিত্যসেবি-মাত্রেয়ই একবার পাঠ করিয়া দেখা উচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ সংস্থাপনের জন্ত তিনি যে প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে (১ম খণ্ড, ১২৭৯ আশ্বিন) প্রকাশ করেন ও বঙ্গদর্শনের তৎকালিক সম্পাদক রায় ৮বক্‌মচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, সি আই ই, মহাশয় তাহার উপর যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্ত পরিশিষ্টে অবিকল উদ্ধৃত হইল। (“খ” পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। যে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে “বঙ্গদর্শন” জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটাইবার সূত্রপাত করিয়াছিল, সেই ১২৭৯ বঙ্গাব্দেই বঙ্গদর্শনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সারু জন্ বীম্‌স বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন। এই উভয় ঘটনার যোগপত্ত দর্শনে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশা আমাদের মনে উপস্থিত হয়। যাহা হউক ১২৭৯ বঙ্গাব্দের শুভক্ষণে এই দুই শুভ অমুষ্ঠানের ফলে স্নাতক বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ অপূর্বত্ব প্রাপ্ত করিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, একদিন এদেশে সুদৃঢ় বঙ্গভাষার পরিচালিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খ) ৮ বঙ্গাব্দে চন্দ্রপাল চক্রবর্তী মহাশয় পরিষদের আদি-প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে একজন। যতদিন ইহার ইংরাজী নাম ছিল এবং ইংরাজীতে ইহার কার্য-পরিচালনা হইত, ততদিন চন্দ্রপাল বাবুই ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রপাল বাবু বীম্‌স সাহেবের প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়া অনেক যুক্তিযুক্ত প্রবন্ধাদি সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তদবধি উহা কার্যে পরিণত করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে সর্বদা চেষ্টা-বিত্ত ছিলেন। অবশেষে ১৩০০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রাজা বিনয়কৃষ্ণের আশ্রয়ে তিনি তাঁহার চিরপোষিত আশা ফলবতী করিয়া তুলিয়াছিলেন। চন্দ্রপাল বাবু ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। উভয় ভাষাতেই তাঁহার বিস্তর রচনা ও পুস্তক-কাবলী আছে। চন্দ্রপাল বাবু একজন সুলেখক, উৎকৃষ্ট ঔপন্যাসিক এবং চিন্তাশীল অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রপাল বাবুর প্রথম উপন্যাস “চন্দ্রনাথ” প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস পরে নাট্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া সেকালের এটো ভাষাতাল থিয়েটারে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। চন্দ্রপাল বাবুর মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার অন্তিমার্থ পরিষৎ-গৃহে তাঁহার ত্রোমাইড ছবি রাখা হইবে।

(গ) পরিষদের স্রষ্টি অবধি ৮ চাকচক্ষ্য ঘোষ মহাশয় তাহার একজন অকৃত্রিম বন্ধ ছিলেন। তিনি প্রতিবৎসর ইহার কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইতেন। এক বৎসর তিনি ইহার সহকারী সম্পাদক ও এক বৎসর ধন-রক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরিষদের কার্যে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অশেষ যত্ন ছিল। গ্রন্থপ্রকাশ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি শাখাসমিতির সভ্যরূপেও তিনি পরিষদের জন্ত যথেষ্ট কার্য করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে ও আগ্রহে পরিষদের গৃহনির্মাণার্থ ভূমি লাভ হইয়াছে। অল্প ব্যয়ে বাহাতে পরিষদের গৃহ সহরের মধ্যে একটা উজ্জ্বল-যোগ্য ও দর্শনীয় অট্টালিকা হয়, তাহার জন্ত তিনি অনেক-গুলি আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষরূপ কৃতজ্ঞ। চারু বাবু একজন সাহিত্যমুরাগী ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি নববিভাকর-সাধারণী ও নবজীবন পত্রে সন্মদা লিখিতেন; অবশেষে তিনি নিজেই “বিভা” নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। দুই তিন বৎসর পরেই উহা বন্ধ হইয়া যায়। চারু বাবুর অকাল-মৃত্যু পরিষদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি ও অতিশয় দুঃখের কারণ হইয়াছে। তাঁহার স্মরণার্থ পরিষৎগৃহে তাঁহার ব্রোমাইড ছবি রাখা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

(ঘ) ৮ বিপিনবিহারী বসু, এম্ এ, বি এল মহাশয় লক্ষ্মীএর একজন প্রসিদ্ধ এড্-ভোকেট ছিলেন। সেখানে বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরী নামে একটা সাধারণ পাঠাগার আছে। বিপিন বাবু এই পাঠাগারের সভাপতি ছিলেন। এই পাঠাগারের প্রতিনিধিরূপ তিনি পরিষদের সভ্য হন। লক্ষ্মীএর প্রবাসী-বঙ্গালীর মধ্যে মাতৃভাষা অহুশীলনের পক্ষে বিপিন বাবুর বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ একজন গণ্যমান্য প্রবাসী বন্ধু হারাইয়াছে।

(ঙ) সভ্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ আর একজন হিতৈষীকে হারাইয়াছে। কলিকাতা বড়বাজার পোস্তা-নিবাসী কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের অকালে মৃত্যু হইয়াছে। কুমার পরিষদের গৃহনির্মাণার্থ ২৫০ টাকা দান করিতে প্রতিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের সভ্য না হইয়াও ইহার প্রতি যে অহুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি ইহার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। স্বর্গীয় কুমার বঙ্গভাষার নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার মাতৃভাষামুরক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

(চ) আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-জগতের আর একটা উজ্জল রত্ন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শান্তিপুত্র-নিবাসী অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী ও পরম ভাগবত, সুবিজ্ঞ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের দেহান্ত হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির অতিরিক্ত সভ্য ছিলেন। ভাগবত-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার সম্পাদিত ত্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতি উপাদেয় এবং অপূর্ব গ্রন্থ। পরিষৎ যদিও সাক্ষাৎ সন্মুখে তাঁহার নিকট কোন সহায়তা পান নাই, তবু তাঁহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য বিশেষ উপকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে; সুতরাং তাঁহার মৃত্যু বঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি-জনক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অধিবেশনাদি,—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের একাদশটি মাসিক অধিবেশন ও একটি বার্ষিক অধিবেশন হইরাছিল। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইরাছিল,—

অধিবেশন	প্রবন্ধ	লেখক।
১ম	(১) প্রাচীন গ্রীস রোম ও ভারতের সৌন্দর্য্যকল্পনা—	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিএ।
২য়	(২) কবিবল্লভের “রসকন্ধ্য” গ্রন্থ	” তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিএ।
”	(৩) প্রাচীন কলিকাতা	” ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩য়	(৪) কবি মাঘের সংক্ষিপ্ত জীবনী	পণ্ডিত ” শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
৪র্থ	(৫) কোবীতকী ব্রাহ্মণ	” ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্‌এ।
”	(৬) বাঙ্গালী ও কৃত্তিবাস	” দীনেশচন্দ্র সেন, বিএ।
৫ম	(৭) বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাস	” অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ।
৬ষ্ঠ	(৮) অণুস ও ভক্তিক	” শিবচন্দ্র শীল।
৭ম	(৯) জীববিভা বিবরণ পরিভাষা	” যোগেশচন্দ্র রায়, এম্‌এ।
”	(১০) জয়পুরের শীলাদেবীর বাঙ্গালী পুরোহিত বিভাধরের বৃত্তান্ত }	” মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বিএ।
৮ম	(১১) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব	” হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিএ।
”	(১২) জয়পুরের জ্যোতিষিক বস্ত্রালয়	” মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বিএ।
৯ম	(১৩) চরক ও স্ত্রীশ্রুতের কালনিরূপণ (হিন্দুসময়ন) ডাঃ	” অক্ষয়চন্দ্র রায়, ডি, এস্‌সি।
১০ম	(১৪) সাংখ্যদর্শন ও গীতা	” হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌এ, বিএল্‌।
১১শ	(১৫) প্রাচীন কলিকাতার আচার ব্যবহার	” প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।
১২শ বা বার্ষিক	(১৬) গতবর্ষের বাঙ্গালা-সাহিত্য	” ব্যোমকেশ মুস্তফী।

এই সকল প্রবন্ধের প্রণী বিভাগ করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে ঐতিহাসিক বিষয়ে চারিটি, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে চারিটি, দার্শনিক বিষয়ে একটি, পরিভাষা বিষয়ে একটি ও সমালোচনা বিষয়ে ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হইরাছিল। এতদ্ভিন্ন প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভূপতি নাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সংস্কৃত ও পারসী ছন্দের অঙ্কুরণে লিখিত বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করেন। এই সকল কবিতা তাঁহার পিতা ৮ভূবনমোহন রায় চৌধুরী প্রণীত ‘হৃদয়কুসুম’ নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ মহাশয় ইটালীর জনৈক চিত্রকরের অঙ্কিত কাস্তিকের একখানি ছবি প্রদর্শন করেন। দশম অধিবেশনে পারসী অঙ্করের অঙ্কুরণে নূতনধরণের বাঙ্গালা অঙ্করে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত একখানি পুস্তিকা প্রদর্শিত হইরাছিল।

তৃতীয় অধিবেশনে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয় বলেন যে, সাহিত্য বিষয়ে অনেকের মনে নানাবিধ প্রশ্ন ও সন্দেহ উপস্থিত হয়, তদ্বোধে এক্রূপ কতক-

কলি ক্ষুদ্র বিষয় থাকে যে, তৎসম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকাদিতে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে বিস্তৃত আলোচনা করার সুবিধা হয় না। পরিষদের কোন সভা অথবা অপর কেহ যদি এইরূপ কোন প্রশ্ন পরিষদে উপস্থিত করেন, তাহা হইলে, পরিষৎ হইতে তাহার সহুত্তর দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এ সম্বন্ধে স্থির হয়, পরিষদের শাখা-সমিতিগুলির এ বিষয়ে মত লওয়া আবশ্যক। তদনুসারে ১০ই ভাদ্র পরিষদের সমস্ত শাখা সমিতির একটি সাধারণ অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে মন্থন বাবুর প্রস্তাব জীবৎ পরিবর্তিত হইয়া নিম্নলিখিত ভাবে গৃহীত হইয়াছে,—“প্রমোদী যথাযোগ্য শাখাসমিতিতে প্রদত্ত হইবে। তাহার সম্বন্ধে অধিকারী শাখা-সমিতির মীমাংসার পর আবার তাহা মাসিক সভায় আনিবার প্রয়োজন নাই। শাখা-সমিতি হইতেই উত্তর প্রদত্ত হইবে ও তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।” এই পরিবর্তিত মন্তব্য চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পরিষৎ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

কর্মচারিগণ,—অষ্টমবার্ষিক অধিবেশনের দিন, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের নবমবর্ষের নিমিত্ত কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| ১। | শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি আই ই | সভাপতি। |
| ২। | মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্. এ | } সহকারী সভাপতি। |
| ৩। | মাননীয় বিচারপতি " সারদাচরণ মিত্র, এম্.এ, বিএল | |
| ৪। | শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | |
| ৫। | রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্. এ, বি এল | সম্পাদক। |
| ৬। | শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী | } সহকারী সম্পাদক। |
| ৭। | " মন্থনমোহন বসু, বি এ | |
| ৮। | " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. এ, বি এল | ধনরক্ষক। |
| ৯। | " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ | পত্রিকা-সম্পাদক। |
| ১০। | " বাণীনাথ নন্দী | গ্রন্থরক্ষক। |
| ১১। | " বাণীনাথ নন্দী | } আরব্যার-পরীক্ষক। |
| ১২। | " কিরণচন্দ্র দত্ত | |

এতদ্বির শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ আদিত্য ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ ঘোষ পরিষদের সভ্য না হইয়াও পরিষদের গুপ্তকালরের কার্যে যথেষ্ট বহু. পরিপ্রস. এবং গ্রন্থরক্ষককে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, এজন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ পরিষদের বেতনভোগী লেখক ছিলেন; এবং ঐ বর্ষের শেষভাগে পত্রিকা-সম্পাদককে ও প্রাচীন বাঙ্গালী গ্রন্থাবলীর কর্মণ্যে সাহায্য করিবার জন্য পূর্ব বৎসরের নির্দেশমত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নন্দীকে বেতনভোগী "এক-রীডার" নিযুক্ত করা হইয়াছে। দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি গ্রন্থাবলী ও পত্রিকা বিক্রি করিবার ভারও অর্পিত হইয়াছে। পরিষৎ গুপ্তকালরের কার্যে যিহুত হওয়ার গ্রন্থরক্ষককে সাহায্য করিবার

অন্ত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেতনভোগী “সহকারী গ্রন্থকক” নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কার্যনির্বাহক সমিতি,—আলোচ্যবর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতিতে বাঁহারা নির্বাচিত ও বাঁহারা মনোনীত সভ্য ছিলেন তাঁহাদের নাম নিয়ে প্রকাশিত হইল,—

(ক) নির্বাচিত সভ্যগণ।

- ১। শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম্‌এ। ২। শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।
- ৩। ” অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্‌। ৪। ” সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
- ৫। ” শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। ৬। ” রমণীমোহন মল্লিক।
- ৭। ” চারুচন্দ্র ঘোষ। (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) ৮। ” এস্‌, কে, এম্‌, রওশন আলী।

● (খ) মনোনীত সভ্যগণ,—

- ১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিএ।
- ৩। ” নগেন্দ্রনাথ বসু। ৪। ” গোবিন্দলাল দত্ত।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের নিয়মানুসারে আয়ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত অন্ত সকল কর্মচারীই এই সমিতির সভ্য বলিয়া গণ্য ছিলেন।

কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে, কার্যনির্বাহক সমিতির কোন কোন সভ্য বৎসরের মধ্যে একবারও সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এরূপস্থলে কাহারও কাহারও মনে ভবিষ্যতে পরিষদের কার্য-পরিচালনের ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং পরিষদের ২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে কার্য করা বিধেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তদনুসারে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করেন, “বাঁহারা একাদিক্রমে চারি মাস অনুপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সে বিষয় পত্র লিখিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাতেও বাঁহারা সতর্ক না হইবেন, ২০ নিয়মানুসারে তাঁহাদের পদশূন্য হইবে এবং ১৯ (ক) ও (খ) নিয়মানুসারে তাঁহাদের স্থান পূরণ করা হইবে।”

আলোচ্যবর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির ১৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পরিষদের কার্য-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ কার্যের ব্যবস্থা হইয়াছে,—

(১) ১৩০৮ সালের নির্দেশনত এবার বাঙালা পুঁথির বিবরণ পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) বৃত্ত গ্রন্থকারগণের অন্ত বার্ষিক স্মৃতিসভার প্রস্তাব বাহা এক বৎসরের অন্ত হুগিত ছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচ্যবর্ষেও তাহার কোনরূপ আলোচনা হয়

নাই; কিন্তু ঐরূপ স্মৃতিসভার অধিবেশনের জন্ত আলোচ্যবর্ষে বান্ধব-সমিতি পরিষদে স্থান প্রার্থনা করায়, পরিষদের সভাগৃহ আল্লাদসহকারে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে প্রকারান্তরে পরিষদেরও কর্তব্য কৰ্ম করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এই সকল অমুষ্ঠানের জন্ত বান্ধব-সমিতি সাধারণের ও পরিষদের আন্ত-
রিক ধন্যবাদের পাত্র। আলোচ্যবর্ষে পরিষদগৃহে বান্ধব-সমিতির অমুষ্ঠানে যে সকল মৃত মহাত্মার উদ্দেশে সভা আহূত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল;—

সভার দিন।	মৃত-গ্রন্থকার।	প্রবন্ধলেখক।	সভাপতি।
১লা জ্যৈষ্ঠ ৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায়,	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাণ্ডে	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	এম্.এ, বিএল।
১৪ই জ্যৈষ্ঠ ৮ অক্ষয়কুমার দত্ত,	" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,	" মনোমোহন বসু।	
৭ই ভাদ্র ৮ স্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ,	৮ কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্.এ, ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,●	" শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্.এ।	
৩১শে ভাদ্র ৮ রাজনারায়ণ বসু,	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু,	" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিএস।	
১৬ই কার্তিক ৮ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর,	" গোবিন্দলাল দত্ত,	" অমৃতলাল বসু।	
১লা চৈত্র ৮ রাজকৃষ্ণ রায়,	" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	" ঐ ঐ।	
২৬শে চৈত্র ৮ রায় বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাহাদুর সি, আই, ই,	" হেমচন্দ্র বসু, এম্.এ, বিএল,	" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, এম্.এ, বিএল।	

এতদ্ভিন্ন ১৬ই আষাঢ় ৮ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে বান্ধবসমিতি ও মধ্য-
বাহালা-সম্মিলনীর উত্তোগে লোয়ার সাকুলার রোডের গোরস্থানে মাইকেলের কবর সম্মুখে
তাঁহার স্মৃতি সভার অমুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অমুষ্ঠানে পরিষৎ এবং সহরের অন্যান্য সাহিত্য
সভাও যোগদান করিয়াছিল।

(৩) আলোচ্যবর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির ১ম অধিবেশনে পরিষদের অন্ততম সভ্য
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গভাষায় নূতন প্রকাশিত পুস্তকগুলির সমালোচনা জন্ত
একটি সমালোচক-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরিষদের অবস্থা বিবেচনায়
নানা কারণে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্ভব হয় নাই; বিশেষতঃ পরিষদের বর্তমান নিয়মা-
নুসারেও এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না।

(৪) পরিষদের আর একজন সভ্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শিক্ষাবিভাগের
পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার
সহিত পরামর্শ করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মনমোহন বসু
মহাশয়ের প্রতি ভার দেওয়া হয়, কিন্তু নানা কারণে এ সম্বন্ধে কোন কার্য হয় নাই।

(৫) আলোচ্যবর্ষে গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে
সাধারণে নানা আপত্তি উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে পরিষদের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য বিবে-

চনা করিয়া শ্রীযুক্ত মনমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করেন, উক্ত পাঠ্য পুস্তকসমূহে বাস্তবিক কোন আপত্তিকর বিষয় আছে কিনা, তাহার তদ্বাহুসন্ধানের জন্ত এবং আপত্তিকর বিষয় থাকিলে, তাহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন জন্ত একটি শাখা সমিতি গঠিত হউক। এই প্রস্তাবের আলোচনার পর একটি শাখা-সমিতির উপর পাঠ্য পুস্তকগুলি পড়িয়া পরিষদের কর্তব্যাবধারণের ভার অর্পিত হইয়াছে।

(৬) এক বৎসরের অধিককালের চাঁদা বাঁহাদিগের নিকট বাকী আছে, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাব মত কার্যনির্বাহক সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে তাঁহাদের তালিকা ও তৎসম্বন্ধে বিবরণ মাসিক-নির্দিষ্ট-কার্যের হিসাবে উপস্থিত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

(৭) (ক) মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর বিবরণ-সংগ্রহে ও তৎপ্রকাশে ধেরূপ অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পরিষদের উদ্দেশ্য-সাধন বিষয়ে যথেষ্ট উপকার হইতেছে। মুন্সীজীর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এবং তাঁহার ব্যক্তিগত উপকারার্থ পরিষদের সামর্থ্য অনুসারে তাঁহাকে ২০ টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (খ) সমর্থকোষের ভূতপূর্ব সঞ্চলয়িতা শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু মহাশয় “রামায়ণতত্ত্বের” জায় “মহাভারত তত্ত্ব” সংগ্রহ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হওয়ার তাহা লিখিবার ও প্রেসকাপি করাইয়া দিবার খরচ পত্র হিসাবে পরিষৎ হইতে তাঁহাকেও ২০ টাকা সাহায্য করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

(৮) পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি প্রকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কালী-রাম দাসের মহাভারত সম্পাদন উদ্দেশ্যে এক বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং পাঠান্তরাদি আলোচনা করিয়া মূল পুস্তকের কতকটা সম্পাদন করিয়াও রাখিয়া-ছিলেন। “বঙ্গবাসী” পত্রের স্বত্বাধিকারী সাহিত্যবন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় কালীদাসী মহাভারতের সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়া প্রকুলবাবুর সম্পাদিত পুস্তকংশ প্রার্থনা করায় উহা তাঁহাকে সানন্দচিত্তে প্রদান করা হইয়াছে। পরিষদেরই অন্ততম সদস্য ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীর জনৈক সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় ঐ মহাভারত-সম্পাদন-কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন জন্য পরিষৎ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত কালীরাম দাসের মহাভারতের কয়খানি পুথির সাহায্যও দেওয়া হইয়াছে। বাহাহউক বঙ্গবাসীর যত্নে কালীরামের মহাভারতের ঘে উদ্ধার হইতেছে, ইহাতে পরিষদের কর্তব্যের একাংশ সম্পন্ন হইল বলিতে পারা যায়।

(৯) কালীর নাগরী-প্রচারিণী সভা দশ-গুণোত্তর রাশিসমূহের নাম ও তাহার পর্যায় ভারতের সর্বত্র একপ্রকার হওয়াই উচিত স্থির করিয়া, তদ্বিষয়ে পরিষদের মত জানিতে চাহেন। এ সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ, বিএল ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, এম্‌এ মহাশয়গণের মত গ্রহণ করা হইবে।

পারিতোষিক প্রবন্ধ—আলোচ্যবর্ষে কৃষ্ণভাবিনী-বস্ত্র-মল্লিক-পুরস্কার-গ্রহীতা ত্রিযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুরস্কার-দাতার পক্ষ হইতে উকীলের চিঠি পাই-
য়াও প্রবন্ধ প্রকাশে কোন চেষ্টা করেন নাই। ইহা পরিষদের বিশেষ দুঃখের কারণ
হইয়াছে।

গৃহনির্মাণ-সমিতি—পরিষদের গৃহ নির্মাণার্থ যে ভূমি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,
আলোচ্যবর্ষে তথা হইতে প্রজাবর্গকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের গৃহাদি
ভবনের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ তিন শত টাকা দেওয়া হইয়াছে। কাসিমবাজারের
মহারাজের অভিপ্রায় অনুসারেই ঐ টাকা দেওয়া হয়। শীঘ্রই জমি পরিকারের ব্যবস্থা
করা হইবে। ১৩০৮ সালে এই সমিতির তহবিলে যে পরিমাণ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল,
আলোচ্য বর্ষে তাহার উপর আরও কয়েক সহস্র টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া
গিয়াছে। নিম্নে এই বদান্ধ মহাত্মাদিগের নাম প্রদত্ত হইল,—

ত্রিযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (কলিকাতা)	২০০০\
দীপ্যপতিয়ার কুমারগণ (কলিকাতা)	২০০০\
রাজা ত্রিনাথ রায় ও ভ্রাতৃগণ (ভাগ্যকুল)	২০০০\
মহারাজা বাহাদুর সান্ন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (কলিকাতা)	১০০০\
ত্রিযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (ঢাকা)	১০০০\
মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর (ময়মনসিংহ)	৫০০\
ত্রিযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (ময়মনসিংহ, সন্তোষ)	৫০০\
” গগনেজনাথ ঠাকুর (কলিকাতা)	৫০০\
” হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)	৫০০\
” রমানাথ ঘোষ (কলিকাতা)	৫০০\
রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, (মুরশিদাবাদ, নশীপুর)	৩০০\
দুর্বলহাটীর রাজকুমারগণ (রাজসাহী)	৩০০\
কুমার শরদিন্দু রায় (রাজসাহী, বলিহার)	৩০০\
ত্রিযুক্ত রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর (রাজসাহী, কাসিমপুর)	৩০০\
” ” মন্থনাথ চৌধুরী (সন্তোষ)	৩০০\
” ললিতমোহন মৈত্র (রাজসাহী, তালন্দা)	৩০০\
কুমার ৬ রাধাপ্রসাদ রায় (কলিকাতা)	২৫০\
রাজা ত্রিযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (আসাম, গোবীপুর)	২০০\
কুমার ” দক্ষিণেশ্বর মলিয়া বাহাদুর (বর্দ্ধমান, সিরারসোল) (প্রথম দান)	২০০\
” ” রমণীকান্ত রায় বি, এ (রাজসাহী, চৌগাঁ)	২০০\
রাজা ” নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর, (নাড়াডোণ, মেদিনীপুর)	২০০\

শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মৈত্র (রাজসাহী, তালন্দা)	১৫০৭
রাজা শ্রীযুক্ত আশুতোষ নাথ রায় (মুরশিদাবাদ)	১০০৭
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা)	১০০৭
" মাণিকলাল শীল (কলিকাতা)	৫০৭
" ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)	৫০৭
	<hr/> ১৩৮০০৭

এতদ্ভিন্ন নাটোরের মহারাজ, ময়ূরভঞ্জের মহারাজ, কুমার মনুখনাথ মিত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তেওতার শ্রীযুক্তরায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী প্রভৃতি অনেকেই সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পরিষদের সভ্যগণের প্রত্যেকের নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গত পূর্ব বৎসরে যে পত্র পাঠান হইয়াছিল, তদ্বত্তরে বগুড়া সেরপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ড মহাশয় স্বয়ং ও ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় স্বয়ং এবং বঙ্গবাকবের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পরিষদের অভ্যন্তর সভ্যগণও ইহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন। (“ব” পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

কাসিমবাজারের মহারাজের বার্ষিক দান—আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বদান্তবর, সাহিত্যাহুরাগী, মাতৃভাষাহরক্ত, কাসিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশকল্পে পরিষৎকে বার্ষিক একশত টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই দানের জন্ত মহারাজ বাহাদুর পরিষদের আন্তরিক অজস্র ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহারই রূপায় পরিষদের আশ্রয়স্থানের ভূমিলাভ হইয়াছে, আবার তাঁহারই রূপায় পরিষদের অবলম্বিত একটি মহদুদ্দেশ্য সূক্ষ্মে সম্পাদনের জন্ত এই চিরস্থায়ী সাহায্যের বন্দোবস্ত হইল। ইহা হইতেই পরিষদের প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহও বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মহারাজের ত্রায় দেশের অভ্যন্তর রাজত্ববর্গ অনুগ্রহ করিয়া পরিষদের বিবিধ উদ্দেশ্য সুসাধনের জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলে পরিষৎ স্বকর্ষে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং পরিষদের উদ্দেশ্যগুলি সংসাধিত হইয়া প্রকৃতপক্ষে দেশের উপকার হইতে পারে।

শাখা-সমিতি,—

(ক) গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি—আলোচ্যবর্ষে এই সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থাবলী প্রকাশেরই সুব্যবস্থার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রধান সম্পাদকের পদ

পরিভ্রমণ করার পর উক্ত পদে আর কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নাই। বিভিন্ন গ্রন্থের সম্পাদকগণদ্বারাই গ্রন্থ-সম্পাদনের সকল কার্য নির্বাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রকাশাদি কার্য তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত ত্রিযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে উহার কার্যাব্যাহক পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শেষ অধিবেশনে গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিতরূপ আদর্শ স্থির করা হইয়াছে;—প্রত্যেক গ্রন্থের ভূমিকা লিখিত হইবে, তাহাতে ব্যাকরণ, বাগ্‌ধারা, শব্দবিচার, ঐতিহাসিক কথার আলোচনা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় ও পাঠান্তরাদি থাকিবে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থের অপ্রচলিত শব্দের এবং বিশেষ বিশেষ শব্দের নির্ঘণ্টপত্র থাকিবে। এই সকল না থাকিলে, তাহা সম্পাদন বলিয়া গণ্য হইবে না। যেস্থলে উক্ত আদর্শানুসারে সম্পাদন হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন হইবে, সেস্থলে শুদ্ধ অপ্রচলিত শব্দের নির্ঘণ্ট এবং সম্ভব হইলে পাঠান্তর দিয়া গ্রন্থপ্রকাশ করা হইবে, পরে যথাসম্ভব আদর্শানুযায়ী সম্পাদনের চেষ্টা করা যাইবে। অতঃপর গ্রন্থাবলী মাসিক বা দ্বৈমাসিক খণ্ডাকারে প্রকাশ না করিয়া প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্ ভাবে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু প্রতি বৎসর এখনকার নির্দিষ্ট ৪৮ ফর্মার পরিবর্তে অন্যান ৫০ ফর্মার প্রকাশ করা হইবে।

আলোচ্যবর্ষে পূর্বনির্বাচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে—

ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী	২০০ পৃষ্ঠা ১০ম স্বল্প ২৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত,
জ্ঞানানন্দের চৈতন্ত-মঙ্গল	১২৮ " প্রকাশখণ্ডের কতকংশ,
ছুটিখাঁর মহাভারত	৫৬ " স্বাহার বিবাহাধ্যায়,
ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল	৮ " মৈনাক গিরিরাজ সংবাদ,
বাস্তবোষের পদাবলী	১০৬ পদ পর্য্যন্ত

প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এ পর্য্যন্ত বনমালীদাসের জয়দেব চরিত্র, মাণিক গাজুলীর ধর্মমঙ্গল, নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ, কৃষ্ণরামের রাধিকামঙ্গল সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির শেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের জন্ত নির্বাচিত এবং নিম্নলিখিত মহাশয়গণ সেই সকল পুস্তকের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন,—

গ্রন্থ	সম্পাদক
১। হরিলীলা	ত্রিযুক্ত বীণেশচন্দ্র সেন, বি এ।
২। নীত-বসন্ত	পণ্ডিত " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
৩। কালিকা-মঙ্গল	" অতুলচন্দ্র চৌধুরী।
৪। পদ্মাবতী	মুন্সী " আবদুল করিম।

ছুটিখাঁর মহাভারতের সম্পাদক ত্রিযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যভীষ মহাশয় পরিষদের

সভাপদ ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সম্পাদক পদ ত্যাগ করায়, ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উপর ছুটিখান মহাভারত সম্পাদনের ভার অর্পিত হইয়াছে।

পরিষৎ হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তদন্তর্গত অপ্রচলিত ও প্রয়োজনীয় শব্দের নির্ধৃত প্রস্তত করিবার ভার ত্রিযুক্ত মন্থথমোহন বসু মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে।

গত পূর্ব বৎসরে কবি জগদ্রাম রায়ের আত্মীয় বংশের বংশধর ত্রিযুক্ত কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় জগদ্রামের গ্রন্থাবলী ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। “হুর্গা পঞ্চরাত্রি” ছাপা হইয়াছে। পরিষদের অন্ততম সদস্য ত্রিযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় সম্পাদনান্তর জগদ্রামের রামায়ণের যে প্রতিলিপি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা কাশীবিলাস বাবুকে কবির মূল পুস্তকের সহিত মিলাইয়া ছাপাইবার জ্ঞত প্রদান করা হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে তিনি সে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, শেষ হয় নাই।

ত্রিযুক্ত জগদ্বজ্র ভদ্র মহাশয়ের সংগৃহীত “গৌরপদাবলী” পরিষদের সম্পাদক ত্রিযুক্ত রায় শতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আত্মকুল্যে ছাপা হইতেছে।

কৃতিবাসের রামায়ণের ছাপা চলিতেছে। উত্তরাকাণ্ড ছাপা হইয়া গিয়াছে।

(খ) পরিভাষা সমিতি,—এই সমিতির অন্ততম সদস্য রাতেনশা কলেজের বিজ্ঞ অধ্যাপক ত্রিযুক্ত ষোণেশচন্দ্র রায় এম্‌এ মহাশয় জীববিজ্ঞা-বিষয়ক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

(গ) শব্দ সমিতি,—আলোচ্যবর্ষে মালদহ হইতে পণ্ডিত ত্রিযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় তৎপ্রদেশের চলিত-কথার তালিকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

(ঘ) গ্রন্থরচনা সমিতি,—হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান অম্লবাদক ত্রিযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নন্দ মহাশয় “স্বাধ্যসিক্কান্তের” বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

পরিষৎ পুস্তকালয়,—১৩০৮ সালে এই পুস্তকালয়ে ২২৭৩ খানি পুস্তক এবং ২২১ খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে পুস্তকের সংখ্যা ২৮৩৬ হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালা ২১৬৫, ইংরাজী ৪৭৪, সংস্কৃত ১৬৬, এবং উর্দু, পারসী, কানাড়ী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার পুস্তক ৩১ খানি। পুথির সংখ্যা আলোচ্যবর্ষে ৩৩৬ খানি হইয়াছে। ৩৮৩ পুস্তক ও ৩৬ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। (পরিশিষ্টে উপহার-প্রাপ্ত পুস্তক, পুথি ও উপহারদাতাদিগের তালিকা দ্রষ্টব্য।) উপহারের তালিকার মধ্যে উল্লেখিত ত্রিযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয়ের প্রদত্ত পুস্তকগুলি ১৩০৮ সালের শেষে পাওয়া গিয়াছিল এবং গতবর্ষের মোট পুস্তক রাশির সহিত তাহা গণণাও করা হইয়াছিল; কিন্তু, তাহার তালিকা গত বৎসরের উপহার প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকার মধ্যে প্রকাশ করা হয় নাই। এ বৎসরের তালিকায় তাহা প্রকাশ করা হইল। এ বৎসরের প্রাপ্ত পুস্তকের মোট সংখ্যায় তাহা আর ধরা হয় নাই।

উপহারদাতৃবর্গের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ। ত্রিযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও ত্রিযুক্ত

অমূল্যচরণ ঘোষ বিভাভূষণ মহাশয়গণ পুথি উপহার দিয়া ধন্তবাদ-ভাজন হইয়াছেন। যথানিয়মে মাসিক অধিবেশনে ইহাদের এই সকল উপহার ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে পরিষৎ পুস্তকালয়ে যে সকল সাময়িক পত্র আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশই পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে এবং কতকগুলি তত্তৎ পত্রের সম্পাদকগণের অহু-গ্রহে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এমএ, বি, এল, মহাশয় পরিষদের পাঠাগারের জন্য “স্টেটসম্যান” সংবাদ-পত্রের দৈনিক সংস্করণ রীতিমত পাঠাইতেছেন। তজ্জন্ত পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

(ক) পুস্তকালয়—পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় এ বৎসরও পরিষৎ পুস্তকালয়ের পরিপুষ্টির জন্য নানারূপ চেষ্টা করা গিয়াছে। এই পুস্তকালয়ে সকল প্রকার বাঙ্গালা গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারগণের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে ও পুরাতন পুস্তকাদি অল্পে অল্পে ক্রয় করা হইতেছে। এ বৎসর ১২৫ খানি গ্রন্থ ক্রীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেক পুরাতন মাসিক পত্রও ক্রয় করা হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় এ বর্ষেও এই সাময়িক-পত্র-সংগ্রহ-কার্যে বিশেষরূপে চেষ্টা করা হইয়াছে। সে কালের প্রথম বাঙ্গালা পত্র “দিগদর্শন” হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের মাসিকপত্রের ৩২৭ খানি সম্পূর্ণ ধণ্ডসংগৃহীত হইয়াছে।

এ বৎসর ইংরাজী এবং সংস্কৃত পুস্তকের বর্ণমালা অহুসারে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে পুস্তকালয় হইতে ৭০০ শত পুস্তক সভ্যগণের পাঠার্থ বাহির হইয়াছে এবং ৫০ জন সভ্য এই পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ পুস্তকাদি লইয়াছেন।

এ বৎসর পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা পুস্তকালয়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহারই ফলে এ বৎসর উপহারের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও সর্বসাধারণের সহায়ত্বীত আশাহুরূপ পাওয়া যাইতেছে না। পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে যাহারা গ্রন্থকার তাঁহাদের রচিত পুস্তকগুলি পাইলেই পুস্তকালয়ের পরিপুষ্টি হইতে অধিক সময় লাগে না। কেহ কেহ স্বরচিত গ্রন্থ দিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকার এখনও সে অহুগ্রহ করেন নাই। আশা করা যায়, অচিরে এ ক্ষোভ মিটিবে।

(খ) পাঠাগার—পরিষদের পাঠাগারটি পূর্ববৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খোলা থাকে। স্নাতকের বিষয়, প্রত্যহ বহু পাঠক এখানে আসিয়া পাঠ করেন। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র এখানে আসিয়া থাকে।

স্মৃতিচিহ্নাদি—(ক) “রজনীকান্ত স্মৃতিস্থাপন সমিতি” প্রথমে শ্রীযুক্ত কুলদার রজন রায় মহাশয়ের প্রতি ব্রোমাইড ছবি প্রস্তুতের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্মৃতিস্থাপন তহবিলে অধিক অর্থ সংগৃহীত হওয়ার ব্রোমাইড ছবির পরিবর্তে তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা হয়। প্রসিদ্ধ চিত্রকর ৮ উপেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় পরিষদের জন্ত সামান্য মাজ পারিশ্রমিক লইয়া উহা প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু অল্পদিন পরে অকালে যক্ষ্মারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়, স্মৃত্যং তাঁহা ঘাণা আর কোন কার্য হয় নাই। এক্ষণে

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। ছবি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। আগামী নবমবার্ষিক উৎসবের পর ঐ ছবি প্রতিষ্ঠার জন্ত কার্য-নির্বাহক সমিতি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। এই ছবির ব্যয় নির্বাহার্থ ষাঁহার অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদের নামাদি পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। (“ড” পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

(খ) ৬ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী মহাশয়ের ব্রোমাইড ছবিও প্রস্তুত হইতেছে। আশা করা যায় ৬রজনীকান্তের ছবি প্রতিষ্ঠার দিন এই ছবিও প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যাইবে।

(গ) ৮চাক্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ছবির কোন আদর্শ বর্তমান নাই। কাজেই উহার স্থিতি স্থাপনের জন্ত ছবি প্রস্তুতের কোন উপায় হয় নাই, এজন্য পরিষৎ দুঃখিত।

আয়ব্যয়,—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের মোট আয় ৩৯২৩৥১০, তন্মধ্যে পূর্ব বৎসরের উদ্ধৃত ৩১৩৬০ ছিল। উহা বাদে আলোচ্য বর্ষে সর্ব প্রকারে পরিষদের আয় ৩৬১০১০ এবং ব্যয় ৩৭৮৫৮১৫। বর্ষ শেষে মোট উদ্ধৃত আছে ১৩৮৥০ আনা।

গৃহনির্মাণ তহবিলের আয়ব্যয়—আলোচ্যবর্ষে গৃহনির্মাণ তহবিলে ২৬২৥০ টাকা আদায় হইয়াছে, আশা করা যায় বর্তমান ১৩১০ সালে এই তহবিলের সমস্ত প্রতিশ্রুত টাকা আদায় হইয়া যাইবে।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ,—আলোচ্যবর্ষে ষাঁহাদের যত্নে, সাহায্যে ও সহায়ত্বভূতিতে পরিষৎ স্বকার্য-সাধনে সফল হইয়াছে, বর্ষশেষে পরিষৎ তাঁহাদের নিকট সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। এই কার্য-বিবরণের নানাস্থানে তাঁহাদের অনেকেরই অনুগ্রহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পরিষদের কন্মচারিগণও সময়ে আপন আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতি এই বিবরণ উপসংহার করিতেছেন। ইতি—

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কার্যালয়

১৩ই বৈশাখ

১৩১০ বঙ্গাব্দ

কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমতানুসারে

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

অবৈতনিক সম্পাদক।

“ক” পরিশিষ্ট ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য-তালিকা ।

(ক।১) বিশিষ্ট সভ্য ;—

- ১। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, বোড়াসাঁকো, কলিকাতা ।
- ২। “ চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ; বি এল, ৫ রথুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাহুড়বাগান, ঐ ।
- ৩। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, বান্ধব কুটীর, ঢাকা ।
- ৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল . কালী ।
- ৫। “ নবীনচন্দ্র সেন, বি, এ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম ।
- ৬। “ শান্ত উইলিয়ম ওয়েডারবার্গ, লণ্ডন ।
- ৭। “ শান্ত জর্জ বার্ড্ উড্-লণ্ডন ।
- ৮। “ রমেশচন্দ্র দত্ত, সি আই ই, লণ্ডন ।

(ক।২) আজীবন সভ্য,—

- ৯। মহারাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই ; সি, বি, কুচবিহারাধিপতি, কুচবিহার ।

(ক।৩) বিশেষ সভ্য,—

- ১০। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১১ গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা ।
- ১১। মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম, প্রধান শিক্ষক, আনোয়ারা স্কুল, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ।
- ১২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ৫০।১ বীডন স্ট্রীট, কলিকাতা ।

(ক।৪) স্থানীয় সভ্য,—

- ১৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর, এম্ এ, ২৭ দম্ভাহাটা স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ১৪। “ অক্ষয়কুমার বড়াল, ৩৪।২ মুক্তারাম বাবুর ৪র্থ লেন, চোরবাগান, কলিকাতা ।
- ১৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামীর গলি, সিমলা, কলিকাতা ।
- ১৬। শ্রীযুক্ত অভুলকৃষ্ণ বসু, ১০ রতন বাবুর ঘাট রোড, কান্দিপুর, কলিকাতা ।
- ১৭। “ অভুলচন্দ্র গুপ্ত, বি এ, ৫৫ রতন সরকারের গাভে ন স্ট্রীট, বোড়াসাঁকো, ঐ ।
- ১৮। “ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, ২৩।৩ বীডন রো, দর্জিপাড়া, কলিকাতা ।
- ১৯। “ অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮।৫৯ বলরাম দেব স্ট্রীট, বোড়াসাঁকো, কলিকাতা ।

- ২০। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত, এম্ এ, ৩ নিকালি শাড়া লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা।
- ২১। " অম্বকুলচন্দ্র যুগোপাধ্যায়, ৩২ শীর্ষাপুর হ্রীট, কলিকাতা।
- ২২। " অম্বকুলচন্দ্র বসু(ক), ৩৫২ বীডন হ্রীট, হেহরা, কলিকাতা।
- ২৩। " অম্বকুলচন্দ্র বসু(খ), ১২৪ আগার সাকুলার রোড, শ্রামবাজার, কলিকাতা।
- ২৪। " অম্বকুলচন্দ্র শেঠ, ৩৮ মররা-হাটা হ্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।
- ২৫। " অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, বি এল্, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন, ঠনঠনিরা, কলিকাতা।
- ২৬। " অপরূপক ঘোষ, ৩২২ বীডন হ্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
- ২৭। " অবিনাশচন্দ্র ঘোষ(ক), ৮৩ কালী ঘোষের লেন, সিমলা, কলিকাতা।
- ২৮। " অবিনাশচন্দ্র ঘোষ(খ), ৩ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাহুড়বাগান, কলিকাতা।
- ২৯। " অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৬ শঙ্কর হালদারের লেন, আহৌরীটোলা, কলিকাতা।
- ৩০। " অবিনাশচন্দ্র মিত্র, ৩২ ঈশ্বর চক্রবর্তীর লেন, গোরাবাগান, কলিকাতা।
- ৩১। " অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ হারকানাথ ঠাকুরের লেন, বোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
- ৩২। " অমরকুমার মিত্র, ১৭ নীতারাঘ ঘোষের হ্রীট, ঠনঠনিরা, কলিকাতা।
- ৩৩। " অমরকুমার মিত্র, ১২ নীলমণি মিত্রের হ্রীট, মর্জিগাড়া, কলিকাতা।
- ৩৪। " অমরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, ৩২১ কামাপুকুর লেন, কামাপুকুর, কলিকাতা।
- ৩৫। " অমূল্যকুমার ঘোষ, ৩২২ কামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
- ৩৬। " অমূল্যচন্দ্র গোস্বামী, ৩১ এলগিন রোড, পিপুলগাতি, কলিকাতা।
- ৩৭। " অমৃতকুমার মল্লিক, বি এল্, ২ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্রামপুকুর, কলিকাতা।
- ৩৮। " ডাঃ অমৃতলাল সরকার, এম্ এম্ এস, ৫১ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
- ৩৯। " অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ২৫ শান্তিরাম ঘোষের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা।
- ৪০। " আনন্দময় মিত্র,
- ৪১। মৌখবী শ্রীযুক্ত আবহুল করিম, বি এ, ১৩১ ওয়েলেন্সলি হ্রীট, কলিকাতা।
- ৪২। শ্রীযুক্ত আভতোষ চৌধুরী, এম্ এ(ব্যারিটর), ৭৬ লোরার সাকুলার রোড, কলিকাতা।
- ৪৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত আভতোষ যুগোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্, ৭৭ রসারোড, তবানীপুর, ঐ
- ৪৪। পণ্ডিত . আভতোষ বিভাভূষণ, ৫ ডক্টর্স লেন, ভালতলা, কলিকাতা।
- ৪৫। সুশী . আসাদ আলী, ৪ কড়েরা রোড, কলিকাতা।
- ৪৬। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মজুমদার, বি এল্, ৪২.৫ হ্রীট, কলিকাতা।
- ৪৭। ডাঃ শ্রীযুক্ত ইন্দুনাথ মল্লিক, এম্ এ, বি এল্, এল্ এম্ এস, ৭২২ হারিসন রোড, ঐ
- ৪৮। শ্রীযুক্ত ইশানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কলশৃংহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর।
- ৪৯। " উপেন্দ্রনাথ বসু, বিএ, শিল্পক, জেনারেল এসেবিউ ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা।
- ৫০। ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ বি, ১১০ বারাগলী ঘোষের হ্রীট, বোড়াসাঁকো, ঐ
- ৫১। কবিদ্বন্দ্ব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ২২ কল্যাণী হ্রীট, কলিকাতা।

- ৫২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌এ, বিএল, ২০ হুসেন বর্দনের পলি, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ৫৩। " উমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, ৫৫ ব্রীজ রোড, কালীঘাট।
- ৫৪। " উমেশচন্দ্র ঘোষ, বি এল, ৯৪ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৫৫। " উমেশচন্দ্র বসু, ৪ গোবিন্দ মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
- ৫৬। " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ হারকানাথ ঠাকুরের লেন, বোড়ালীকো, কলিকাতা।
- ৫৭। " মৌলবী ওরাহেদ হোসেন, বি, এল, ৯ হালসীবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৫৮। " কমলকৃষ্ণ সাহা, ১৮ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।
- ৫৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত করুণাকুমার লেন শুক্ল, ২৫ রাজাবাগান জংসন রোড, কলিকাতা।
- ৬০। শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, ১৪ যুগলকিশোর দাসের লেন, ভুঁড়ীপাড়া, কলিকাতা।
- ৬১। " কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, এম্‌এ, বি এল, নাট্যমন্দির, হরিতকীবাগান লেন, ঐ
- ৬২। " কালিদাস নাথ, ১৪ উমেশ দত্তের লেন, রামবাগান, কলিকাতা।
- ৬৩। " কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৬৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ২২ নীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৬৫। রেভারেন্ড " কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌এ, বিএল, ১২২ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট, কলি
- ৬৬। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সাম্যাল, ২৫ রায়বাগান স্ট্রীট, ছেহুয়া, কলিকাতা।
- ৬৭। " কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌এ, কলিকাতা।
- ৬৮। " কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, শিবপুর, হাওড়া।
- ৬৯। " কীরণচন্দ্র দত্ত, ১ রামকান্ত বসুর ১ম লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
- ৭০। " কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (এটর্নী), ৮২ বলরাম দেব স্ট্রীট, বোড়ালীকো, কলিকাতা।
- ৭১। " কুলদাকিন্দর রায়, বি এল, ৫২ আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৭২। ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ঘোষ, এল্‌, এম্‌, এন্‌, ৩ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাহড়বাগান, ঐ
- ৭৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ৬৩ বারাগঙ্গী ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৭৪। " কুলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
- ৭৫। " কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এল, ৩১ নিরোগীপুকুর ওয়েস্ট লেন, তালতলা, ঐ
- ৭৬। " কেদারনাথ মিত্র, ১৪ কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীট, দক্ষিণপাড়া, কলিকাতা।
- ৭৭। " কৈলাসচন্দ্র বসু, বি এল, ৫৭ ভামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৭৮। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বিএ, ৬ হারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
- ৭৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র লেন, ৭২২ সুকারাম বাবুর স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৮০। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ, এম্‌এ, ২৬ হরলাল মিত্রের লেন, বাগবাজার, ঐ
- ৮১। " ক্ষীরোদবিহারী পাল, ৩৪৪ আপার ডিগপুর রোড, গুরদাহাটা, কলিকাতা।
- ৮২। " ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, মেট্রপলিটান ইন্সটিটিউশন, শহর ঘোষের লেন, কলিকাতা।
- ৮৩। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ১ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।

- ৮৪। শ্রীযুক্ত কেদারমোহন সিংহ, ১৫ রাজেন্দ্রনাথ সেনের লেন, কলিকাতা।
- ৮৫। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিএ, ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।
- ৮৬। " খগেন্দ্রনাথ দে (এটর্নী), ২৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
- ৮৭। " খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০।১ তালতলা লেন, কলিকাতা।
- ৮৮। " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ বারকানাথ ঠাকুরের লেন, বোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
- ৮৯। " গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ১৩ বহুপাড়া লেন, কলিকাতা।
- ৯০। " গিরীশচন্দ্র দত্ত, ৪ নবাবদী ওস্তাগরের লেন, কলিকাতা।
- ৯১। " গিরীশচন্দ্র দে, ৯২ রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা।
- ৯২। " গিরীশচন্দ্র বসু, এম্‌এ, (ব্যারিষ্টার), এফ্‌ আর, জি এন্স, (ক)
২৬।১ স্ট্রট্‌স্‌ লেন, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।
- ৯৩। " গিরীশচন্দ্র বসু, (খ), ১৯।১।১ কালিদাস সিংহের লেন, কলিকাতা।
- ৯৪। " গিরীশচন্দ্র রায়, ৮ হোগলকুড়িয়া লেন, কলিকাতা।
- ৯৫। " গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, ১৫।১৬ হরিঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৯৬। " গুরুচরণ দত্ত, ২১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৯৭। " গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৯৮। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌ এ, ডি এল্‌,
৯ বঞ্জীতলা রোড, নারিকেল-ডাঙ্গা, কলিকাতা।
- ৯৯। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, ১৮।১ অজুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ১০০। " গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম্‌ এ, বিএল্‌, ২০ শাখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
- ১০১। " গৌরীশঙ্কর দে, এম্‌ এ, ৩৮।২ নীলমণি মিত্রের স্ট্রীট, দর্জিপাড়া, কলিকাতা।
- ১০২। রায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, এম্‌ এ, ১৪ থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
- ১০৩। " চন্দ্রভূষণ মৈত্র, এম্‌ এ, ৪১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
- ১০৪। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩ আলবার্ট রোড, কলিকাতা।
- ১০৫। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্‌স্‌ লেন, গুণ্ডীপাড়া, কলিকাতা।
- ১০৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী, এল্‌ এম্‌ এন্স, ১৫০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১০৭। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, এম্‌ এ, বি এল্‌, ৯৩।৫ হরিঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১০৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, ১৬৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১০৯। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৩ বিডন্‌ রো, দর্জিপাড়া, কলিকাতা।
- ১১০। " চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষী, ৫ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ১১১। " চারুচন্দ্র মল্লিক, ১৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।
- ১১২। " চিত্তরঞ্জন দাস, এম্‌ এ, (ব্যারিষ্টার), ভবানীপুর, কলিকাতা।
- ১১৩। " চুনিলাল গুপ্ত, ৪।১ ভুবন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কাঁসারীপাড়া, কলিকাতা।

- ১১৪। রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এক্ সি এস, ২৪ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা।
- ১১৫। শ্রীযুক্ত ছমলাল রায়, ১২ শ্রীনাথরায়ের লেন, চোরবাগান।
- ১১৬। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদ্বিনোদ রায় বাহাদুর, ৪ ল্যাণ্ডাউন রোড, কলিকাতা।
- ১১৭। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, বি এল্, ৪৬ ট্রাণ্ড রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।
- ১১৮। „ জিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেন, দর্জিপাড়া, কলিকাতা।
- ১১৯। „ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ টোর রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
- ১২০। „ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, ১১২২ ফড়িরাপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১২১। „ জ্ঞানশঙ্কর সেন, ডেপুটি কালেক্টর, ৬৩ আপার সান্‌কুলার রোড, কলিকাতা।
- ১২২। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম্ এ, বি এল্, (সময় সম্পাদক), ৪ উইলিয়মস্ লেন, ঐ
- ১২৩। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বিএল্, ২০ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর ষ্ট্রীট, ঐ
- ১২৪। „ ডাঃ জে, এন্, ঘোষ, এম্ ডি, ৬৫১২ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১২৫। „ তড়িৎভূষণ রায়, বি এল্, ৬ অভয়াচরণ মিত্রের লেন, কুমারটুলি, কলিকাতা।
- ১২৬। „ তারকনাথ ভট্টাচার্য, ১৬৬ লোয়ার সান্‌কুলার রোড, কলিকাতা।
- ১২৭। „ তারকেশ্বর পাল চৌধুরী, ১৯ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, দর্জিপাড়া, কলিকাতা।
- ১২৮। „ তীর্থনাথ চৌধুরী, ২০ শ্রামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১২৯। „ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮ কেদারনাথ বসুর লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা
- ১৩০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ কবিরায় শাস্ত্রী, ৬১১৩ বাশতলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, ঐ
- ১৩১। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৪২ বাহ্যারাম অক্ষুরের লেন, বহুবাজার, ঐ
- ১৩২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, ৭৩৩ বেগেটোলা ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।
- ১৩৩। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, এম্ এ, বি এল্, ৬৯ সার্পেন্টাইন লেন, বহুবাজার, কলি
- ১৩৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়, ১২ হলওয়েলস্ লেন, মীর্জাপুর, কলিকাতা।
- ১৩৫। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ৫৫১৭ গ্রে ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা।
- ১৩৬। „ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ৮২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১৩৭। „ দ্বারকানাথ বসু, ওভারসিয়ার, পোঃ কান্দীপুর, কলিকাতা।
- ১৩৮। রায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর, ১২১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রামবাজার, কলি।
- ১৩৯। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ বসু, ৬ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।
- ১৪০। „ বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাগলী ঘোষের ষ্ট্রীট, বোড়ালীকো, কলিকাতা।
- ১৪১। „ বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্ এন্ পি এল্, (লণ্ডন), ১২০১২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিঃ
- ১৪২। „ ধর্মলাল আগরওয়াল, বি এ, এটর্নী, ৪ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, ঐ
- ১৪৩। „ ধর্মদাস কন্দোপাধ্যায়, ১৭ গুড়পার রোড, কলিকাতা।
- ১৪৪। „ ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা।

- ১৪৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিজ্ঞানভূষণ, ৩০ নকুলেশ্বর ডাটাচার্জের লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।
- ১৪৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসু, ২৮ চুনাপুকুর লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।
- ১৪৭। „ নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, ২ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্রামপুকুর, কলিকাতা।
- ১৪৮। „ নগেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, ৩৫ ওরেলিংটন স্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ১৪৯। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪৮ গ্রে স্ট্রীট, হাতীবাগান, কলিকাতা।
- ১৫০। „ নগেন্দ্রনাথ বসু, (বিশ্বকোষ সম্পাদক) ১৪ তেলিগাড়া লেন, কলিকাতা।
- ১৫১। „ নগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ, বি এল, ১৩ সিমলা স্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
- ১৫২। „ নন্দকিশোর মিত্র, এম্ এ, ১২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রামবাজার, কলিকাতা।
- ১৫৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিজ্ঞানবিনোদ, ১২ কালী ঘোষের লেন, সিমলা, কলিকাতা।
- ১৫৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সেন, ১৬০ বহুবাজার স্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ১৫৫। „ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৫৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রামবাজার, কলিকাতা।
- ১৫৬। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল, ৩৪ তেলিগাড়া লেন, শ্রামপুকুর, কলিকাতা।
- ১৫৭। কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ১ কামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
- ১৫৮। রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর, ১১৬ বহুবাজার স্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ১৫৯। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, ১০ হাতীবাগান রোড, ইটালী, কলিকাতা,
- ১৬০। „ নলিনীনাথ সেন, এম্ এ, বি এল, ৫৭ নিমতলা বাট স্ট্রীট, গরগহাটা, ঐ
- ১৬১। „ নলিনীভূষণ গুহ, ২ চৌরঙ্গী রোড, ধর্মতলা, কলিকাতা।
- ১৬২। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৬ নিতাই বাবুর লেন, কলিকাতা।
- ১৬৩। সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, ৫১ কপালীটোলা লেন, কলিকাতা।
- ১৬৪। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি এল, ৯১ দুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীট, সোণাগাজী, কলিকাতা।
- ১৬৫। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত, ৮৩১ মুক্তারামবাবুর স্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।
- ১৬৬। „ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৬৬ ডক্টর লেন, তালতলা, কলিকাতা।
- ১৬৭। „ নির্মলচন্দ্র দত্ত, ৮৩১ মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।
- ১৬৮। „ রায় শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ দত্ত, ৩২ বাগবাজার স্ট্রীট, নেবুবাগান, কলিকাতা।
- ১৬৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, এম্ এ, এম্ ডি, ৬১ হারিসন রোড, কলিকাতা।
- ১৭০। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দত্ত, ২ আনন্দ চাট্টোয়ের লেন, নেবুবাগান, কলিকাতা।
- ১৭১। „ নৃপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১২১১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১৭২। ডাঃ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্ এম্ এল্, ১৮১২ বীডন স্ট্রীট, রামবাগান, কলি।
- ১৭৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হুসিৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিভারদ্বয়, এম্ এ ; বি এল,
৭ ব্রাক্সমার লেন, শাঁখারীটোলা, কলিকাতা।
- ১৭৪। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বেহু চাট্টোয়ের স্ট্রীট, কামাপুকুর, কলিকাতা।
- ১৭৫। „ পরেশচন্দ্র সেন, ৭৬ অপার লাইব্রারী রোড, কলিকাতা।

- ১৭৬। রায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতনাথ বসু, ৬৫ বাগবাড়ার স্ট্রীট, নেবুবাগান, কলিকাতা।
- ১৭৭। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, ৬৭ বাণিকতলা স্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
- ১৭৮। " পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ, ২৫ রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১৭৯। " পূর্ণাশচন্দ্র রায়, ৪৫৫ বেনেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।
- ১৮০। " প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ৭ রামমোহন সাহাৰ লেন, ড'ডীপাড়া, কলিকাতা।
- ১৮১। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর,
প্রাসাদ, এসন্নকুমার ঠাকুরের স্ট্রীট, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।
- ১৮২। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রক্লরচন্দ্র রায়, ডি, এন্সি, ৯২ অপার মাদকুলার রোড, কলিকাতা।
- ১৮৩। শ্রীযুক্ত প্রক্লরনাথ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের লেন, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।
- ১৮৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বিজ্ঞানিধি, ১৫০ কণওয়ার্লিস স্ট্রীট, হাতিবাগান, কলি।
- ১৮৫। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, বি এল, পদ্মপুত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
- ১৮৬। " প্রমথনাথ চৌধুরী, এম্ এ, (ব্যারিষ্টার), ১১১২ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা।
- ১৮৭। রায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ৩৫১২ বীডন স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১৮৮। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, ৭ এসন্নকুমার ঠাকুরের স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১৮৯। " প্রমথনাথ মিত্র, ৫ তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।
- ১৯০। রায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, অপার মাদকুলার রোড, ক্রামবাড়ার, কলিকাতা।
- ১৯১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র (ব্যারিষ্টার), ২০৯ স্মোরার মাদকুলার রোড, কলিকাতা।
- ১৯২। ডাঃ শ্রীযুক্ত এসন্নকুমার রায়, ডি, এন্সি, ২৫ ল্যালডাউন রোড, বালিগঞ্জ, কলি।
- ১৯৩। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬ মহনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।
- ১৯৪। " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়(ক) ভবানীপুর থানা, কলিকাতা।
- ১৯৫। " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়(খ) এম্ এ, বি এল, ১ হারিসন রোড, কলিকাতা।
- ১৯৬। " প্রিয়নাথ সেন, বি, এ, ৮ মথুর সেনের গার্ডন লেন, কলিকাতা।
- ১৯৭। " প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ৭২ বুদ্ধাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা।
- ১৯৮। " প্রাণতোষ দত্ত, ১১ রামমোহন দত্তের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।
- ১৯৯। " রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী, ৪৪ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা।
- ২০০। " প্রেমতোষ বসু এম্ এ, ১১৬ আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২০১। " রায় বক্রচন্দ্র মজুমদার সাহেব ৫০ কণওয়ার্লিস স্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
- ২০২। " বনমালী চক্রবর্তী এম্ এ, ৪৭ বীর্ষাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২০৩। " বনমালী চট্টোপাধ্যায়, ৩২ চক্ররেড্ডে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর, কলিকাতা।
- ২০৪। " বরদাকান্ত ঘোষ, ৪২ মহনবড়াজের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ২০৫। " বরুণচন্দ্র দত্ত, এম্ এ, ১৭২ বাণিকতলা স্ট্রীট, রায়বাগান কলিকাতা।
- ২০৬। " বরদাকুমার বসু (ক), ২৪ হাটপুত্র রোড, ড'ডী, কলিকাতা।

- ২০৭। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু (খ), ২৪ রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২০৮। " বাণীনাথ নন্দী, ১৭ শিক্কার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২০৯। " বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১৪০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতীবাগান কলিকাতা।
- ২১০। " বিজয়চন্দ্র দত্ত, ৬৪ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২১১। " বিজয়লাল দত্ত, ২৩৩ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর কলিকাতা।
- ২১২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন, কবিরঞ্জন ৫ কুমারটুলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২১৩। শ্রীযুক্ত বিজয়রঞ্জন দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২১৪। " বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এল, ১৩ পদ্মনাথের লেন, শ্রামবাজার কলিকাতা।
- ২১৫। " বিনোদবিহারী বসু, বিএ. ৬৫১২ বাগবাজার ষ্ট্রীট, নেবুবাগান, কলিকাতা।
- ২১৬। " বিপিনবিহারী বসু, ৬৫১২ বাগবাজার ষ্ট্রীট, নেবুবাগান, কলিকাতা।
- ২১৭। " বিপিনবিহারী মৈত্র, ৪৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২১৮। " বিবেকানন্দ সেন মজুমদার, ৭৫১২ ভুবন সরকারের লেন, চোরবাগান, কলিকাতা।
- ২১৯। মাননীয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, সি এম, ১৫ ইন্ডিয়ান রোড, কলিকাতা।
- ২২০। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ, সংস্কৃত অধ্যাপক, জেনারেল এসেমব্লি
ইনষ্টিটিউশন, কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার, কলিকাতা।
- ২২১। " বীরেশ্বর গোস্বামী, ৬ হাজরা লেন কালীঘাট, কলিকাতা।
- ২২২। " বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ, কলেজকোয়ার, কলিকাতা।
- ২২৩। " বীরেশ্বর পাণ্ডে, ২৭১২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২২৪। " বেণীমাধব দত্ত, ১ অক্ষর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।
- ২২৫। রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭ মণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান, কলিকাতা।
- ২২৬। " " বৈষ্ণবনাথ ঘোষ, ১১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাহুড়াবাগান, কলিকাতা।
- ২২৭। " ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ব্যারিষ্টার, ২৩ পার্ক ষ্ট্রীট কলিকাতা।
- ২২৮। " ব্যোমকেশ মুস্তফী, ১০১ শ্রাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২২৯। " ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম, এ, নাট্য-মন্দির, হরিতকীবাগান লেন, কলিকাতা
- ২৩০। " ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী, এম, এ, ২৮ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কলিঃ।
- ২৩১। " ভূপেন্দ্রকুমার বসু, ৪২ বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।
- ২৩২। " কবিরাজ ভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জন, ১৫১২ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৩৩। " ভূতনাথ পাল বি, এ, ২৯ বহুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
- ২৩৪। " ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৩৫। " মতিলাল ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুঘোর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
- ২৩৬। " মদনমোহন দত্ত, ৪৮ বহুপাড়া লেন, বাগবাজার কলিকাতা।
- ২৩৭। " মনোজমোহন বসু বি, এল, ৩ গোবিন্দ মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিঃ।

- ২০৮। রায় শ্রীযুক্ত মন্থনাথ চৌধুরী জমীদার, ৩৫১২ বীডন্ হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২০৯। শ্রীযুক্ত মন্থনাথ চক্রবর্তী, ১৭ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ।
- ২১০। " মন্থনাথ দত্ত, এম্ এ, নরানটাদ দত্তের হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২১১। কুমার শ্রীযুক্ত মন্থনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, জমীদার, শ্রামপুকুর হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২১২। শ্রীযুক্ত মন্থনাথ রুদ্র, এম্ এ, ২১ রামকান্ত বহুর হ্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ।
- ২১৩। " মন্থচন্দ্র মল্লিক একোয়ার, ১২ লালবাজার হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২১৪। " মন্থনাথ ঘোষ, ৭৫ বীডন্ হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২১৫। " মন্থমোহন বহু, এম্ এ, ৩ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ।
- ২১৬। " মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম্ এ, বি এল, ৮৫১১ মসজীদবাড়ী হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২১৭। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, এল এম্ এম্, কাশীপুর রোড, কলিকাতা ।
- ২১৮। " মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৭ রাধানাথ বহুর লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা ।
- ২১৯। " মাণিকলাল শীল, জমীদার, ৮৫১১ ওয়েলেসলি হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২২০। " মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী, ২৮৩ অখিল মিত্রীর লেন, কলিকাতা ।
- ২২১। " মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১০৬ শ্রামবাজার হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২২২। পণ্ডিত মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন, ৫ রামধন মিত্রের লেন, বিশ্বকোষ কার্যালয় ।
- ২২৩। " মুরলীধর রায়, ১৬ বনমালী সরকারের হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২২৪। " মৃণালকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্ঘ্যের লেন, কলিকাতা ।
- ২২৫। " মোহিতচন্দ্র সেন, এম্ এ, ৪ হেরষচন্দ্র দেবের লেন, বামাপুকুর, কলিকাতা ।
- ২২৬। " মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, এটর্নী, ৯ রায়বাগান হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২২৭। " বজ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ শ্রীনাথ দাসের ব্যারাক, বহুবাজার, কলিকাতা ।
- ২২৮। " বজ্রেশ্বর বাগচী, বি এ, ১৩ রাজার লেন, মেছুয়াবাজার, কলিকাতা ।
- ২২৯। শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল, জমীদার, বরাহনগর, কলিকাতা ।
- ২৩০। শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বহু, (ক) এম্ এ, এটর্নী, ১৪ বলরাম ঘোষের হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২৩১। " বতীন্দ্রনাথ বহু, (খ) ১১৪ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা ।
- ২৩২। " বতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২১১ রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা ।
- ২৩৩। " বহুনাট বরাট, ৩০ শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা ।
- ২৩৪। " বোগীন্দ্রনাথ বহু, বি এ, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা ।
- ২৩৫। " বোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল, এটর্নী, ১৭১ মাণিকতলা হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২৩৬। " বোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ, ৮১ মাণিকতলা হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২৩৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্রনাথ সেন বিভাজুষণ, এম্ এ, ৩৪৭ অপার চিংপুর রোড, কং
- ২৩৮। শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস হ্রীট, কলিকাতা ।
- ২৩৯। " বোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্ এ, (ব্যারিটার) ৭৬ লোয়ার সাকুলার রোড, কলিঃ ।

- ২৭০। রায় শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী বাহাদুর, ২৩ ফর্ডাইস লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ২৭১। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মিত্র, ৫৬ গ্রেট স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৭২। " রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি, এ, এটর্নী, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিঃ
- ২৭৩। " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
- ২৭৪। " রমানাথ ঘোষ, জমীদার, ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট।
- ২৭৫। " রমেন্দ্রনাথ বসু, ৯ শিক্দারবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৭৬। " রমেশচন্দ্র বসু, ৭ ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।
- ২৭৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন কবিরত্ন, বি এ, ২০২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৭৮। শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র, এম্ এ, হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।
- ২৭৯। " রসিকমোহন চক্রবর্তী, ৩৭ হরলাল মিত্রের স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।
- ২৮০। " রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, কালী কুণ্ডুর লেন, হাবড়া।
- ২৮১। " রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭৭ হারিসন রোড, কলিকাতা।
- ২৮২। " রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৬১ রামকান্ত বসুর স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৮৩। " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২০ বীডন স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৮৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, ৯০ বারাগসী ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৮৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, বি এল্, ১৩ ব্রজলাল মিত্রের লেন, বামাপুকুর।
- ২৮৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর, এল আর্ সি পি, এল এম্, ১০৭ শ্রামবাজার স্ট্রীট।
- ২৮৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ কবিত্বষণ, ৪১ বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৮৮। শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, ২৩ বেচু চাটুর্ঘ্যের স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৮৯। " রামদাস মুখোপাধ্যায়, রাজা শিউবক্স বগলার লেন, টালা, কলিকাতা।
- ২৯০। " রামনাথ চক্রবর্তী, ৩৫ রীপণ স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৯১। " রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
- ২৯২। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, ৬ উইলিয়মস্ লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ২৯৩। " রামেশ্বর দাস, ৭৮২ বারাগসী ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৯৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, ৩১ থিয়েটার রোড।
- ২৯৫। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ৭০ অখিল মিত্রীর লেন, কলিকাতা।
- ২৯৬। " ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, ৩০১৩ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
- ২৯৭। " ললিতমোহন ঘোষাল, ১১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২৯৮। " ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (ক), ৪ নীলমণি সরকারের লেন,
দজ্জিগাড়া, কলিকাতা।
- ২৯৯। " ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (খ), মেজার্স জনডিকিন্সনের আপিস,
৭ নিউ চারনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

- ৩০০। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মল্লিক, ২০ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩০১। " ললিতমোহন রক্ষিত, ১৪ শ্রামপুকুর লেন, কলিকাতা ।
- ৩০২। " লাড়লীমোহন ঘোষ, ১ হারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩০৩। " শচীন্দ্রনাথ বসু, ১১ ছকু খানসামার লেন, কলিকাতা ।
- ৩০৪। " শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ, ২৫১২ মটস্ লেন, কলিকাতা ।
- ৩০৫। " শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, ২২ মীরজাফর লেন, কলিকাতা ।
- ৩০৬। " শরচ্চন্দ্র মজুমদার, এম্ এ, ৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩০৭। " শরচ্চন্দ্র মল্লিক (ক), ৩৫০ অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা ।
- ৩০৮। " শরচ্চন্দ্র মল্লিক (খ), ৪৩ ক্যাথিড্রলমিশন লেন, কলিকাতা ।
- ৩০৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র, এম্ বি, ৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩১০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১১১ মীরজাফর লেন, কলিকাতা ।
- ৩১১। " শশিভূষণ শীল, ১৭ পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা ।
- ৩১২। " শশিভূষণ সরকার, এম্ এ, ৩৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ।
- ৩১৩। " শিবচন্দ্র দেব, বি এল্, ৭৮ মনসাতলা লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা ।
- ৩১৪। " শিবনাথ বসু, ৭৯২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩১৫। " শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল্, ১৭১৪ ক্যাথিড্রলমিশন লেন, কলিঃ ।
- ৩১৬। মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বি এ, (এটর্নী),
২ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা ।
- ২১৭। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ, ৩২৭ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩১৮। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মজুমদার, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩১৯। " শ্রামলাল দাস, ২৪ সাউথ রোড, ইটালী, কলিকাতা ।
- ৩২০। " শ্রামলাল বসু, ৮২ শ্রামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩২১। " শ্রামসুন্দর চক্রবর্তী, ৩৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ।
- ৩২২। " শ্রামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩২৩। " শ্রামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৯৩ কড়েয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ।
- ৩২৪। " শ্রীশচন্দ্র বসু, ৭১২ ক্যাথিড্রলমিশন লেন, কলিকাতা ।
- ৩২৫। " বোড়ালীচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট, হাতীবাগান, কলিকাতা ।
- ৩২৬। " সতীশচন্দ্র ঘোষ, বি এ, (ক) ১ নিমকমহল রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা ।
- ৩২৭। " সতীশচন্দ্র ঘোষ (খ), ১৯ বটীতলা রোড, খিদিরপুর ।
- ৩২৮। ডাঃ সতীশচন্দ্র দত্ত, এল্ এম্ এন্স, ২ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩২৯। " সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, বি এ, এটর্নী, ১১৩ গ্রে ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা ।
- ৩৩০। " সতীশচন্দ্র বসু, ৪৬ ট্রাণ্ডোরোড, কালীঘাট ।

- ৩৩১। শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, এম্ এ, ১১ গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, চাঁপাতলা, কঃ।
- ৩৩২। " সত্যীশচন্দ্র রায়, এম্ এ, ১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৩৩। কুমার শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, পাইকপাড়া রাজবাটা।
- ৩৩৪। " সত্যকৃষ্ণরায়, ১৯।১ নন্দানচাঁদ দত্তের হ্রীট, সিমলা কলিকাতা।
- ৩৩৫। " সত্যচরণ শুহ, ৬৫ মসজীদ বাড়ী হ্রীট, দর্জিপাড়া, কলিকাতা।
- ৩৩৬। " সত্যচরণ সেনগুপ্ত, ৩০ ঢাকাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।
- ৩৩৭। কুমার শ্রীযুক্ত সত্যাবাদী বোষাল বাহাদুর, কাণীপুর।
- ৩৩৮। " সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ বলরাম বোষের হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৩৯। " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ঠোর রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
- ৩৪০। " সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ২০ কৃষ্ণরাম বহুর লেন, শ্রামবাজার।
- ৩৪১। " সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
- ৩৪২। " সরলচাঁদ মিত্র, ১৭০ মণিকতলা হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৪৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরসীলাল সরকার, এল্ এম্ এস্, ১২১ কর্ণওয়ালিস হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৪৪। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বিএল, ৮৫ গ্রেইট, কলিকাতা।
- ৩৪৫। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯ কাঁসারীপাড়া, ভবানীপুর কলিকাতা।
- ৩৪৬। " সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি এল, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।
- ৩৪৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনন্দরীমোহন দাস, এল্ এম্ এস্, ৪ স্কিয়ার হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৪৮। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচাঁদ মেহেরা, ২৪ পগেরাপটী, বড়বাজার কলিকাতা।
- ৩৪৯। " সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ৩৩ বহুপাড়া লেন, কলিকাতা।
- ৩৫০। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, এল্ এম্ এস্, ৫০ গ্রেইট, কলিকাতা।
- ৩৫১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ঠোর রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
- ৩৫২। " সুরেন্দ্রনাথ রায়, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৫৩। " সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী, ১৬১ বহুবাজার হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৫৪। " সুরেশচন্দ্র দত্ত, বিএ, ৬৭ শ্রামপুকুর হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৫৫। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার), ৫৪ বীডন হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৫৬। " সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, (এটর্নী) ২ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার।
- ৩৫৭। " সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
- ৩৫৮। " সুর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯।১ বনমালী সরকারের হ্রীট।
- ৩৫৯। ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু, এল্ এম্ এস্, ১ দীক্ষর চক্রবর্তীর লেন, গোরাবাগান।
- ৩৬০। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ বি এল্, ৪৫।২ ওলিংটন হ্রীট, কলিকাতা।
- ৩৬১। ডাঃ শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু, এল্ এম্ এস্, ১ দীক্ষরচন্দ্রচক্রবর্তীর লেন, গোরাবাগান কলিঃ
- ৩৬২। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ বি এল্, ৪৫।২।১ ওলিংটন হ্রীট, কলিকাতা।

- ৩৬৩ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরলাল গুপ্ত, ৮০ বীডনস্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩৬৪ । শ্রীযুক্ত হরশঙ্কর রায়, এম্ এ, বি এল্, ৪৪ ইওরোপীয়ান এলাইলম লেন, কলিকাতা ।
- ৩৬৫ । " হরিশ্চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৩ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩৬৬ । " হরিশ্চরণ বসু, ৭১ পাথুরেঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩৬৭ । " হরিশ্চরণ মুখোপাধ্যায়, বি এল্, ১ জেলেপাড়া, ভবানীপুর, কলিকাতা ।
- ৩৬৮ । শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ১২ বঙ্গীতলা রোড, নারিকেলডাল ।
- ৩৬৯ । রায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত সাহেব, ৫২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা ।
- ৩৭০ । শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা ।
- ৩৭১ । " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্, (এটর্নী) ১৩৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩৭২ । " হেমচন্দ্র বসু, ৬ সনাতন শীলের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ।
- ৩৭৩ । " হেমচন্দ্র বসু মল্লিক, ১২ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা ।
- ৩৭৪ । " হেমচন্দ্র মিত্র, ১২ শ্রামপুকুর লেন, কলিকাতা ।
- ৩৭৫ । " হেমচন্দ্র সেন, বি এ, ১১২৭ ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩৭৬ । " হেমন্তকুমার দত্ত, ৯ দাঁর লেন, বেনেটোলা, শোভাবাজার, কলিকাতা ।
- ৩৭৭ । " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বিএ, ২১০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩৭৮ । " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ ৮২ সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩৭৯ । " হেমেন্দ্রলাল কান্তগিরি, এম্ এ, ১১৭ লোয়ার সার্কুলার রোড ।

- ৩৮০ । " অবিনাশচন্দ্র বসু, এম্ এ, পার্সভাল আসিষ্ট্যান্ট, ইন্স্পেক্টর জেনেরাল অফ রেজিষ্ট্রেশন, কলিকাতা ।
- ৩৮১ । " জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি এ, ২৭ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা ।
- ৩৮২ । শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, অহুসকান কার্যালয় ।
- ৩৮৩ । শ্রীযুক্ত দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, কালিদাস পুতিভুগুর লেন, ভবানীপুর ।
- ৩৮৪ । " নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩০ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা ।
- ৩৮৫ । " ভবেন্দ্রনাথ দে, এম্ এ, ৩৬ বাঙ্গারাম অফিসের লেন, বহুবাজার কলিকাতা ।
- ৩৮৬ । " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫ রামহরি ঘোষের লেন, কলিকাতা ।
- ৩৮৭ । রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে টি, সি আই ই, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, কলি ।
- ৩৮৮ । শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম্ এ, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ২৬১ স্ট্রট্‌স লেন, কলিকাতা ।

অফিসিয়াল সভ্যগণ ।

- ৩৮৯ । রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুর, ডেঃ কালেক্টর, উরুগাঁও, ঢাকা ।
- ৩৯০ । শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন, (ক) এম্ এ, বি এল, ম্যানেজার, হেতমপুর রাজবাটি, বীরভূম ।
- ৩৯১ । „ অক্ষয়কুমার সেন, (খ) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, দেওঘর ।
- ৩৯২ । „ অধোমনাথ খোষা, বি এল, ভূত পূর্ব সবজজ, ব্যারাক রোড, চুঁচুড়া ।
- ৩৯৩ । „ অনঙ্গমোহন বসু, নারেন্দ্র, গড়হাট কাছারী, জয়নগর, ২৪ পরগণা ।
- ৩৯৪ । „ অনঙ্গমোহন লাহিড়ী, বি এল, উকীল, ফরীদপুর ।
- ৩৯৫ । „ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণপাড়া লেন, বৈষ্ণবাটি, হুগলী ।
- ৩৯৬ । „ অন্নদাচরণ সেন, বি এ, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রায় উকীলের বাসা, জলপাইগুড়ি ।
- ৩৯৭ । শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল, ৩১ শিবপুর রোড, হাওড়া ।
- ৩৯৮ । „ অবিনাশচন্দ্র দাস, এম্ এ, বি এল, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ ।
- ৩৯৯ । „ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এল্ লায়ক ও বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড কোং
বাং মজঃকর থাঁ, আগরা ।
- ৪০০ । „ অবিনাশচন্দ্র বসু, সবরেজিষ্ট্রার, গিঙ্গলা, মেদিনীপুর ।
- ৪০১ । „ অমরনাথ দত্ত বিএ, কেশবপুর, পোঃ বৃজঙ্গদীঘী, বর্ধমান ।
- ৪০২ । „ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি এ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কাঁথি ।
- ৪০৩ । „ অধিকাচরণ মজুমদার, বি এল, উকীল, ফরীদপুর ।
- ৪০৪ । „ অধিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, বি এল, মুন্সেফ, ডালটন গঞ্জ, পালামো ।
- ৪০৫ । „ অধিকাচরণ বসু, বি এল, উকীল, যশোহর ।
- ৪০৬ । „ অধিকাচরণ সেন, এম্ এ, বিএল; এম্, আর, এ, সি; সি, এম্, জজ, বাঁকুড়া ।
- ৪০৭ । „ আনন্দনাথ রায়, বাবুপুর, ছয়আনি কাছারী, পোঃ চন্দ্রগঞ্জ, নোয়াখালি ।
- ৪০৮ । „ আর্জুনাগ মিশ্র, মউদা, কুয়াঁপাল, কটক ।
- ৪০৯ । „ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, উকীল, বর্ধমান ।
- ৪১০ । „ ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মলুটা রাজবাটি, মলুটা পোঃ, সাঁওতাল পরগণা ।
- ৪১১ । রায় শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস বাহাদুর, মন্ত্রী, আগরতলা রাজবাটি, ত্রিপুরা ।
- ৪১২ । „ কামিনীনাথ রায়, ভাণ্ডারডিহী এচ, ই, স্কুল, পোঃ মণ্ডলগ্রাম, বর্ধমান ।
- ৪১৩ । „ „ কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, বিএ, সি, আই, ই, দেওয়ান, কুচবিহার রাজবাটি, কুচবিঃ
- ৪১৪ । শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, এম্ এ, বি এল ।
- ৪১৫ । শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, (ক) বি এল, উকীল, মীরাট ।
- ৪১৬ । „ কালীপদ বসু, (খ) এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা ।
- ৪১৭ । „ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, জজাদিয়া কাছারি, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ।

- ৪১৮। „ কালীপ্ৰসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বহুৰমপুৰ কলেজৰ অধ্যাপক, মূৰশিদাবাদ ।
- ৪১৯। „ কিরণচন্দ্ৰ দে, সি এম, ম্যাজিষ্ট্ৰেট ও কালেক্টৰ, ফৰীদপুৰ ।
- ৪২০। „ কুমুদবন্ত বসু, বালী রোড, হুগলী ।
- ৪২১। „ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, রাজসাহী কলেজৰ অধ্যাপক, বোয়ালিয়া
- ৪২২। „ কুলদা প্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়, বি এল, উকীল, বাঁকুড়া ।
- ৪২৩। শ্ৰীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্ৰ দাস, মোক্তার, কৰিমগঞ্জ, শ্ৰীহট্ট ।
- ৪২৪। „ কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে এম্ এ, সেন্ট্রাল কলেজৰ অধ্যাপক, কাশী ।
- ৪২৫। „ কৃষ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য, এম্ এ, হুগলী কলেজৰ অধ্যাপক, চুঁচুড়া ।
- ৪২৬। ৰায় শ্ৰীযুক্ত কেদাৰপ্ৰসন্ন লাহিড়ী বাহাদুৰ, জমিদাৰ, কাসিমপুৰ, রাজসাহী ।
- ৪২৭। শ্ৰীযুক্ত কেদাৰনাথ সান্তাল, শ্ৰীচন্দ্ৰকান্ত দে মোক্তাৰেৰ নিকট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ।
- ৪২৮। „ কেশবচন্দ্ৰ কুণ্ডু, থামাৰপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী ।
- ৪২৯। শ্ৰীযুক্ত কৈলাশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য, বি এ, হুগলী কলেজিয়েট স্কুলেৰ প্ৰধান শিক্ষক, চুঁচুড়া ।
- ৪৩০। „ খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ, এম্ এ, রাজসাহী কলেজৰ অধ্যাপক, রাজসাহী ।
- ৪৩১। „ খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ মুস্তফী, সবৰেজিষ্ট্ৰাৰ আফিস, পূৰ্বহুলী, বৰ্দ্ধমান ।
- ৪৩২। „ গঙ্গাপ্ৰসন্ন ঘোষ, পাঁচখুপী, পোঃ পাঁচখুপী, বৰ্দ্ধমান ।
- ৪৩৩। মহাৰাজ শ্ৰীযুক্ত গিরিজানাথ ৰায় বাহাদুৰ, দিনাজপুৰ ।
- ৪৩৪। শ্ৰীযুক্ত গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাধুহাটী, যশোহৰ ।
- ৪৩৫। „ চন্দ্ৰকমল লাহিড়ী, রাজমোক্তাৰ, কুচবিহাৰ ।
- ৪৩৬। „ চন্দ্ৰমোহন সেন, বান্দেল রোড, চট্টগ্রাম ।
- ৪৩৭। „ চন্দ্ৰশেখৰ কৰ, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্ৰেট, মানিকগঞ্জ, ঢাকা ।
- ৪৩৮। „ চাৰুচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্ৰেট, পিরোজপুৰ, বাধৰগঞ্জ ।
- ৪৩৯। „ চাৰুচন্দ্ৰ মিত্ৰ, এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্ৰেট, ভাগলপুৰ ।
- ৪৪০। „ জগদীশ্বৰ ৰায়, বি এল, একাডেমীৰ শিক্ষক, ঘোড়ামাৰা, রাজসাহী ।
- ৪৪১। „ জগদীশ্বৰ সিংহ, বাঘডাঙ্গা, পোঃ কান্দী, মূৰশিদাবাদ ।
- ৪৪২। „ জয়দয়াল সিংহ, ডেঃ পোঃ মাঃ জেনাৰলেৰ আফিস, দানাপুৰ ।
- ৪৪৩। „ জিতেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস, শ্ৰীযুক্ত ভাৰকনাথ বিশ্বাস সবৰেজিষ্ট্ৰাৰেৰ বাসা,
রঘুনাথগঞ্জ, মূৰশিদাবাদ ।
- ৪৪৪। ডাক্তাৰ শ্ৰীযুক্ত জানেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ, এল্ এম্ এল্, মোৰাদপুৰ কটেক, মোৰাদপুৰ, পাটনা ।
- ৪৪৫। শ্ৰীযুক্ত জানেন্দ্ৰমোহন দাস, প্ৰয়াগ সাহিত্য-মন্দিৰ, সাহাগঞ্জ, এলাহাবাদ ।
- ৪৪৬। „ ঠাকুৰদাস মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজাৰ ঘোষ এণ্ট্ৰেট, চৌগাছা, যশোহৰ ।
- ৪৪৭। „ তড়িৎকান্তি বৰুণী, এম্ এ, ভুলপুৰ কলেজৰ অধ্যাপক, ভাগলপুৰ ।
- ৪৪৮। „ মহাশয় ভাৰকনাথ ঘোষ, চম্পাই নগৰ, ভাগলপুৰ ।

- ৪৪৯। „ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি এ, রাণী হেমন্তকুমারীর বোর্ডিংহাউস, রামপুর বোয়ালিয়া।
- ৪৫০। „ ভায়াগ্রসর মুখোপাধ্যায়, ভদ্রকালী, পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী।
- ৪৫১। „ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, ১৩৪ রামকৃষ্ণপুর লেন, পোঃ শিবপুর, হাওড়া।
- ৪৫২। „ ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, ভমোলুক, মেদিনীপুর।
- ৪৫৩। কুমার শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর, কলেন প্রেস, হাওড়া।
- ৪৫৪। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গণেশমহলা, কালী।
- ৪৫৫। „ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, উকীল, যশোহর।
- ৪৫৬। „ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, ম্যানেজার, হাতোয়ারাজ এষ্টেট, হাতোয়া।
- ৪৫৭। „ দেবেন্দ্রনাথ পাল, বি এল্ মুন্সেফ, জঙ্গীপুর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
- ৪৫৮। „ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, জমীদার, রায়ের কাটা, বরিশাল।
- ৪৫৯। „ নগেন্দ্রনাথ সেন, বিএ, খুলনা।
- ৪৬০। „ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, বি এ, যুক্তাগাছা, মরমনসিংহ।
- ৪৬১। „ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পোঃ কীর্ত্তিহার, ভায়া আহমদপুর (লুপ), বীরভূম।
- ৩৬২। „ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।
- ৪৬৩। „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরীর বাটা, কুচবিহার।
- ৪৬৪। „ নিমাইচরণ সরকার, পোঃ কাতলামারী, মুরশিদাবাদ।
- ৪৬৫। „ নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বিএল্, খড়দহ, কুলীনপাড়া, ২৪ পরগণা।
- ৪৬৬। „ নীলমণি দে, লাহিড়ীয়া সরাই, পোঃ বোগিয়ারা, ঝারভাঙ্গা।
- ৪৬৭। „ নীলরতন মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কীর্ত্তিহার, বীরভূম।
- ৪৬৮। „ নৃত্যগোপাল সরকার, বি এল্, বালুঘাট, দিনাজপুর।
- ৪৬৯। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ এম্এ, স্কলসমূহের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর শ্রীহট্ট
- ৪৭০। „ পাঁচকড়ি ঘোষ, একাউন্ট্যান্ট পি, ডব্লিউ, ডি, বেয়েলী, রোহিলখণ্ড।
- ৪৭১। কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, জ্যোমো রাজবাটা, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
- ৪৭২। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম্ এ, বিএল্, উকীল, বাঁকীপুর, পাতনা।
- ৪৭৩। রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর, আসাম।
- ৪৭৪। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের বাসা, গিরিধি।
- ৪৭৫। „ প্রমথনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, উলুবেড়িয়া।
- ৪৭৬। কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর, শিয়ারশোল রাজবাটা, বর্ধমান।
- ৪৭৭। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, ই বি এন্স রেলওয়ে আপিস, কাঁচড়াপাড়া।
- ৪৭৮। „ প্রসন্নকুমার মজুমদার, বি এল্, উকীল, জঁধরগঞ্জ, মরমনসিংহ।
- ৪৭৯। „ প্রসন্নকুমার রায়, জমিদার, দেওরানবাটা, চট্টগ্রাম।
- ৪৮০। „ প্রিয়নাথ বোষ, এম্ এ, কুচবিহার রাজবাটা, কুচবিহার।

- ৪৮১। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র, মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা।
- ৪৮২। " প্রেমহৃদয় বসু, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বসুর বাটী, আদমপুর, ভাগলপুর।
- ৪৮৩। " বঙ্কবিহারী দাস, পোঃ কাজল-খারা, শ্রীহট্ট।
- ৪৮৪। " বঙ্কবিহারী সিংহ, এম্ এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কিশোরগঞ্জ,
ময়মনসিংহ।
- ৪৮৫। " বনওয়ারীলাল ঘোষ, কান্দী-রাজস্কুলের ৩য় শিক্ষক, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
- ৪৮৬। " বনমালী সিংহ, চৌকানল-রাজস্বভিত্তিক, কটক।
- ৪৮৭। " বরদাচরণ মিত্র, এম্ এ, সি এন্স, জজ, কটক।
- ৪৮৮। " বসন্তরঞ্জন রায়, গ্রিহত ষ্টেট রেলওয়ে, সমস্তিপুর।
- ৪৮৯। " বামনচন্দ্র দাস, এম্ এ, জয়পুর পোঃ লোহাগড়া, যশোহর।
- ৪৯০। " বিজয়কেশব মিত্র, এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, বিনাইদহ, যশোহর।
- ৪৯১। " বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি এল, উকীল, সমস্তিপুর, সি, পি।
- ৪৯২। " বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্ এ, রাভেনশা কলেজের অধ্যক্ষ, কটক।
- ৪৯৩। " বিপিনবিহারী দত্ত, টাকী, শ্রীপুর, খুলনা।
- ৪৯৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিতুতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম্ বি, দীর্ঘাপতিয়া, রাজসাহী।
- ৪৯৫। " " বিমানবিহারী বসু, এম্ বি, গভর্নমেন্ট টেম্পল
মেডিক্যাল স্কুল, বাঁকিপুর।
- ৪৯৬। শ্রীযুক্ত বিবেকচন্দ্র চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক, নদীয়া।
- ৪৯৭। " বিষ্ণুচরণ বসু, ৪৫ পঞ্চাননতলা লেন, হাওড়া।
- ৪৯৮। " বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩০১ গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।
- ৪৯৯। " বিহারীলাল রায়, বি এ, বাগেরহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, খুলনা।
- ৫০০। " বৈকুণ্ঠনাথ সেন, বি এল, সৈদাবাদ, মুরশিদাবাদ।
- ৫০১। " ব্রজেন্দ্রনাথ সাত্তাল, পানসীপাড়া, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
- ৫০২। " ব্রজেন্দ্রলাল শীল, এম্ এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, কুচবিহার।
- ৫০৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র দাস, এল এন্স এম্ এন্স, পরিদর্শক-সম্পাদক, শ্রীহট্ট।
- ৫০৪। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, সর্বোজ্জ্বল, বিনাইদহ, যশোহর।
- ৫০৫। " ভূপতিনাথ দাস, বি এন্স, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, পাটনা।
- ৫০৬। " ভূষণচন্দ্র দাস, এম্ এ, বি, বি কলেজের অধ্যাপক, মজঃফরপুর।
- ৫০৭। " মণিমোহন সেন, জমিদার, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।
- ৫০৮। " মথুরানাথ সিংহ, এম্ এ, বি এল, উকীল, শ্রীকীপুর, পাটনা।
- ৫০৯। " মনোমোহন চক্রবর্তী, বি এল, উকীল, তমলুক।
- ৫১০। কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম।

- ১১১। মীর শ্রীযুক্ত মশরুফ হোসেন, লাহিরীপাড়া, কুষ্টিয়া।
- ১১২। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, সন্তপুষ্করগী, পোঃ আঃ শ্রীমপুর, রঙ্গপুর।
- ১১৩। „ যুগেন্দ্রকুমার দত্ত, সালিখা, হাওড়া।
- ১১৪। „ মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বিএ, মহারাজার কলেজের অধ্যাপক, জয়পুর।
- ১১৫। „ মোহিনীনাথ বিনী, জমিদার, জোয়াড়ী, রাজসাহী।
- ১১৬। „ মোহিনীমোহন মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্রের গলি, বর্ধমান।
- ১১৭। „ মোহিনীমোহন রায়, এম্ এ, বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক, মুরশিদাবাদ।
- ১১৮। „ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, নৈহাটি, ২৪ পরগণা।
- ১১৯। „ যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ, লক্ষীপাশা, পোঃ লোহাগড়া, যশোহর।
- ১২০। „ যতীন্দ্রমোহন সিংহ, এম্ এ, বিএল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
- ১২১। „ যত্ননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ বারাসাত, পোঃ মগরাহাট, ২৪ পরগণা।
- ১২২। রায় শ্রীযুক্ত যত্ননাথ মজুমদার, বাহাছর এম্এ, বিএল্ হিন্দুপত্রিকা সম্পাদক, যশোহর
- ১২৩। শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার, এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর পাটনা।
- ১২৪। „ যাদবানন্দ গুপ্ত শাস্ত্রী, মন্ত, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
- ১২৫। „ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
- ১২৬। „ যোগেন্দ্রকুমার বসু, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা।
- ১২৭। „ যোগেশচন্দ্র রায়, এম্ এ, রাভেনশা কলেজের অধ্যাপক, কটক।
- ১২৮। „ যোগেশচরণ সেন, বদরপুর, খাগড়া মুরশিদাবাদ।
- ১২৯। „ এস্, কে, মহম্মদ রওশন আলী, পাংশা, ফরীদপুর।
- ১৩০। „ রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গভর্নমেন্ট বঙ্গবিজ্ঞানালয়ের প্রধান পণ্ডিত, মালদহ।
- ১৩১। „ রজনীকান্ত সরকার, বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া, মানভূম।
- ১৩২। „ রজনবিলাস রায় চৌধুরী, পোষ্টমাষ্টার, মুন্সের।
- ১৩৩। রাজা শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাছর, নসীপুর, মুরশিদাবাদ।
- ১৩৪। কুমার শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়, বি এ, চৌগা, রাজসাহী।
- ১৩৫। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ, বি এল্, ডাকঘর সমূহের সুপারিটেণ্ডেন্ট, বরিশাল।
- ১৩৬। „ রমণীমোহন মল্লিক, মেহেরপুর, নদীয়া।
- ১৩৭। „ রমণীমোহন সিংহ, ঝাওয়া কুঠী, ভাগলপুর।
- ১৩৮। „ রমণীমোহন সেন, সৈদাবাদ, মুরশিদাবাদ।
- ১৩৯। „ রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটনাগপুরের কমিশনারের
পার্শ্বাল আসিষ্ট্যান্ট, ছোটনাগপুর।
- ১৪০। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বুধোপাধ্যায়, এল্ এম্ এস্, বীর হাসপাতাল, নেপাল।
- ১৪১। শ্রীযুক্ত রাজবিহারী দাস, লোনসিংহ, ফরীদপুর।

- ৫৪২। শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী, ট্রেনিং স্কুলের পণ্ডিত, ঢাকা।
- ৫৪৩। " রাজকুমার বল্লোপাধ্যায়, বি এল, উকীল, নড়াল, মুন্সেফ আদালত, বশোহর।
- ৫৪৪। " রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, জমিদার, বেতাগড়ি, ময়মনসিংহ।
- ৫৪৫। রায় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী, বাহাদুর, জমিদার, শেরপুর, বগুড়া।
- ৫৪৬। শ্রীযুক্ত রাধাকান্তর আচার্য্য, মহাদেবপুর, মঃ ইঃ স্কুল, মহাদেবপুর, রাজসাহী।
- ৫৪৭। " রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি এল, উকীল, গজদুর্গপুর, মালদহ।
- ৫৪৮। " রাধিকাচরণ দত্ত, বি এল, উকীল, বশোহর।
- ৫৪৯। " রামগোপাল ঘোষ, করঞ্জলী, ডারমগুহারবার।
- ৫৫০। " রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, পোঃ কালী, মুরশিদাবাদ।
- ৫৫১। " রামজয় বাগচী, রামপুর, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
- ৫৫২। " রামচন্দ্র মজুমদার, বি এল, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
- ৫৫৩। রাজা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় বীরবর, দাঁতন রাজবাটী, বালেশ্বর।
- ৫৫৪। শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ, গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ।
- ৫৫৫। " রামপ্রাণ গুপ্ত, পোঃ কেন্দারপুর, টাঙ্গাইল।
- ৫৫৬। রায় শ্রীযুক্ত রামবল্লভ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কেচকা, কালীপাহাড়ী, আই রেলওয়ে
- ৫৫৭। শ্রীযুক্ত রামরাম চন্দ্র, একরা কলিয়ারী, পোঃ ধানবাদ, মানভূম।
- ৫৫৮। " রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, এলাহাবাদ।
- ৫৫৯। " ললিতমোহন পাল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
- ৫৬০। " ললিতমোহন মৈত্র, জমিদার, তালন্দা, রাজসাহী।
- ৫৬১। " ললিতমোহন রায় চৌধুরী, নাজির, সাতক্ষীরা, খুলনা।
- ৫৬২। " শশিভূষণ ঘোষ, ঝাওরাকুঠি, ভাগলপুর।
- ৫৬৩। " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, খাঁড়শুণী, রাণীগঞ্জ।
- ৫৬৪। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায়, হুবলহাটী রাজএষ্টেটের ম্যানেজার, রাজসাহী।
- ৫৬৫। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (ক), বেগমপুর, শ্রীহট্ট।
- ৫৬৬। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (খ), পুটিয়া, পোঃ রাজসাহী।
- ৫৬৭। " শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ, হেতমপুর, বীরভূম।
- ৫৬৮। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
- ৫৬৯। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, দিমাজপুর।
- ৫৭০। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্ এ, লীষাপতিয়া, রাজবাটী, রাজসাহী।
- ৫৭১। " শিবচন্দ্র শীল, চুঁচুড়া, হুগলী।
- ৫৭২। " শিবনাথ গুপ্ত, আর্য্য একাডেমী, আর্য্য, সর্দাবাদ।
- ৫৭৩। " শিবরতন মিত্র, কালেক্টরী তোলী আফিস, সিউড়ী, বীরভূম।

- ৫৭৪। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র, বি এ, ১৩১ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া।
- ৫৭৫। রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।
- ৫৭৬। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী পোঃ চুঁচুড়া।
- ৫৭৭। " শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ পোঃ, টানবাজার, ঢাকা।
- ৫৭৮। " শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ডেপুটী কালেক্টর, বারুণ, ডাল্টনগঞ্জ, পালামৌ।
- ৫৭৯। " সত্যশচন্দ্র চক্রবর্তী, নবগ্রাম পোঃ গোপালপুর, ময়মানসিংহ।
- ৫৮০। " সত্যশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, হাইকোর্ট, ১৩এডমনস্টোনরোড, এলাহাবাদ।
- ৫৮১। " সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, সি এস, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, জাজপুর।
- ৫৮২। " সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
- ৫৮৩। " সুনামচন্দ্র নায়ক, এসিষ্ট্যান্ট করদ মহলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, কটক।
- ৫৮৪। " সুরেন্দ্রকুমার বসু, ২৭ শিবপুর রোড, হাওড়া।
- ৫৮৫। কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মা, আগরতলা, রাজবাটী, ত্রিপুরা।
- ৫৮৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাঠিড়ী খাজুরা, নাটোর।
- ৫৮৭। " সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, দিনাজপুর রাজবাটী।
- ৫৮৮। " সুরেশচন্দ্র সেন বিএ, পুরুলিয়া ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, পুরুলিয়া, মানভূম।
- ৫৮৯। " সোমেশচন্দ্র সিংহ, চম্পাই নগর, ভাগলপুর।
- ৫৯০। " হরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, আগরতলা রাজবাটী, ত্রিপুরা।
- ৫৯১। " হরকুমার সরকার, জমিদার, বোড়ামারী, রাজসাহী।
- ৫৯২। " হরগোপাল দাস কুণ্ড, সেরপুর, বগুড়া।
- ৫৯৩। " হরেন্দ্রনারায়ণ গুহ, বি এল, মুন্সেফ, রঘুনাথপুর, মানভূম।
- ৫৯৪। " হীরালাল বসু, বিকারগাছার ষ্টেশন মাষ্টার, যশোহর।
- ৫৯৫। " হীরালাল মিত্র, বোড়ামালী কুঠি, পোঃ নড়াইল, যশোহর।
- ৫৯৬। " হেমাক্ষচন্দ্র বসু, বি এল, ভূতপূর্ব সাবজজ, কেরানীগৌলা, মেদিনীপুর।
- ৫৯৭। কুমার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় দীর্ঘপতিয়া রাজবাটী, রাজসাহী।
- ৫৯৮। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু, রাধামাধব বসুর বাটী, রামপুরহাট।
- *—*
- ৫৯৯। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, দিনাজপুর।
- ৬০০। " যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ, এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, ঝারভাঙ্গা।
- ৬০১। " অপূর্বচন্দ্র দত্ত, সি এস, একট্রা এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার, হোসেনাবাদ, সিপি।
- ৬০২। " নন্দলাল বাগচী, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, কাঁধী, মেদিনীপুর।
- ৬০৩। " নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, পাটনা কলেজ।
- ৬০৪। " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ নং কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, হাওড়া।

- ৬০৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্ এ, সি এস, ম্যাজিষ্ট্রেট, বাহুড়া।
- ৬০৬। " কালিদাস মল্লিক, এম্ এ, বৰ্দ্ধমান কলেজের অধ্যাপক, বৰ্দ্ধমান।
- ৬০৭। " কীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্ এ, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক।
- ৬০৮। " ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি এল, উকীল, ভাগলপুর, পাণ্ডুরা।
- ৬০৯। " মধুসূদন রাও, ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কটক।
- ৬১০। " রমেশচন্দ্র দাস, ডেপুটী কলেक्टर, ত্রিশূরা।
- ৬১১। " কুমুদস্বামী দাসগুপ্ত, বি এল, ডেপুটী কালেক্টর, বৰ্দ্ধমান।
- ৬১২। " বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, ঢাকা।
- ৬১৩। " শ্রীমাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী কালেক্টর,
- ৬১৪। " শরচ্চন্দ্র রায়, বি এল, উকীল, রাজসাহী।
- ৬১৫। " ব্রজেন্দ্রনাথ দে. এম্ এ, সি এস, ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর, মালদহ।
- ৬১৬। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমিদার, উত্তরপাড়া।
- ৬১৭। " রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, জমিদার, উত্তরপাড়া।
- ৬১৮। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কানপুর।
- ৬১৯। " কুমার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুর, ৬ কলেন প্লেস, হাওড়া।
- ৬২০। " রায় " রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
- ৬২১। " শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক বিজ্ঞানগুণ গুণাইগাছা, পাবনা।
- ৬২২। " যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, কামারহাটা, এঁড়দহ।
- ৬২৩। " রায় শ্রীযুক্ত রাখানাথ রায় বাহাদুর, স্কুল ইন্সপেক্টর, বৰ্দ্ধমান বিভাগ।
- ৬২৪। " শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস, মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট।
- ৬২৫। " মন্থননাথ দে, বি এল, উকীল, বাকীপুর।
- ৬২৬। " যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আরামবাগ, হুগলী।
- ৬২৭। " রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই ই, স্কুলসমূহের আসিষ্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর।
- ৬২৮। " রাজা শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহাদুর, ভাগলপুর।
- ৬২৯। " গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, বিএল, মুন্সেফ, কটক।
- ৬৩০। " ডাঃ মেজর উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আই এম্ এস, সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ।
- ৬৩১। " শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি এস জজ, ফরীদপুর।
- ৬৩২। " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আর্জলিয়া, রাণাবাট।
- ৬৩৩। " তারকনাথ বিশ্বাস, সবরেজিষ্ট্রার, রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
- ৬৩৪। " পূর্ণচন্দ্র সরকার, এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, কৃষ্ণগঞ্জ, পুর্নিয়া।
- ৬৩৫। " গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাঁচি।
- ৬৩৬। " নয়নাঙ্গন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।

“খ” পরিশিষ্ট ।

১২৭৯ সালের আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত, ৮সার জন বীমসের
লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের অনুষ্ঠান পত্র ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ ।

অনুষ্ঠান-পত্র ।

ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিভাছলীন ও সভ্যতা-বর্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয়-সাহিত্য-সদৃশ হইতেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের বারবার অনুকরণ এবং সামান্য শিশুবোধ অথবা অশ্লীল উপভাষা পরিত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালীরা এক্ষণে গল্প কাব্য, নাটক, দেশ-পর্যটন-বৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গল্প কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছেন। অতএব বঙ্গ-ভাষাকে প্রণালী বদ্ধ করিয়া, তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগ-যোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালার দুই দল দেখা যায়। একদল পাণ্ডিত্যভিমানের অপৰ্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তলীন। সাধারণ সমাজ তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ সকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাঙ্গালাকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপরদল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতঃ সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন।

ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কার বিশিষ্ট পাঁচটি প্রধান, ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালীয় এবং স্পানীয়। তত্ত্বদেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠ-যোগ্য পুস্তকাদির জন্ম এক একটা পৃথক ও সুনির্णीত ভাষা অবধারিত আছে। সুশিক্ষিত ইংরাজেরা ইংলণ্ডের বে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। বলাটিক হইতে আল পর্য্যন্ত সকল জার্মান জাতি, সাবর হইতে পালারোর পর্য্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লিলে হইতে মারসেল পর্য্যন্ত সকল ফরাসিসেরা এবং কাটালান, গালিসিয়ান, আণ্ডালুসিয়ান, কাষ্টিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্পানীয়েরা এক এক সুনির্णीত সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণ-ভেদ অথবা নির্ণীত শব্দ সকলের বিভিন্নতা কুত্রাপি দেখা যায় না।

অথচ প্রাচীন কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ঐ ঐ ভাষার ঐক্য ছিল না। ইংলণ্ডে “হাবলক বি ডেন” লিখন প্রদেশের স্থানীয় ভাষার, “শির্ল মৌমান” হাউস প্রদেশের স্থানীয় ভাষার লিখিত। বারবর এবং সর ডেবিড লিওসে উক্তর প্রদেশীয় ইংরাজী অর্থাৎ “লোলোণ্ড স্বচে” লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থকার বে স্থানীয় ভাষার লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের উপলক্ষিও হয় নাই। মধ্যস্থিত সর্বমাস্ত্র কোন ভাষার

সহিত তুলনা না করিলে খণ্ডদেশস্থিত কোন ভাষাকে স্থানীয় ভাষা অথবা অপভ্রংশ প্রাপ্ত ভাষা বলা যায় না, এবং মধ্যস্থিত সাধারণের গ্রাহ্য কোন ভাষা লিওঙ্গের “স্চচ”, এবং লাংলাঙের “ট্রাফোর্ডশায়র ইংরাজী” বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে না ।

প্ৰথম হেনরীর রাজ্যকালে বিদ্রোহ শান্তি হয় । তদনন্তর তাঁহার পুত্রের অমাত্যবর্গ মহাপ্রভাণীল ধনগুণ বিশিষ্ট মহাশ্রাগণ লণ্ডন মহানগরকে শোভিত করিতে সহজেই ঐ স্থানের ভাষা সর্কাপেক্ষা উন্নত ভাব গ্রহণ করিয়াছিল ; এবং এলিজাবেথের রাজ্য-কালে অধিতীয় এবং চিরস্মরণীয় কতিপয় লেখক-চূড়ামণির দ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হইলে, ইংরাজী ভাষা হিরীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল । যে ভাষার সেকুলীয়র লিখিয়াছেন, তাহার সহিত অপর স্থানীয় ভাষার তুলনা বিরহ জন্ম, তদবধি আধুনিক ইংরাজী ভাষা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ।

ফ্রান্সে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তজ্জাত্যের বৈরূপ ছিন্নাবস্থা, ভাষারও তজ্জপ । উক্ত দেশে তৎকালে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত হয় । সে সকল ভাষাই ল্যাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু কেবল এবং জরমান ভাষা মিশ্রিত প্রবেশ্গাল অর্থাৎ এক ভাষা এবং ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ অএল ভাষা প্রধান । নরমান্ পিকার্দে এবং অপর্যাপ্ত ভাষা সকলেই সমভাবাপন্ন ও সমকক্ষ হইয়া প্রচলিত হয়, এবং বড়ই লেখকেরাও আপনাপন স্থানীয় ভাষার গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । উক্ত সকল ভাষার মূল দুইটি ; প্রথম ফ্রেঞ্চ, দ্বিতীয় প্রবেশ্গাল । উত্তর প্রদেশীয় ভাষা অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ ফ্রান্সের সীমার বাহিরেও ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়, ইটালীয় ও জরমানির ভূত্বসমাজে প্রচলিত ছিল । যদিও এই ভাষা ক্রমে একতা প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও তাহার উচ্চারণ, বর্ণ-বিধান, এবং ব্যাকরণের বিশুদ্ধাবস্থা হয় নাই । ১৫৫৯ অব্দে এলিয়ট এবং ১৫৮০ অব্দে মন্টেন ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রথমে একতাবদ্ধ করেন ।

১৬৩৫ অব্দে কার্ডিনাল্ রিশলু ফ্রেঞ্চ একাডেমী স্থাপন পূর্বক দেশীয় ভাষার সংশোধন ও একতা বদ্ধমূল করিয়াছিলেন । জরমানি ফ্রান্স হইতে অধিকতর বিচ্ছিন্ন । সহজেই তদ্রূপে ভাষাভেদের আরও আধিক্য ছিল এবং জরমানি রোম রাজ্যের অধীন না হওয়ার একতা লাভের বিশেষ উপায়ও হয় নাই ।

জরমানির প্রাচীন ভাষার অল্পমাত্রাই উদাহরণ এক্ষণে পাওয়া যায়, যথা, ৩৫০ খৃষ্টাব্দে আলফিলাসের মিসোগথিক, ৪৯০ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি শব্দ ফ্রাঙ্কিস এবং কিঞ্চিৎ আলিমানিক পাওয়া যায় । অনেক দিবসাবধি এক রাজ্যের শাসনাধীন হওয়া প্রযুক্ত ফ্রাঙ্কিস, আলিমানিক এবং বাবেরিয়ান্ ভাষাজন্ম ক্রমে মিলিত হইয়া এক ভাষা-প্রায় হইয়া “হাই জরমান” নামে বিখ্যাত হইয়াছে । এবং অপর অপর ভাষা এক্ষণে মিলিত না হওয়া প্রযুক্ত “লো জরমান” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । স্থানীয় জরমান ভাষা সকল যে প্রাণালীতে ক্রমে একতায় ভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক । ৮০০ খ্রীঃ “বায়ল দি গ্রেট”

কর্তৃক বিভাজনলেনের উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। রাজবংশ প্রাক্তিস খাণ্ডা ও ভাষাও প্রাক্তিস ছিল। অটক্ৰিও রেবেগলের এবং অপরাপর গ্রন্থকারের রচনা অগ্রাবধি বর্তমান আছে। হাজার মধ্যে কতক লো জরমান, কতক সাক্ষণে, কতক প্রাক্তিসে লিখিত। অনেক কালাবধি এই মত ভাষাভেদই প্রচলিত থাকে। কখন সাক্ষণ-কাবরা, কখন প্রাবিরান লেখকেরা কখন লো-জরমান-গ্রন্থকারেরা উন্নতিশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু নব্য হাইজরমান সাধুভাষা মহাতেজস্বী বহুজ্ঞানাপন্ন লুথর মহোদয়ের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তরাঞ্চলের গোড়চ এবং ববেরিয়ার ভাষার মধ্যবর্তী সাক্ষণীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থে বহু পরিশ্রম এবং মহাবল্ল সহকারে ভদ্রসমাজের সাধুভাষাতে ধর্ম-পুস্তক অনুবাদ করিয়া, তাহা ১৫০৪ খ্রীঃ প্রকাশিত করেন। এই সাধুভাষা ক্রমে স্থানীয় ভাষা সমূহের লুপ্ত কারণে জরমানির ভদ্র সমাজের ভাষা হইয়াছে।

ইটালীও ই মত নানা স্থানের ভাষায় পূর্ণ ছিল। এই দেশে যদিও ভদ্রসমাজে শত শত বৎসরাবধি ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার হইত, কিন্তু অসুস্থ করিতে পাওয়া যায় যে সাধারণ লোকে আপন আপন স্থানের ভাষা কখনই ত্যাগ করেন নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইটালীতে বিভ্রা লুপ্ত হয়, এবং পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত ভাষার একতা ও উদ্ভাপনা সাহিত্যাদির আলোকাভাবে ইটালী অন্ধকার পূর্ণ ছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে কিঞ্চিৎ উন্নতি আরম্ভ হইয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীর অভ্যন্তর-ভারত-স্বরূপ দাস্তে এবং পেত্রাকার উদয় হয়। এই কবিদ্বয়ের গভীর ও স্থায়ী গুণগণক সমস্ত দেশ মধ্যে প্রচারিত হইলে, ইটালীর ভাষার একতা আরম্ভ হয়, কিন্তু দেশীয় “একাডেমি” হইতে তাহার স্থায়িত্ব এবং নিগীতাবস্থা প্রাপ্তি হয়।

ইটালী দেশীয় সমস্ত একাডেমি মধ্যে ফ্লোরেন্স নগরের একাডেমি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সভা ১৫৪০ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। এতৎকালে ইটালীর ভাষা টসকান নামে বিখ্যাত ছিল। টসকান ভাষার সংশোধন করণাভিপ্রায়ে এই একাডেমির নিয়োগ করা হয়। ইটালীর অন্যান্য নগরে বহু সংখ্যক এই প্রকার একাডেমি স্থাপিত হয়, কিন্তু ফ্লোরেন্সের একাডেমি সর্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক হইয়াছিল। এই একাডেমির কয়েকজন সভ্য মূল সভা পারিত্যাগ করিয়া নূতন অপর এক সভা স্থাপিত করেন, তাহার নাম “একাদানি দে লা ক্রুসা”। চালুনার মত দোষ ছাঁকিয়া ফেলা হইবার উদ্দেশ্য, সেই জন্য ঐ নাম। স্বদেশে যে যে পুস্তকাদি প্রকাশ হইত, তাহার দোষ শুণ বিচার করা এই সভার সভ্যদিগের কাব্য, এবং রচনা সকলের শুণের প্রশংসা এবং দোষের নিন্দা করিয়া তাহার দোষী লোকের বিচার শাস্তর এবং রস গ্রাহ্যতার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৫২০ খ্রীঃ এই সভা হইতে “বকেবলে-রিয় ডি লা ক্রুসা” নামক প্রথম শুদ্ধ ইউরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয়।

পঞ্চদশের আক্রমণের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত স্পেন দেশ মূর্খতাকারে পূর্ণ ছিল। কিন্তু রাজ্য আরবগণের দ্বারা দাসীত হইয়া এবং অপরাপর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে

বিত্ত হওয়ার সময়ই সমস্ত দেশ নানা হানীর ভাবায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বর্তমান শতাব্দীতে কাটিলিয়ানেরা তাহাদের বিখ্যাত নাটকাদি লিখিতে আরম্ভ করে। উলিয়া নাহারো এবং রুহো স্পেনের আত্ম বিখ্যাত নাম, কিন্তু তথাকার অসামান্য গ্রন্থকারজন,— সরবন্টিস, লোপ দে বেগা এবং কালদেরণ আর এক শতাব্দীর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৬০৩ খ্রীঃ সরবন্টিস কৃত “ডু কুইজট” প্রকাশ হয়। লোপের নাটকাদি তৎপরে এবং কালদেরণের পুস্তকাদি তৎপরে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম চার্লস এবং দ্বিতীয় ফিলিপের রাজ্যকালে যে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ করতঃ স্বদেশকে মহাপ্রভাসম্পন্ন এবং শোভমান করিয়াছিলেন, তাহারা সকলই কাটিলিয়ান। কবিতা ও প্রবন্ধে স্পেন অতি বিখ্যাত, কিন্তু প্রাচীন কবিতা সকলই প্রায় কাটিলিয়ান ভাষাতে প্রস্তুত। কাটালান, আরাগণ, বিসকে, গালিসিয়া, আণ্ডালুসিয়া, বালেনসিয়া এবং স্পেনের অপর্যাপ্ত প্রদেশস্থ লোকে সাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতে পারেন নাই। সুতরাং কাটিলিয়ান স্পেনের সাধুভাবার পদে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সরবন্টিসের স্বদেশস্থ সকল লোকে দেশস্বন্ধে অতাপি আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাষার উল্লেখে তাহা “কাষ্টালো” বলিয়া থাকে। স্পেনে ক্রোঞ্চ একাডেমির সৃষ্ণ এক সভা আছে এবং তদ্বারা স্পেনের সর্বতোভাবে হিতসাধন হইয়াছে।

সংক্ষেপে এবং অস্পষ্টরূপে ইউরোপীয় প্রধান পঞ্চভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতির ইতিহাস উপরে বর্ণন করা হইল। সম্প্রতি উক্ত ভাষা সকলের যে যে কারণে ক্রমে সৌন্দর্য্য ও হারিষ বিধান হইয়াছে, তাহা লিখা বাইতেছে। এই কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান উক্ত “একাডেমি।”

ফ্লোরেন্সের একাডেমি এবং তদনুসরণে যে যে একাডেমি স্থাপিত হয়, তত্তৎ সত্যেরা পের্জার্কার গ্রন্থ সকল আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ক্রমে অপর্যাপ্ত প্রধান কবিদিগের অর্থাৎ দান্তে, আরিয়ন্তো এবং ভাসোর রচনা এবং পলসি, বইনার্দো প্রভৃতি নিরুপেক্ষ কবিদিগেরও গ্রন্থ সকল পরীক্ষিত ও সমালোচিত করিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশের সাহিত্যের এবং ভদ্র সমাজের কথোপকথনের উপযুক্ত ভাষা নির্ণীত ও স্থাপিত করা সভ্যদিগের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প ছিল। এতদতিপ্রায়-অনিত প্রথা ও কল্পপ্রণালী নিয়ে লিখিত হইতেছে। সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যাকরণ পদ্ধতির বিচার করিতেন। যে যে শব্দ নিরম-সঙ্গত ও উত্তম জ্ঞান করিতেন তাহা গ্রাহ্য এবং বাহ্য অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সভ্যের মতামত প্রকাশ করিতেন। এইরূপ উৎকর্ষের এক আদর্শ দাখ্য হইলে লেখকেরা আপন আপন গ্রন্থ সমূহের আদর্শ সৃষ্ণ হইয়াছে কিনা, তাহার বিচার করিয়া ও নিরমায়-সায়ে সংশোধিত করতঃ একাডেমির সভ্যদের বিচার অন্তর্ভুক্ত করিতেন। সভ্যদিগের দ্বারা সংশোধিত হইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। এইরূপ বিচারে যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইত

এবং বুধা ও কঠোর তর্কে সামান্য শুদ্ধাশুদের অনেক অলীক করনা হইত, কিন্তু পরিণামে যে তদ্বারা সামাজিক সাহিত্যের পরিমার্জিতাবস্থা জন্মিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

ইটালীর একাডেমি হইতে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অধিকতর গৌরবান্বিত এবং বিখ্যাত ছিল। ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যেরা কেবল শব্দের ও সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তৃপ্ত হইয়েন নাই। তাঁহারা প্রথম উদ্ভূত হইতেই অভিধান এবং ব্যাকরণ স্বজনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। অভিধান সংগ্রহে ফ্রান্সের সর্বোত্তম গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট ফ্রেঞ্চ কথামাত্র উদ্ধৃত এবং অন্তর্ভুক্ত অসামাজিক এবং দূর-কল্পিত ভাববোধক শব্দ সকল ত্যাগ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। তদ্র সমাজে সাধারণ বাক্যালাপে যে যে কথা চলিত ছিল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন এবং ইতর লোকের ব্যবহৃত শব্দ সামান্য হইলেও তাহার অনান্বাস-বোধগম্যতা এবং ভাব-ব্যক্তি গুণ থাকিলে তাহাও উদ্ধৃত করিতেন। বহু পরিশ্রমে এবং যত্নে ১৬৯৪ খ্রীঃ এই অভিধান প্রকাশিত হইয়া ১৭০০ খ্রীঃ সংশোধিত হয়। সমাজে ইহার এমত মান ছিল যে, কখন কোন গ্রন্থকার তাহার অবহেলা করিতে পারেন নাই। যে সময়ে এই মত ভাষা নির্ণীত হয়, তখন পাস্কল, বসুএট, মালেক্ত্রান্শ এবং আর্নল্ড নামক লেখক সকল অতি পরিপূর্ণ গ্রন্থসমূহ লিখিয়া স্বদেশকে পূজ্য করিয়াছিলেন। কেবল ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচনা করিতে হইলে সামান্য লোকের উদ্ভূত ভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত মহাত্মারা ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও নিজ নিজ প্রভাসম্পন্ন শক্তির আশ্চর্য্যগুণে রচনা একবারে দোষশূন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, যেমন বাহু প্রাকৃতিক নিয়মাদি অলঙ্ঘ্য, সেই মত কাব্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদিরও গতি অলঙ্ঘ্য। যেমন পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মাদি মনুষ্যের বুদ্ধি-কৌশলে সফল-প্রদায়িনী হইতে পারে, কিন্তু তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করা অনর্থক ও বিফল, সেইমত সাহিত্য-রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদির গতিরোধ কাহারও সাধ্য নহে। কেহ তাহা করস্থ করিতে সক্ষম নহেন। উক্ত রচনার চিহ্ন এই যে, তাহা শুদ্ধ, অর্থবোধক এবং সহজ হইবেক। কোন গ্রন্থকার বিশেষ গদ্যলেখক আপন মাতৃভাষার নির্দিষ্ট নিয়মাদি ভঙ্গ অথবা চিত্তাকর্ষণ জন্ত নূতন কথা কিম্বা নিয়মাদি ব্যবহার করিতে কোনমতে সক্ষম নহেন।*

ফ্রান্সের এবং ইংলণ্ডের আচার-ব্যবহার পৃথক। ফ্রান্সে ভাষা-পদ্ধতি সাধারণের একে ও যত্নে নির্ণীত হইয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা ক্রমে সময়ানুসারে ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন চর্চার উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সে বাহা সাধারণের জ্ঞানকৃত সমবেত-চেষ্টার সম্পাদিত, ইংলণ্ডে তাহা স্বতঃস্ফূট। কি প্রকারে জন্মিল, তাহা হঠাৎ বোধগম্য নহে।

ফ্রান্সে এবং ইটালীতে পর্যটন করার ইংরাজদিগের আগমনাদিগের রচন অথচ ব্যক্তিগত ভাষার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন ইংরাজি কবি "চসর" নিজ কবিতাবলী সম্বন্ধে

করণ জন্ত অনেক ক্রম শব্দ তাহাতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই প্রথা অত্যাশি প্রচলিত আছে। লিলী আপন ইউকিস গ্রন্থে অপর প্রকারে ভাষাভিত্তিক চেটা পাইয়াছিলেন এবং কিয়দলের জন্ত তাঁহার পুস্তক মহামাঙ্গু হইয়াছিল, কিন্তু বাহার বে বার্থ নাম, তাহা তাহাকে না দিয়া, প্রকারান্তরের প্রচুর শব্দ প্রয়োগদ্বারা সামান্য ভাবে বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করা, ভাষার ব্যভিচার বলিতে হইবেক। লিলীর সময়ের ভ্রম সমাজেরও কথা-বার্তা অস্বীল ছিল। ইউকিসের প্রণালী দ্বারা সামাজিক ভাষার অনেক উপকার হইরা-ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। ইউকিস ১৫২৭ খ্রীঃ প্রকাশ হয় এবং ৫০ বৎসর পরেই গদ্য লিখিবার এপ্রকার বিপুল নিয়ম দেখা যায় যে তাহার তুল্য রচনা এখনও পাওয়া হুঃসাধ্য। সর ফিলিপ সিডনির “আরকেডিয়া” বেকনের সারবত্তী ও গভীর রচনা এবং হকর ও টেলরের অসামান্য মধুরতা ইংরাজ মাজেরই আদরের স্থল। ১৬৪৪ খ্রীঃ প্রকাশিত মিলটনের “আরিওপেটিকা” বোধ হয় ইংরাজী গদ্যের অধিতীর আদর্শ। এই প্রবন্ধ গ্রন্থ পত্রাদির স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত লিখিত হয়, এবং কবির পক্ষে যেমন আপনায় অসামান্য মধুরতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার এই গদ্য-প্রবন্ধ গাভীর্ষ ও সৌন্দর্য এবং স্মৃষ্টি রসের পরিচয়।

পর শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুতর সুলেখক জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থসকল তৎকাল প্রচলিত পদ্ধতির দোষে মনকে তাদৃশ আকর্ষণ করে না। প্রাচীনদিগের গাভীর্ষ ও মিষ্টতা অতি মনোহর। ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেমুয়েল জনসন কর্তৃক নির্ণীত হয়। জনসনের রচনা যদিও প্রমসিকা কিন্তু বিপুল এবং রমণীয় ছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ জনসন নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংরাজী শব্দ অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্থারিত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। উদ্ধৃত করিবার জন্ত পুস্তকের অভাব ছিল না। তিনি নিজ অসাধারণ বিচারশক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা অসীম পরিপ্রমে এই কঠিন ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথের সময়ের লেখকদের ব্যবহৃত অনেক কঠিন লাতিন শব্দ সাধারণের বোধগম্য নহে। জনসন তৎসুন্দার এবং অপর অপর লেখকের স্থানীর অনেক রূঢ় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অভিধানে কেবল বিপুল অর্থ-বোধক ইংরাজী শব্দের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অভিধান প্রকাশমাজেই সমাজের আদরণীয় হইয়া অদ্যাবধি ইংরাজী ভাষার “মাস্টারকার্ট” হইয়া পূজ্য হইয়া রহিয়াছে। আরমানদিগের ভাষার আদ্যোপান্ত জন্মবৃত্তান্ত কলহপূর্ণ। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অনাবশ্যক। এক্ষণে উক্ত সকল তর্কবিতর্ক বাঙ্গালাভাষার পক্ষে উচিত কিনা তাহাই বিবেচ্য।

বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একেবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত অভিধানিক শব্দ-সমূহ প্রয়োগ পূর্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখন উচিত নহে। অগচ্চ রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অস্বীল বাক্য সকল সাধুভাষা হইতে বর্জিত করা আবশ্যক।

কবিত হইয়াছে যে, ইংরাজী ভাষা ক্রমে বহুত উপায়ের দ্বারা কোন কোন কবিতা-রচয়িতার পদ্য-রচনা এবং কবিতা-রচনা প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। আর ক্রমে, ইংরাজী ভাষা একত্রিত উৎসাহ বিশিষ্ট সভার প্রভাবে সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই প্রকার সজ্জিত-রচনা সভার দ্বারা বাহ্যিক ভাষার হিতসাধনই উপযুক্ত ও সম্ভবপর বোধ হয়। বাহ্যিক ভাষার এমন কোন সর্বজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাহার প্রচারিত দ্বারা দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্য হইবেক, এবং পাঠ্য পুস্তকেরও এমন আধিক্য ও উৎকর্ষতা হয় নাই যে তাহা হইতে জনসন সন্তুষ্ট কোন ব্যক্তি সম্বলন পূর্বক সাধুভাষা অব্যাহতি করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

অতএব বাহ্যিক সাহিত্যের ভাষার স্থিতি-বিধান অল্প সকল বাহ্যিক মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করত তাহারা ভাষার উন্নতি সাধন করা আবশ্যিক। যদি এমন সভা স্থাপিত হয়, এবং তাহারা ভাষার নির্ণয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের পরমোপকার হইবেক সন্দেহ নাই। আর সভা স্থাপিত হইলে যে এই কার্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান হয়। সভার দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই, কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ইহাতেই ভাষা প্রণালীবদ্ধ হইবেক।

ইউরোপীয় একাডেমিতে প্রায় ৫০ জন সভ্য থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু এদেশ বহু বিজ্ঞান এবং এদেশে স্থানীয় ভাষাও অনেক। অতএব বহু একাডেমির শতাধিক সভ্য হইলেও হানি নাই। কলিকাতা রাজধানী অতএব আদি সভা কলিকাতার হওয়াই উচিত এবং ৩০ জন সভ্যের তথ্য বাস করা আবশ্যিক। অপর সভাগণ অল্প নিবাসী পণ্ডিতবর্গ হইতে মনোনীত হইতে পারেন।

কলিকাতার সভ্যেরা সময়ে সময়ে একত্রিত হইবেন। অধিবেশনের অল্প একটা গৃহ অব্যাহতি করিলেও হানি নাই। কিন্তু প্রাচীন কুরেটাইনদিগের দ্বারা সভাগণের মধ্যে কোন এক সভ্যের বাগান বাগীতে একত্রিত হইলে সুখের হইতে পারে। কলিকাতার প্রকার উদ্ভানের অভাব নাই এবং বুদ্ধিবৃত্তাসম্পন্ন সাধুগণ একত্রিত হইলে অবশ্যই সকলেরই পরমাঙ্গানজনক ও শুভকর হইবেক। সুখের বলিয়া ক্রমে সভার কার্য সাধন-রূপের চিন্তাকর্ষণ পূর্বক দেশের কুশল সাধন করিতে পারে।

অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কর্ম। অথচ ঐ সময়ে প্রবন্ধপাঠাদি এবং তর্ক বিতর্ক হইবার বাধা নাই। গ্রন্থকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সভাতে পাঠ করিবেন এবং পণ্ডিত সমূহের পরামর্শে তাহার সৌন্দর্যের ত্রুটি করিবেন। এমতে সাহিত্যের ক্রমে নির্মলতা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি হইবেক। সমীচীন আলোচনা দ্বারা সভার মনোবৃত্তনও হইতে পারে এবং প্রাচীন কবিগণের গীত ও লব্য গীতের সমালোচন সহকারে সমীচীন উন্নতি লাভ হইতে পারিবেক।

প্রথম উদ্দেশ্যে টাকার আবশ্যক দেখা যায় না, কেবল বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যারই আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্।

• নতিলাল ঘোষ।

• চারুচন্দ্র ঘোষ। (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত)

• নগেন্দ্রনাথ বসু।

• নগেন্দ্রনাথ ঞ্চু।

• রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।

• রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

• ব্যোমকেশ মুস্তফী।

• সন্ন্যাসমোহন বসু, বি এ।

}

সহকারী সম্পাদক।

“ঘ” পরিশিষ্ট।

গ্রন্থ প্রকাশ-সমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই,

(সভাপতি।)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্।

}

(সহকারী সভাপতিগণ।)

• জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।

• রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।

• নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।

• ব্যোমকেশ মুস্তফী।

• শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, বি এল্।

• বাণীনাথ নন্দী।

• ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্তী।

• চারুচন্দ্র ঘোষ। (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত)।

• শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

• সন্ন্যাসমোহন বসু, বি এ।

• রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

• অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল্।

• গোবিন্দলাল দত্ত।

• বিজয়কেশব মিত্র, বি, এল্।

• হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ।

• বীরেশ্বর পাণ্ডে।

• অভুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

• সভ্যচরণ শাস্ত্রী।

• কালিদাস নাথ।

• দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুমার শরৎকুমার রায়, এম্ এ।

• রমেশচন্দ্র সমাজপতি।

• ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ।

(নির্বাচনকাল হইতে)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ ।

” শ্রীমলাল গোস্বামী ।

” মধুসূদন গোস্বামী (ঢাকা)

” মধুসূদন গোস্বামী (বুলদাবন)

” কেশবনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ।

” নগেন্দ্রনাথ বসু

” যুগলকান্তি ঘোষ

অতিরিক্ত সভ্যগণ ।

(সম্পাদক)

(সহকারী সম্পাদক)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ,

(“গ্রন্থাবলীর” প্রধান সম্পাদক, পদত্যাগকাল পর্যন্ত)

“ঙ” পরিশিষ্ট ।

পরিভাষা-সমিতির সভ্যগণ ।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্,

(সভাপতি)

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্ ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

” নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় । (অতিরিক্ত) ” বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্ এ ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ (সম্পাদক)

“চ” পরিশিষ্ট ।

ভাষা-বিজ্ঞানসমিতির সভ্যগণ ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই,

(সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী, এম্ এ ।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্ ।

” জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

(সহকারী সভাপতিগণ)

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্ ।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্ ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ, বি এল্ ।

” ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্ ।

” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

” বীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে ।

” শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বি এল্ ।

” নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ।

” ঘোমকেশ মুস্তাকী ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ ।

শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু, বি এ ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভায়রব সি, আই, ই।	}	অতিরিক্ত সভ্যগণ।
.. চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার।		
.. অগ্গবল্ল মোদক।		
.. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি, এল।		
.. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল, (সম্পাদক।)		

“ছ” পরিশিষ্ট।

শব্দসমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।	(সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ।	} (সহকারী সভাপতিগণ।)
.. সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্।	
.. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ, বি এল্।	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।
.. ব্যোমকেশ মুস্তফী।	.. যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
.. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্।	.. পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
.. প্রমথনাথ মিত্র।	.. হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্।
.. অভুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	.. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।
.. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।	.. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
.. ক্রীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ।	.. চুনিলাল বসু, এম্ বি, রায় বাহাদুর।
.. কানাইলাল ঘোষাল।	.. শিবাশ্রম তট্টাচার্য, বি এল্।
.. বীরেশ্বর পাণ্ডে।	.. হারাণচন্দ্র রক্ষিত রায় সাহেব।
.. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি এল্।	.. মনমোহন বসু, বি, এ।
.. দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।	} অতিরিক্ত সভ্যগণ।
.. কৃষ্ণচন্দ্র রায়।	
	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ। (সম্পাদক)

“জ” পরিশিষ্ট।

গ্রন্থরচনা সমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই। (সভাপতি)	}	সহকারী সভাপতিগণ।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ।		
.. সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল।		
.. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।		

- শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰনাথ বসু, এম্ এ, বি এল্ । শ্রীযুক্ত ৱাৰ যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুৰী, এম্ এ, বি এল্ ।
 " ব্যোমকেশ মুস্তকী । " হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ঘোষ, বি এ ।
 " নগেন্দ্ৰনাথ বসু । " সতীশচন্দ্ৰ বিদ্যাভূষণ, এম্ এ ।
 " শিবা প্ৰসন্ন ভট্টাচাৰ্য্য, বি এল্ । " ৱামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী, এম্ এ ।
 " যজ্ঞেশ্বৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

(৮৭জনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এই সমিতিৰ সম্পাদক ছিলেন, তাঁহাৰ মৃত্যুৰ পৰা এই সমিতিৰ স্বতন্ত্ৰ সম্পাদক নিৰ্বাচিত হন নাই ।)

“ঋ” পৰিশিষ্ট ।

উপহৃত পুস্তক ও উপহারদাতাদিগেৰ নাম ।

- ১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্ৰমোহন দাস—চয়িত্ৰ-গঠন ।
- ২। " কুমাৰ সুরেন্দ্ৰচন্দ্ৰ দেব বৰ্ম্মা—আভাষ ।
- ৩। " ত্ৰাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তত্ত্বদৰ্শন ।
- ৪। " ব্ৰজসুন্দৰ সাম্যাল—আজগুণি গল্প ।
- ৫। " জ্ঞানেন্দ্ৰলাল ৱায়—প্ৰবন্ধ-লহৰী ।
- ৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত সৱসীলাল সৱকাৰ—আমাৰ জীৱন ।
- ৭। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ—মথুৰা-মাহাত্ম্যম্ ।
- ৮। " নগেন্দ্ৰনাথ বসু—কায়স্থ বিচাৰেৰ প্ৰতিবাদ ।
- ৯। " মহেন্দ্ৰনাথ দাস—মাহিষা-সিদ্ধান্ত ।
- ১০। " কানাইলাল মুখোপাধ্যায়—Hindu Society.
- ১১। " কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশীবিলাস গ্ৰন্থাবলী ।
- ১২। " ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—প্ৰেগ-তত্ত্ব ।
- ১৩। " মন্মথনাথ মৈত্ৰ—শান্তিশতকম্ ।
- ১৪। " কৃষ্ণধন তত্ত্বনিধি—তত্ত্বপ্ৰস্নন ।
- ১৫। " ভুবনেশ্বৰ মিত্ৰ—বঙ্গীয় বৈজ্ঞান্যজাতি ।
- ১৬। " বৈকুণ্ঠনাথ দাস—নাৰীৱৰ্ত্ত-মালা, সোণাৰ ছবি, কোমল-গাথা, হাসি-মুখ ।
- ১৭। ডাঃ পি, সি, ৱায়—History of the Hindu Chemistry.
- ১৮। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্ৰসেবক নন্দী—গন্ধৰ্বগিক্-তত্ত্ব ।
- ১৯। " অনুকূলচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়—ৱেজিষ্টাৰী-দৰ্পণ ।
- ২০। " প্ৰমথনাথ মল্লিক—অবকাশ-লহৰী ।
- ২১। শ্ৰীমতী নগেন্দ্ৰবালা সৱস্বতী—অমিয়-গাথা ।

- ২২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—সিদ্ধান্ত-দর্পণ।
- ২৩। ” দুর্গাচরণ রক্ষিত—কুশদ্বীপ-কাহিনী বা খাঁটুরার ইতিহাস।
- ২৪। ” গিরীশচন্দ্র ঘোষ—ভ্রান্তি।
- ২৫। ” হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—প্রেমের জয়।
- ২৬। ” হেমেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ—প্রেম।
- ২৭। ” সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ভবভূতি।
- ২৮। ” বিপিনেশ্বর সরকার—বিষাদ-গাথা।
- ২৯। ” রামজয় বাগচী—সঙ্গীত-কুসুম।
- ৩০। ” দেবেন্দ্রনাথ রায়—মন্দাকিনী।
- ৩১। ” নিখিলনাথ রায়—যুর্শিদাবাদের ইতিহাস।
- ৩২। পি, এন্ বস্তু—প্রোফেসর বোসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।
- ৩৩। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র—The Spoilt child.
- ৩৪। ” রমেশচন্দ্র বস্তু—সর্বার্থ-পূর্ণচন্দ্র (কয়েক সংখ্যা)
- ৩৫। ” স্বকুমার হালদার—শ্রীরাম-চরিত।
- ৩৬। ” পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—ভক্তি ও ভক্ত। কর্মনাশা।
- ৩৭। ” চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—উদ্ভাস্ত-প্রেম। কুঞ্জলতার মনের কথা
- ৩৮। ” রাজবল্লভ মিত্র—অনর্ঘরাজবস্তু। Elements of South Indian Palæography.
- ৩৯। ” শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—শক্তিকানন। ইন্দু। চিত্র ও বিচিত্র।
- ৪০। ” দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী—বঙ্গদর্শন (নবম বৎসর)। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী। অবধূত-গীতা।
- ৪১। ” চন্দ্রনাথ বস্তু—বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি। ত্রিধারা। পঞ্চপতি-সংবাদ। শকুন্তলাতন্ত্র। সাবিদ্রীতন্ত্র। কঃ কন্যা। হিন্দুত্ব।
- ৪২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ভারতবর্ষের ইতিহাস। বাঙ্গালীর জয়। School History of India.
- ৪৩। মুন্সী মহম্মদ রওশন আলী—আঁখি জল। অশ্রুমালা। ইসলামের সত্যতা। বিষাদ-সিদ্ধ।
- ৪৪। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর—বাজী রাও। বাঁসীর রাজকুমার। মহামতি রাগাড়ে।
- ৪৫। ” দেবেন্দ্রনাথ মন্ডী—যজ্ঞ রায়। মানস-তোষিণী।
- ৪৬। ” নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—কোচবিহারের ইতিহাস। সরল-জগদমিতি।
- ৪৭। ” নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—মুরলী-বিলাস। India's recovery. Origin of Caste.

- ৪৮ । শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—Evidence in chief of the Hon'ble Mr. S. N. Bauerjee before the Royal Commission. এই পঞ্চতন্ত্র । সনাতন বৈষ্ণব ত্রতদিন ও উৎসবাদি নির্ণয় ১ম ও ২য় সংখ্যা । গৌরাজ-মঙ্গল সঙ্গীত । বৈষ্ণবাচার দর্পণ ।
- ৪৯ । ” ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—সাবিজী । সপ্তম-প্রতিমা । বেদোরা ।
- ৫০ । ” রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রেমপাশ । কাল-পরিণয় । অনাথিনী । নাচ ।
- ৫১ । শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সিদ্ধ-দূত । ধর্মপ্রসঙ্গ । ভুবনমোহিনী । প্রতিভা ১ম ও ২য় ভাগ । আর্ঘ্যসঙ্গীত ১ম ও ২য় ভাগ, ঐ উত্তরভাগ ।
- ৫২ । রায় প্রগথনাথ চৌধুরী—আরতি । গান ।
- ৫৩ । শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু—পচার ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ । নবজীবন ১ম ও ৪র্থ বর্ষ ।
- ৫৪ । ” মনুথমোহন বসু—প্রবন্ধ-কোমুদী । শৈশব-কুসুম । বঙ্গীয় মুসলমান । তফসীর হাক্কানী । প্রচারক ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ ।
- ৫৫ । ” মহম্মদ আসাদ আলী—বাক্সালার মুসলমানগণের আদি-বৃত্তান্ত । সুরিয়া-বিষয় । দেবলা । বসন্তকুমারী-নাটক । তুরস্কের সুলতানের রাজ্য-নীতি । মানব-সুহৃদ । হাতেমতাই । অনল-প্রবাহ । অগ্নি-কুটু ।
- ৫৬ । ” জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—নাগানন্দ । দায়ে পড়ে দারগ্রহ ।
- ৫৭ । ” জীবনকৃষ্ণ আদিত্য—চাহার দরবেশ । গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যবিধি । চাক্ষুশিক্ষা । হেমচন্দ্রের কবিতাবলী । সরলার অদৃষ্ট ।
- ৫৮ । ” হিন্দুভূষণ ঘোষ—উপদেশ ও শিক্ষা । সহ । মাদক দ্রব্য-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর । হিতোপদেশ । চরিতমালা । নীতি-সন্দর্ভ । পুণ্ডসার । সামবেদ-সংহিতা । স্বপ্ন দর্শনে অভিজ্ঞান । Ranson's History of England.
- ৫৯ । শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—কুবুদ্ধি । খুচুচিত্রম্ । স্মনোহঞ্জলি । শ্রীরামভূদয়ম্ । মহাপ্রস্থানম্ । বক্তৃতা । Notes on the Drainage Scheme for India (কতকগুলি মাসিক পত্র) ।
- ৬০ । ” যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু,—ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী । দাশরথী রায়ের পাঁচালী । শ্রীরাম-রসায়ন । ফোকা দিগম্বর । শ্রীধর্ম-মঙ্গল । উৎকল-খণ্ডম্ । ভারত-উদ্ধার । হাতেম তাই (১ম খণ্ড) । হাতেম তাই (২য় খণ্ড) । গীতমালা । ত্রিকবিকল্প-চণ্ডী । কালীখণ্ড । শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল । যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ । শ্রীরাজলক্ষ্মী । রাসপঞ্চাধ্যায় ।
- ৬১ । ” হরেন্দ্রনাথ বসু—ভারত-উপতাস । শৈলেশ-নন্দিনী । ভিখারিণী । সরোজা । প্রভাবতী । শৈবলিনী । মেনকা । অশ্রু । পায়াণী । অঞ্জলী । মেঘনাথ-বধ-প্রবন্ধ । মডেল-ভগিনী । কাঞ্চনবালা । অপ্সরী মিলন । অঙ্গুরীয় বিনিময় । কাঞ্চিনী । সংসারলীলা । ছায়া-মানব । পাঁচটা মেয়ে । আমার পল্লী । দেবীবালা ।

কানন-কথা। চিনিবাসচরিতামৃত। The First Empress of the East. History of Hindu Civilisation. Margaret's Sorrows. Marmion. Essays—Social & Political. An autobiography. To the work. The works of Virgil. Basil. New India. Helligrade and other.

৬২। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত—হিন্দুশাস্ত্র (১ম ও ২য় খণ্ড)। তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণম্ পূর্বোভাগঃ, তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণম্ উত্তরো ভাগঃ। সামবেদ সংহিতা (কোথুমী শাখা) ঐ ১ম ভাগ, ঐ ৩য় ভাগ। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণম্ ১।২।৩য় কাণ্ডানি। তিত্তিরিয়ারণ্যকম্। Rig Veda (Pada Text.) শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, ১ম ষট্‌ক কৰ্ম্মযোগ। যজুর্বেদ-সংহিতা। সামবেদাচ্চিকম্। গোভিল গৃহ্যসূত্রম্। যাক্ষ—নিরুত্তম্। কোষিতক ব্রাহ্মণোপনিষৎ। ঐতরেয়ারণ্যকম্। গোপথ-ব্রাহ্মণম্। সুশ্রুত-সংহিতা। Uvasakadasd.

৬৩। " ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়—Giet Et L'enfer. A Minister of France. Barlin Society. Free Russia (Dixou). Vol I. Vol II. Vol III. Asiatic Researches. Life of Dr. Johnson. Constitutions of free and accepted Masons. Papers on the Bible. Broad Broad ocean. Our South American Cousins. The Rob boy on the Jordon. History of Ireland. Tupper's proverbial Philosophy. The French Revolution (Carlyle). The Silver Skates. Mademoiselle De la Seigliere. The hand-writing of Mr. Gladstone. Enfants D'e Donard. Michel Perrin. Russian Nihilism. Earnst-Et Fortunat on Les Jeunues Voyageurs. Adventures De Talemagne. Adrienne Leconvreux. History of Rome. The Origin of Species. On Chronic Alcoholic Intoxication. John Sterling. The Silver Question Reviewed. Murder as one of the Fine arts. The English mail Coach and other writings. Popular and Tropical World। বৈবেশিক দর্শনম্। মথিলিখিত স্মসমাচারঃ। লুকলিখিতঃ স্মসমাচারঃ। দত্তক-সীমাংসা। বৃহন্নরদীয় পুরাণম্। রসায়ন। গ্রীস ও ম্যাসি ডেনিয়ার ইতিহাস। তলবকারোপনিষৎ। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর উদ্ধার। বোহন লিখিত স্মসমাচারঃ। খৃষ্টধর্ম্ম-কোয়ুদী-সমালোচনা। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা। সাধ্য-দর্শন। ঐটেতত্ত্বচন্দ্রোদয় নাটক। শিবসংহিতা।

৬৪। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—শ্রীকান্ত-রত্নমালা। সময়-শেখর। হতভাগ্য সুরাদ। বিবেক-ধ্বনি।* মথিলিখিত স্মসমাচার। চড়ক পার্কণ। গরলে অমৃত।

ভারতেশ্বরী জিঞ্জেয়িয়া । সুখবোধ ব্যাকরণম্ (পূর্বোক্ত) । সুখবোধব্যাকরণম্
ষটকাল-সম্পর্ক । অবসর । দয়ানন্দ-চরিত । (পরোক্ত) । কবিতা-কোরক । সরল
ভূগোল-প্রকাশ । বিরদা-সঙ্গীত । পুরুষ-পরীক্ষা । কবিতা-প্রসঙ্গ । সমস্তা-কল্পলতা ।
লিপিসংগ্রহ । ঐতিহাসিক চিত্র । স্থিতি-মন্দির । ষড়দর্শন-সংবাদ । বৈশ্বরহস্তম্ ।
বিষাদশতকম্ । মালতী-মাধব । বঙ্গদেশস্থ হিন্দুসমাজ । প্রচলিত শিক্ষা-
প্রণালী-সংস্কার । নীতি-রহস্তম্ । রসায়ন-ব্যবহারিক ভূগোল । পৌরাণিক গল্প ।
প্রাকৃত ভূগোল । বিজ্ঞান-পাঠ (কতকগুলি মাসিক পত্র) The Universality
of Hinduism and Vedas. Address of Sir A. Croft at the Calcutta
University. Raja Sakhamoy Roy Bahadur's family. The Begin-
nings of Christianity. Leather Industry in India. An address of
the University of Calcutta. The Teeth. The Human Hair. Bengal
Under the Lieutenant Governor's. Vol I., Voll II.

৬৫ ।

" প্রকাশচন্দ্র দত্ত—শিখা । অশ্রুকাণ । আভাষ । রোগাতুরা বসন্ত-
কুমারী । কৰ্ম্মদেবী । যোগা । আৰ্য্যগাথা । বালা । বিষাদ । সীতার
অন্বেষণ । কল্পিপুরাণ । তুলসী-মালা । কবিতামালা । মানস-কুসুম । নীতি-
রত্নমালা । আশ্রমাবলী । বিবেকবাহা । মানবস্থ কাব্য । পত্রাষ্টক কাব্য ।
অভিমত্যা-সম্ভব কাব্য । তত্ত্ববিজ্ঞা । পিয়্যাসের ভূগোল বৃত্তান্ত । বঙ্গভাষার
ব্যাকরণ সার-সংগ্রহ । কল্যাণ-মঞ্জুসা । কীরাতার্জুনের মহাকাব্য । কালী
রহস্তম্ । The Christian Religion. মৎস্তের চাষ । প্রকৃত কথা ।
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ । রাজধর্ম্ম । গোড়ীর ভাষাতত্ত্ব । কেবল, সামুদ্রিক, স্বর,
জ্যোতিষ-সংগ্রহ । গুরুশিষ্য । প্রভাবতী । আমাদের সমাজ । রেসমতত্ত্ব ।
কবিতাকুসুমাজ্জলী । ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী । পরিণয় সংস্কার সঙ্গীতশাস্ত্র
প্রকাশিকা । বঙ্গরত্ন ১ম ভাগ । সাধবীপতি ব্রতাদিগের প্রতি উপদেশ । ধর্ম্ম-
বিজ্ঞান বীজ । নলোপাখ্যান । হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব । অন্তমিত-সূর্য নাটক । অপূর্বদল ।
মহানাটক । বঙ্গের পুনরুদ্ধার । হেমলতা নাটক । মনসা মঙ্গল নাটক । বঙ্গ-দর্পণ ।
সুশীলা-বীরসিংহ । বংশাভ্যুচরিত । ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধি । সংযুক্তা উপাখ্যান ।
শেষ বন্দীর গান । নজির সংক্ষিপ্তসার । পৃথিবীর আদি সময়ের বিবরণ । বিধবার
ব্রহ্মচর্য্য । আদিশূর ও বল্লাল সেন । রাজাবলী । বর্তমান নেপাল-রাজ্যের-ইতিবৃত্ত ।
নীতিসংকল্প । প্রবোধ-চন্দ্রিকা । হরিদাসের গুপ্তকথা । ২।৪ পর্ক । তত্ত্ববোধিনী ২য়
কল্প ৩য় ও ৪র্থ ভাগ । বেদব্যাস ১ম খণ্ড । ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলী । আয়ুর্কেন্দ্র
সম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা । রত্নগিরি ১ম পর্ক । কায়স্থ নৃপ । স্বভাব সতী । কল্পনা ৪র্থ বর্ষ
কবিতাহার । অর্য্য । দারোগার দপ্তর । (কতকগুলি মাসিক পত্র)

৬৬। **শ্রীযুক্ত বেণ্যমকেশ মুস্তকো**—ভাগ্যলক্ষী। লালকুঠী। প্রেম-পত্র। বিশালাক্ষী। রাজরাণী। পুরুষ-প্রবোধিনী। তত্ত্বপ্রকাশিকা (১ম খণ্ড), ঐ (২য় খণ্ড), ঐ (৩য় খণ্ড)। খুঁটির অঙ্ককরণ। পাঠ্যমৃত। রামকৃষ্ণের উক্তি ২য় ভাগ। রামকৃষ্ণের উপদেশ। ভারত-কুটীর। বক্তৃতার সমালোচনা। এই কি সেই ভারত। সভীব্যবহার। প্রেম-প্রবোধিনী। শিক্ষা-কোমুদী। ব্রজোপাসনা-প্রণালী। রচনাসার। সঙ্গীত-সুধাকর। বিলবিলাট। নীতি-কবিতাবলী। বাঙ্গালার ইতিহাস। স্বর্ণরেশু। দেখলে হাসি পায়। কবিতাকুসুমাজলি। প্রাকৃতিক-ভূগোল। ঐতিহাসিক পাঠ। ভারতবর্ষীয় গ্রন্থদর্শন। বেদান্তদর্শন। শ্রী। সাংখ্যদর্শন। বাসন্তী। বিজ্ঞান-কুসুম। ভারতবর্ষের ইতিহাস। কবিতা পুস্তক। রহস্য-প্রতিভা। প্রাচীনের আশা। মাণ্যপ্রদান। মানভিক্ষা। পুলিশ ও লোকরক্ষা। রীক্ষাতত্ত্ব-প্রকাশিকা। গোহত্যা ও গোরক্ষা। বায়িকী-প্রতিভা। আনন্দরহো। রাজ-জীবনী। মিবারের ইতিহাস। মহারাণী ভিক্টোরিয়া। শরীর-পালন। বিধবা-বিবাহের নিষেধক। সভ্যতার ইতিহাস। সরস্বতী-সুখোদয়। নজাৎনামা। জমিদারী-মহাজনী। লর্ড ক্লাইব। ব্রাহ্ম-বিবাহধর্ম। রঘুবংশ। ব্রজাঙ্গনা কাব্য। কৃষিতত্ত্ব। প্রবন্ধমালা। পঞ্চামৃত। সংশাসনিক-নির্ণয়। বাদবিবাদ-ভঙ্গনং। নির্মল-নলিনী। উইলিয়ম টেল। আলফ্রেডের জীবনী। বসন্তকুমারের পত্র। রুদ্রচণ্ড। বিচিত্রবীৰ্য্য। জামাই বধী। তত্ত্ববিজ্ঞা। কর্মক্ষেত্র। ক্রটস ও অ্যান্টনির বক্তৃতা। রত্নাবলী। নব-ভারত। পঞ্চাঙ্গ-প্রভাকর। শিশুরঞ্জন রামায়ণ। কবিতা-লহরী। হস্তে কথা বলিবার কৌশল। বিধবা-বিবাহ খণ্ডন। স্বাক্ষর। মহারাণা। পথ্যাদি-নির্ণয়। দুর্গাপূজা। প্রেমের পরীক্ষা। ব্যাকরণ-কোমুদী। প্রায়শ্চিত্ত। বাঙ্গালার ইতিহাস। সাহিত্য-মঙ্গল। জমীদারশ্রেণীর অবনতি। একঘরে। মহিলাবলী। ভারত-উদ্ধার। তীর্থদর্শন। সাহিত্যসার। ভূগোল-বিবরণ। কাব্য-গ্রন্থন। তীর্থবাগ্মীদের প্রতি উপদেশ। লয়লা-মজনু। সবুরে মেওয়া ফলে। দ্বাদশ গোপাল। গোপাল ও কামিনী। শতকথা। পদ্ম-সংগ্রহ। সাহিত্য-প্রবেশ। রাজভাষা। প্রাকৃতিক ভূগোল। প্রেমস্বরস হাটহুদ। রচনা-প্রবেশিকা। ব্রাহ্ম-সঙ্গীত। মাণিক-ভাণ্ডার। যুরোপ-প্রবাসীর পত্র। বাবা নানকের জীবনী। রামায়ণিক। নবশির। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান। বাঙ্গালী-চরিত। কালিদাসের গ্রন্থাবলী। আধ্যাত্মিক। অভেদী। চন্দ্রশেখর। সপ্ত-সম্বোধন। সেকাল আর একাল। পরাশর সংহিতা। শিখু। পাতঞ্জলার্থ প্রকাশ। লর্ড কেনিং। হিতোপদেশ। আপনার মুখ আপনি দেখ। রামসঙ্গীতকলা। তত্ত্বসার। আশুপ্রতিকার। বাদবন্দিনী কাব্য। পঞ্চামৃত।

বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ। দার্জিলিং ভ্রমণ। কলাপ-ব্যাকরণ ক্ষুদ্র। উপহার। চম্পুঃ। কুবক। কলির রাজ্যশাসন। ঘটচক্র। নরশরীর-বিধান। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা। বাঙ্গালা-ব্যাকরণ। স্বাস্থ্যসাধন। মুক্তবোধ ব্যাকরণম্। প্রেমবন্ধন। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা। গৌতম। কল্পা ও পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা। ককিপুরাণ। আশ্বপুরাণ। গর্ভাধান-ব্যবস্থা। হরিভক্তিবিলাসঃ। হরিশ্চন্দ্র নাটক। বৃহদ্বৈশ্বনাথপুরাণম্। হরতত্ত্বদীপ্তি। রামকৃষ্ণ অবতার কি না। রামকৃষ্ণতত্ত্ব। অষ্টাবক্র-সংহিতা। আশ্বপুরাণম্। রাজস্থানের ইতিহাস। শ্রীগোবিন্দ-মঙ্গল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। মেঘদূতম্। অধিকরণ-মালা। জীবনবেদ। নিখীল্য-রত্নাকর। আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ। ধর্ম্মবাখ্যা। বাগ্নিকীর রামায়ণ। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)। নীতিস্ববকম্। প্রমেয়-রত্নাবলী। রাজা হরিশ্চন্দ্র। চৈতন্য-চন্দ্রোদয়। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা। কলিরহস্তম্। মেটরিয় মেডিকাধ্যায়ম্। বামনাখ্যানম্। চীনের ইতিহাস। স্বপ্নদর্শন। নবোপাখ্যান। স্বরকা-বিলাস। উজ্জ্বল-সংবাদ। ভক্তিতত্ত্বসার। কুমারসম্ভব। চন্দ্রকান্ত। তুলসীদাসের রামায়ণ (বালকাণ্ড)। গোল বা ছাত্ত্বার। পতিভক্তি-প্রদায়িনী। হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্ম বিচার। কবিকঙ্কণ চণ্ডী। শ্রীমদ্ভাগবত (দশমস্কন্ধ)। বাঙ্গালার ইতিহাস। বিবাদ-ভঙ্গারব পুস্তক। জ্ঞানসুধাকর। সত্যনারায়ণের পাঁচালী। জগন্নাথ-মঙ্গল। কালীবিলাস। পারস্ত ইতিহাস। কর্ণানন্দ। ভুরকীয় ইতিহাস। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়। হংসবিলাস। অষ্টোত্তর শতনাম। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। গীতরত্ন। মহাস্ত্র এলোকেশী। রসসারগ্রন্থ। বিদ্যাপতির পদাবলী। বৈধব্যধর্ম্মোদয়। রাধাচক্র। প্রবোধ-চক্রিকা। শঙ্ক-সিদ্ধ (১২২৪ সাল)। মানভঞ্জন। মদন-মাধুরী। মনসার ভাসান। মহানাটক। জাগরণ-মালা। ভ্রমনির্গয়। কৃষ্ণকর্ণামৃত। গোবিন্দ-লীলামৃত। নারদ-সংবাদ। অদ্ভুত ক্রমায়ণ। মুক্তালতাবলী। কলি-কুতূহল। বাক্য-বিশ্বাস। কলিকাতা-কমলালয়। রসতত্ত্বসার গ্রন্থ। উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থ। দ্বিতী-সংবাদ। চাহান-দয়বেশ। অদ্ভুতাপিনী-মবকামিনী। বজ্রাভিধান। গল্প-ভক্তিতরঙ্গিনী। ব্রহ্মাণ্ড-মাহাত্ম্য। দায়ভাগ। পাতঞ্জল দর্শন। ব্যবস্থাসারসংগ্রহ। Past and Present, About in the world. History of India (Davenport). Law of Kindness. Paradise Lost Bk. I. History of my religious opinion. Lahiri's Select Poems. Cowper's Task. England and Wales. Political English Reader No I. A Grammar of the French tongue. Linear Drawing. Rasselas. Readings in English Poetry. Swami Vivekananda in Chicago. Ill-Treated Ill-Trovatore. Modern Geography. Poetical Instructor. Latin Dissectus. Campbell's Administration. Practical Geometry Introduction to Latin Poetry. First Latin Book.

Latin Prose Composition, Peace in Modern Hindu Thought. Life and Labour of Rammonoh Roy. Conversations on Human Nature, Children's Treasury of English Songs. Channing's Works. How to excel in study. Lamb's Tales from Shakespeare. History of Rome (Smith). Vanity Fair (Vol II). History of England (Selby). Ascanio. Literary souvenir Vol VIII. The Bengal Tenantry. The letters of Pliny. Our Viceregal Life in India. Vol II. Youth and Manhood of Thronton. The Fortunes of Nigel. Lessons in General Knowledge. Origin of Caste. Percy Anecdotes. History of India (Lethbridge). History of British India. Murray Samuel Johnson (E. M. Series). Imitation of Christ. The Men of the Bureau. Practical Geography. New Class Book of Geography. Irish Wit and Humour. Manual of Descriptive Geography (Ewart). The Universality of Hinduism and the Vedas (Vivekananda). A brief Memoir of Durga Charan Banerjee. A brief Survey of History, Vernacular Literature of Bengal (H. P. S.). Wheeler's India Vol II. The First Geography. Remarks on Teaching. Map-geography. (I-VI) Whispers from the Inner Life. Sir Walter Scott (E. M series). The Dictionary of Useful Knowledge.

“এ” পরিশিষ্ট ।

উপহৃত পুঁথি ও উপহারদাতাদিগের নাম ।

৬৭। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম—কৃষ্ণরাম দত্তকৃত রাধিকা-মঙ্গল। (খণ্ডিত), নিধিরাম কবিরত্ন কৃত কালিকা-মঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)। দ্বিজ যত্ননাথ কৃত শনির পাঁচালী। দ্বিজ কালিদাস কৃত সূর্য্যবত পাঁচালী (খণ্ডিত)। চম্পক কলিকা। (প্রায় নষ্ট) স্বপ্নাধ্যায়। রামাষ্টক। খঞ্জন-চলন। রাধাষ্টক। রামচন্দ্র বারমাস। নরোত্তমকৃত রাধিকার মানভঙ্গ। দ্বিজ রঘুনাথ কৃত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী (খণ্ডিত)। সত্য-পীরের পাঁচালী। ভারত-সাবিত্রী (সংস্কৃত গ্রন্থ)। ককীরচাঁদ কৃত সত্যপীরের পাঁচালী। মনসার পুঁথি (সম্ভবতঃ ঘটকবি রচিত খণ্ডিত)। শালমোনের কেছা। বারমাস প্রভৃতি (কৃত্ত কৃত্ত কবিতা-সংগ্রহ)। সুবচনীর পাঁচালী (খণ্ডিত)। লক্ষণ-বিষজর (খণ্ডিত)।

৬৮। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী—রূপমঞ্জরী স্তোত্র (সাহসবাদ)। বিদ্যানন্দর গীতা-বলী। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনা। অদ্বৈতের বাণ্যলীলা (খণ্ডিত)। বৃন্দাবন বর্ণনা (গদ্য, খণ্ডিত)। তত্ত্ববিলাপ (১০০৭ সন) প্রেমভক্তি-চক্রিকা (কিরণ স. রাধাকৃষ্ণ স্তবাবলী (জীর্ণ)।

৬৯। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—উজ্জলরস-বিবরণ। বৈষ্ণবানন্দ দাসের সেবা সংগ্রহ। রূপগোবিন্দীর চট্টপুস্তিকাঞ্জলি। নরোত্তমদাসের স্মরণ-মঙ্গল (১১৫৭) প্রসাদ-চরিত্র। কৃষ্ণদাসকৃত গোবিন্দ-মঙ্গল। ভক্তিচিন্তামণি। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলান্তর্গত উদ্ধব-সংবাদ।

“ট” পরিশিষ্ট ।

বিনিময়ে ও উপহারে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রের

তালিকা ।

DAILY

- ১। Statesman.
- ২। Amrita Bazar Patrika.
- ৩। Indian Mirror.
- ৪। People & Pratibasi.

BI-WEEKLY

- ৫। Bengalee,

সাপ্তাহিক ।

- ৬। বঙ্গবাসী। ৭। সঙ্গীবনী। ৮। বসুমতী। ৯। হিতবাদী। ১০। সমর।
- ১১। প্রতিবাসী। ১২। আনন্দবাজার-পত্রিকা। ১৩। অমৃতসন্ধান। ১৪। বঙ্গভূমি।
- ১৫। নবযুগ। ১৬। রক্তালয়। ১৭। মিহির ও সুধাকর। ১৮। হিন্দুরঞ্জিকা।
- ১৯। মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী। ২০। বাঁকুড়া-দর্পণ। ২১। এডুকেশন গেজেট। ২২। বঙ্ক-মান-সঙ্গীবনী। ২৩। মেদিনী-বান্ধব। ২৪। মানভূম। ২৫। চাক্রমিহির। ২৬। পরিদর্শক। ২৭। Reis and Rayyet. ২৮। Unity and Minister, ২৯। Indian Empire, ৩০। The Indian Messenger. ৩১। New India. ৩২। Commercial Gazette. ৩৩। Indian Nation.

পাক্ষিক ।

- ৩৪। উদ্বোধন। ৩৫। ধর্মতত্ত্ব।

মাসিক ।

৩৬. Calcutta University Magazine. ৩৭। Journal of the Mahabodhi Society. ৩৮। তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা। ৩৯। ভারতী। ৪০। জন্মভূমি। ৪১। বঙ্গদর্শন। ৪২। নব্যভারত। ৪৩। সমালোচনী। ৪৪। প্রদীপ। ৪৫। মুকুল। ৪৬। প্রবাসী। ৪৭। অন্তঃপুর। ৪৮। তিব্বৎ-দর্শণ। ৪৯। বামাবোধিনী-পত্রিকা। ৫০। নবপ্রভা। ৫১। প্রকৃতি। ৫২। সাহিত্য। ৫৩। কুবক। ৫৪। ত্রিগৌরাদ-পত্রিকা। ৫৫। মহা-জনবন্ধু। ৫৬। দারোগার দপ্তর। ৫৭। সঙ্গীত-প্রকাশিকা। ৫৮। হিন্দুপত্রিকা। ৫৯। উৎকল সাহিত্য। ৬০। বিশ্বজীবন। ৬১। মহাশক্তি। ৬২। পূর্ণিমা। ৬৩। আরতি। ৬৪। শিল্প ও সাহিত্য। ৬৫। নব-প্রতিভা। ৬৬। বাহুব। ৬৭। শিবপুর-কলেজ-পত্রিকা। ৬৮। কল্যাণী। ৬৯। বীরভূমি।

“৫” পরিশিষ্ট ।

লুপ্ত ও বর্তমান বাঙ্গালী সাময়িক পত্রের সংগৃহীত খণ্ডগুলির তালিকা ।

নাম ।	প্রকাশের সময় ।	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম ।	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে ।
অগ্রলি	১৩০৫ বৈশাখ, মাসিক	—	১ম বর্ষ সম্পূর্ণ ।
অণুবীক্ষণ	১২৮২ শ্রাবণ, "	—	ঐ "
অদৃষ্ট	১৩০৩ ঐ "	শ্রীমমগন্ধ্য চট্টোপাধ্যায়,	ঐ "
অমূল্যলন	১৩০১ আশ্বিন, "	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধি,	ঐ "
অমূল্যসন্ধান	১২৯৪, ১৩শ্রাবণ, পাক্ষিক	শ্রীহরীদাস সাহিড়ী,	ঐ "
ঐ	১২৯৭, ১৫ ঐ "	ঐ	৪র্থ বর্ষ "
ঐ	১২৯৮, ১৫ ঐ "	ঐ	৫ম বর্ষ "
ঐ	১৩০০, ১৫ বৈশাখ "	শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানজ,	
		এম, আর, এ, এম,	৭ম বর্ষ "
ঐ	১৩০১ জ্যৈষ্ঠ হইতে সাপ্তাহিক	—	৮ম ঐ "
ঐ	১৩০৪, ৩রা আষাঢ় পাক্ষিক	—	১১শ ঐ "
ঐ	১৩০৭, ৬ই বৈশাখ "	—	১৩শ ঐ "
অন্তঃপুর	১৩০৪ মাঘ মাসিক	শ্রীমতী বনলতা দেবী,	১ম ঐ "
ঐ	১৩০৫ " "	ঐ	২য় ঐ "
ঐ	১৩০৬ " "	ঐ	৩য় ঐ "

নাম ।	প্রকাশের সময় ।	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম ।	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে ।
আরতি	১৩০৭	আবাত্ত মাসিক শ্রীউমেশচন্দ্র বিহার্য,	১ম খণ্ড সম্পূর্ণ
আর্যদর্শন	১২৮৩	বৈশাখ " শ্রীবোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
		বিভাত্যভূষণ, এম্ এ,	৩য় খণ্ড "
ঐ	১২৮৫	" " ঐ	৫ম ঐ "
ঐ	১২৮৮	" " ঐ	৭ম ঐ "
আশা	১৩০০	মাঘ " (ব্রাহ্ম সনৎ ৬৩)	১ম ঐ "
ইসলাম-প্রচারক	১৮৯৯	জুলাই " শ্রীমহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ	৩য় বর্ষ "
উৎকল সাহিত্য	১৩০৫	(বিলারতী) "	২য় ভাগ "
উৎসাহ	১৩০৫	বৈশাখ " শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা,	২য় বর্ষ "
ঐ	১৩০৬	" " —	৩য় ঐ "
উদ্বোধন	১৩০৫	মাঘ পাক্ষিক স্বামী ত্রিগুণাতীজানন্দ,	১ম ঐ "
ঐ	১৩০৬	" " ঐ	২য় ঐ "
ঐ	১৩০৭	" " ঐ	৩য় ঐ "
ঋষি	১৩০৫	আবাত্ত মাসিক শ্রীরামচন্দ্র বিত্তাবিনোদ,	১ম ঐ "
ঐ	১৩০৬	" " ঐ	২য় ঐ "
ঐতিহাসিক চিত্র	১৩০৫	পৌষ ত্রৈমাসিক শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,	(১ম খণ্ডের ৩ সংখ্যা)
কর্ণধার	১২৯৫	অগ্রহায়ণ, মাসিক শ্রীহারিচন্দ্র রক্ষিত,	২য় বর্ষ সম্পূর্ণ ।
কল্পকুম	১২৮৬	ভাদ্র " শ্রীস্বরকানাথ বিভাত্যভূষণ,	১ম খণ্ড "
ঐ	১২৮৭	" " ঐ	৩য় ঐ "
কল্পনা	১২৯৩	বৈশাখ " শ্রীহরিন্দ্রাস বন্দ্যোপাধ্যায়,	৪র্থ বর্ষ "
কল্যাণী	১৩০৮	জ্যৈষ্ঠ " শ্রীবিবেকধর মুখোপাধ্যায়,	১ম ঐ "
কাকালের ব্রহ্মাণ্ড-বেদ	১৩০৩	" কাকাল ফিকিরচাঁদ ফকীর (৬ছরিনাথ মজুমদার,	১ম ভাগ সম্পূর্ণ ।
কোমলিন	১৩০৫	আবাত্ত " মুল্লী এস, কে, এম্, রওশনআলী	১ম খণ্ড "
ক্রিকিৎসক	১২৯৬	মাঘ " শ্রীবিনোদবিহারী সায়,	১ম ঐ "
ক্রিকিৎসক ও সমালোচক	১৩০২	মাঘ " শ্রীসত্যকৃষ্ণ সায়,	২য় " "
ক্রিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীক্ষণ			
	১৩০১	বৈশাখ " শ্রীস্বরকানাথ মুখোপাধ্যায়.	১ম খণ্ড "
ঐ	১৩০২	" " " " "	২য় " "
ঐ	১৩০৩	" " " " "	৩য় " "

নাম	প্রকাশকের সময়	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড
			সংগৃহীত হইয়াছে।
চিকিৎসা-সম্মিলনী ১২৯৮ বৈশাখ	মাসিক	শ্রীঅরিনাশচন্দ্র কবিরঙ্গ,	৮ম বর্ষ „
ছায়া	১৩০৭ „ „	(সাহিত্য সেবকমণ্ডলী সম্পাদিত),	১ম „ „
অন্নভূমি	১২৯৮ পৌষ „	(বঙ্গবাসী কার্যালয়),	২য় ভাগ „
ঐ	১২৯৯ „ „	ঐ	৩য় „ „
ঐ	১৩০০ „ „	ঐ	৪র্থ „ „
ঐ	১৩০১ „ „	ঐ	৫ম „ „
ঐ	১৩০২ „ „	ঐ	৬ষ্ঠ „ „
ঐ	১৩০৩ „ „	ঐ	৭ম „ „
ঐ	১৩০৪ পৌষ „	ঐ	৮ম „ „
ঐ	১৩০৭ আশ্বিন „	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রকাশক),	৯ম „ „
জ্যোতিরিন্দ্র	১৮৬৯ জুলাই „	(কলিকাতা ট্রাঙ্ক সোসাইটি)	১ম খণ্ড „
জ্ঞানভূষণ	১২৮২ অগ্রহায়ণ „	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস,	৪র্থ „ „
তত্ত্ব-কৌমুদী	১৮০৫ শক	পাক্ষিক (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ)	৬ষ্ঠ „ „
„	১৮০৮ „ „	„	৮ম „ „
„	১৮০৯ „ „	„	১০ম „ „
„	১৮১০ „ „	„	১১শ „ „
„	১৮১১ „ „	„	১২শ „ „
„	১৮১২ „ „	„	১৩শ „ „
„	১৮১৫ „ „	„	১৬শ „ „
তত্ত্ববোধিনী	১৭৭১ „ „	(তত্ত্ববোধিনী সভা)	৩য় ভাগ ২য় কল্প
„	১৭৭৫ „ „	„	৩য় ভাগ ৩য় কল্প
„	১৭৭৬ „ „	„	৪র্থ ভাগ ৩য় কল্প
„	১৭৭৭ „ „	„	১ম ভাগ ৪র্থ কল্প
„	১৭৭৮ „ „	„	২য় ভাগ ৪র্থ কল্প
„	১৭৭৯ „ „	„	৩য় ভাগ ৪র্থ কল্প
„	১৭৯২ „ „	„	৪র্থ ভাগ ৭ম কল্প
„	১৭৯৩ „ „	„	১ম ভাগ ৮ম কল্প
„	১৭৯৪ „ „	„	২য় ভাগ ৮ম কল্প
„	১৭৯৫ „ „	„	৩য় ভাগ ৮ম কল্প
„	১৭৯৬ „ „	„	৪র্থ ভাগ ৮ম কল্প

নবম বার্ষিকী কার্য-বিবরণী ।

২৫/১

নাম	প্রকাশকের সময়	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে ।
ডাক্তাবোধিনী	১৭৯৭ বৈশাখ	মাসিক (ডাক্তাবোধিনী সভা)	১ম ভাগ ৯ম কল্প
"	১৭৯৮ "	" "	২য় " "
"	১৭৯৯ "	" "	৩য় " "
"	১৮০০ "	" "	৪র্থ " "
"	১৮০১ "	" "	১ম " ১০ম কল্প
"	১৮০২ "	" "	২য় " "
"	১৮০৩ "	" "	৩য় " "
"	১৮০৪ "	" "	৪র্থ " "
"	১৮০৫ "	" "	১ম " ১১শ কল্প
"	১৮০৬ "	" "	২য় " "
"	১৮০৭ "	" "	৩য় " "
"	১৮০৮ "	" "	৪র্থ " "
"	১৮০৯ "	" "	১ম " ১২শ কল্প
"	১৮১০ "	" "	২য় " "
"	১৮১১ "	" "	৩য় " "
"	১৮১৩ "	" "	১ম " ১৩শ কল্প
"	১৮১৪ "	" "	২য় " "
"	১৮১৭ "	" "	১ম " ১৪শ কল্প
"	১৮১৮ "	" "	২য় " "
"	১৮১৯ "	" "	৩য় " "
"	১৮২০ "	" "	৪র্থ " "
"	১৮২১ "	" "	১ম " ১৫শ কল্প
"	১৮২২ "	" "	২য় " "
"	১৮২৩ "	" "	৩য় " "
ডাক্তরজরী (পূর্বপর্ষ্যার)	১২৯২ শ্রাবণ	মাসিক শ্রীরামচন্দ্র দত্ত,	১ম ভাগ সম্পূর্ণ ।
"	" ১২৯৩ "	" "	২য় " "
"	(নবপর্ষ্যার) ১৩০৪ বৈশাখ	" (রামকৃষ্ণ সেবকমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত ।)	১ম " "
"	" ১৩০৬ "	" "	৩য় " "
"	" ১৩০৭ "	" "	৪র্থ " "

নাম	প্রকাশকের নাম	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
বিশ্ববর্নন	ইং ১৮৮৮ এপ্রেল হইতে মার্চ ১৮১৯ এবং ১৮২০ জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ১৮২০	কলিকাতা কুলরুফ সোসাইটি,	
দাসী	ইং ১৮৯৫ জানুয়ারী	মাসিক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,	৪র্থ ভাগ সম্পূর্ণ।
"	১৮৯৬	" "	৫ম " "
"	১৮৯৭	" " শ্রীগোবিন্দনাথ ঙ্গ এম্ এ ও শ্রীমহেশচন্দ্র ভৌমিক বি এ	৬ষ্ঠ " "
"	১৮৯৮	" "	৭ম " "
"	১৯০১	" "	৯ম " "
ধরনী	১৯০১	মাস " শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১ম ভাগ
ধর্মতত্ত্ব	১৮০৮	পাক্ষিক (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ)	২২শ ভাগ
"	১৮২১	" "	২৫শ ভাগ
"	১৮২২	" "	৩৬শ ভাগ
ধর্মবন্ধ	১২২০	মাসিক —	৩য় ভাগ
নবপ্রভা	১৯০৭	কান্তন " শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম্ এ, বি এল, ও শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়, বি এল্	১ম খণ্ড "
"	১৯০৮	" "	২য় " "
নবজীৱন	১২২১	প্রাবণ " শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার,	১ম ভাগ "
"	১২২২	" "	২য় ভাগ "
"	১২২৪	" "	৩র্থ ভাগ "
নব্যভারত	১২২০	বৈশাখ " শ্রীজীবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী,	১ম ভাগ "
"	১২২২	" "	১০ম ভাগ "
"	১৩০০	" "	১১শ ভাগ "
"	১৩০২	" "	১৩শ ভাগ "
"	১৩০৩	" "	১৪শ ভাগ "
"	১৩০৪	" "	১৫শ ভাগ "
"	১৩০৫	" "	১৬শ ভাগ "
"	১৩০৬	" "	১৭শ " "
"	১৩০৭	" "	১৮শ " "
"	১৩০৮	" "	১৯শ " "

নবম ধার্মিক কার্য-বিবরণী।

২৫/০

নাম।	প্রকাশের সময়।	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম।	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইরাছে।
নলিনী ১২৮৮	মাসিক	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	২য় পত্রব. "
নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা	"	"	তিনরা ভাগ "
নির্দালা ১৩০৮ আশ্বিন	"	শ্রীরাধেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৪র্থ বর্ষ
পদ্মা ১৩০৭ বৈশাখ	"	শ্রীকৃষ্ণন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ও	
		শ্রীশ্রামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি ওয় ভাগ,	
পরিচারিকা ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ	"	—	১ম " "
" ১২৮৬ "	"	—	১ম " "
" ১২৮৭ "	"	—	৩য় " "
" ১২৮৮ "	"	—	৪র্থ ভাগ (অসম্পূর্ণ)
" ১২২০ হইতে ১২২৪ বৈশাখ	"	—	৫ম হইতে ২ম ভাগ
" ১২২৫ হইতে ১২২৮ "	"	—	১০ম হইতে ১২শ "
পূণ্য ১৩০৪ আশ্বিন	"	শ্রীমতী প্রজ্ঞানন্দারী দেবী	১ম বর্ষ
" ১৩০৫ "	"	"	২য় বর্ষ
পূর্ণিমা ১৩০১ বৈশাখ	"	"	২য় ভাগ
" ১৩০৫ "	"	"	৬ষ্ঠ ভাগ
" ১৩০৬ "	"	"	৭ম ভাগ
" ১৩০৭ "	"	"	৮ম ভাগ
" ১৩০৮ "	"	"	৯ম ভাগ
প্রকৃতি (১) ১৩০৮ "	"	"	২য় ভাগ
প্রকৃতি-বিজ্ঞান ১২২৮ তাত্র	"	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন	১ম ভাগ বিজ্ঞান খণ্ড
প্রজয় ১২২০ শ্রাবণ	"	শ্রীরাখালচন্দ্র বল্লভোপাধ্যায়	১ম বৎসর
" ১২২১ "	"	"	২য় বৎসর
" ১২২২ "	"	"	৩য় বৎসর
" ১২২৫ বৈশাখ	"	"	৪র্থ বৎসর
প্রচারক ১৩০৬ মাঘ	"	মধু মিত্র	২য় বর্ষ
" ১৩০৭ "	"	"	৩য় বর্ষ
প্রতিভা ১২৮৯ "	"	শ্রীবেণীমাধব দত্ত ও	
		শ্রীব্যোমকেশ মুস্তাকী	১ম বর্ষ
প্রতিভা ১২৯৭ বৈশাখ	"	শ্রীবামদেবদত্ত ও	
		শ্রীশ্রামলাল গোস্বামী	১ম বর্ষ

নাম ।	প্রকাশের সময় ।	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম ।	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে ।
প্রদীপ ১৩০৪	পৌষ	মাসিক	শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১ম বর্ষ
প্রবাহ ১১৮৯	বৈশাখ	"	শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় ১ম খণ্ড
প্রভা ১৩০৭	"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ১ম খণ্ড
প্রবাস ১৮৯৯	জানুয়ারী	"	" ১ম বর্ষ
" ১৯০০	"	"	" ২য় বর্ষ
বঙ্গদর্শন ১২৮০	বৈশাখ	"	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১ম খণ্ড
" ১২৮১	"	"	" ৩য় খণ্ড
" ১২৮৪	"	"	" ৫ম খণ্ড
" ১২৮৫	"	"	" ৬ষ্ঠ খণ্ড
" ১২৮৮	"	"	শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ৮ম খণ্ড (৬সংখ্যায় সমাপ্ত)
" ১২৮৯	"	"	" ৯ম খণ্ড
" ১৩০৮	" (নবপঞ্চম্যায়)	"	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১ম বর্ষ
বঙ্গবন্ধু ১৮৮৬	অক্টোবর	"	শ্রীবরদাচরণ ঘোষ ৫ম খণ্ড
বঙ্গমহিলা ১২৮২	বৈশাখ	"	শ্রীভুবনমোহন সরকার ১ম খণ্ড
" ১২৮৩	"	"	" ২য় খণ্ড
" ১২৮৪	"	"	" ৩য় খণ্ড
বঙ্গভক্ত ১২৮০	"	"	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত ১ম খণ্ড
" ১২৮১	"	"	" ২য় খণ্ড
বান্ধব ১২৮১	আষাঢ়	"	শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ ১ম খণ্ড
" ১২৮২	"	"	" ২য় খণ্ড
" ১২৮৩	"	"	" ৩য় খণ্ড
" ১২৮৪	"	"	" ৪র্থ খণ্ড
বামাবোধিনী ১২৭০	ভাদ্র	"	শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত ১ম ভাগ ১ম খণ্ড
ঐ ১২৭১	"	"	ঐ ১ম ভাগ ২য় খণ্ড
ঐ ১২৭২	শ্রাবণ	"	ঐ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড
ঐ ১২৭৩	বৈশাখ	"	ঐ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড
ঐ ১২৯১	"	"	ঐ ৩য় কল্প ২য় ভাগ
ঐ ১২৯৩	"	"	ঐ ৩য় কল্প ৩য় ভাগ
ঐ ১২৯৪	"	"	ঐ ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ
ঐ ১২৯৫	"	"	ঐ ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

নাম	প্রকাশকের সময়	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে ।
বামাবোধিনী	১৩০০ বৈশাখ	মাসিক শ্রীভৈরবচন্দ্র দত্ত	৫ম কল্প ২য় ভাগ
"	১৩০১ "	" "	৫ম কল্প ৩য় ভাগ
"	১৩০২ "	" "	৫ম কল্প ৪র্থ ভাগ
"	১৩০৩ "	" "	৬ষ্ঠ কল্প ১ম ভাগ
"	১৩০৪ "	" "	৬ষ্ঠ কল্প ২য় ভাগ
"	১৩০৫ "	" "	৬ষ্ঠ কল্প ৩য় ভাগ
"	১৩০৬ "	" "	৭ম কল্প ১ম ভাগ
"	১৩০৮ "	" "	৭ম কল্প ২য় ভাগ
বিকাশ	১৩০৬ "	ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্তী	১ম ভাগ
বিশ্বজনীন	১৩০৭ "	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১ম বর্ষ
বিজ্ঞান-দর্পণ	১২৯১ বৈশাখ	শ্রীবীরেশ্বর পাণ্ডে	২য় ভাগ
বিদ্যোদয়	১৮৯৭ জাহ্নবীরী	শ্রীজীবীকেশ শাস্ত্রী	২৬শ ভাগ
"	১৮৯৮ "	" "	২৭শ ভাগ
"	১৯০০ "	" "	২৯শ ভাগ
বিবিধার্থ-সংগ্রহ	১৭৭৩ কার্তিক	শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র ।	১ম খণ্ড
"	১৭৭৪ "	" "	২য় খণ্ড
"	১৭৭৫ চৈত্র	" "	৩য় খণ্ড
"	১৬৭৯ বৈশাখ	" "	৪র্থ খণ্ড
"	১৭৮০ "	" "	৫ম খণ্ড
বিজ্ঞাপ্তি	গোবিন্দ ৪১০১৮১১	পাক্ষিক শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী ।	৬ষ্ঠ বর্ষ
"	" ৪১১১৮১২	" শ্রীশ্রামলাল গোস্বামী ।	৭ম বর্ষ
"	" ৪১২১৮১৩	" "	৮ম বর্ষ
বীণাপাদি	১৩০১ বৈশাখ	মাসিক শ্রীরামগোপাল সেন ।	২য় খণ্ড
"	১৩০২ "	" "	৩য় খণ্ড
"	১৩০৩ "	" "	৪র্থ খণ্ড
"	১৩০৪ "	" "	৫ম খণ্ড
"	১৩০৫ "	" "	৬ষ্ঠ খণ্ড
বীরভূমি	১৩০৬ কার্তিক	" শ্রীনীলরতন যুথোপাধ্যায়,	১ম বর্ষ
"	১৩০৭ "	" "	২য় বর্ষ
বেদব্যাস	১২১৩ বৈশাখ	" শ্রীভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	১ম বর্ষ

নাম	প্রকাশকের সময়	প্ৰকাশক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
"	১২৯৯	"	৭ম বর্ষ
"	১৩০০	"	৮ম বর্ষ
"	১৩০২	"	১০ম বর্ষ
বৈদ্যিকতত্ত্ব	১২৯০	(ভাহিরপুর)	১ম ভাগ
ভারত	১২৯১ ফাল্গুন	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	১ম খণ্ড
ভারতী	১২৮৪ বৈশাখ	শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর,	১ম ভাগ
"	১২৮৭	"	৪র্থ ভাগ
"	১২৮৯	"	৬ষ্ঠ ভাগ
"	১২৯০	"	৭ম ভাগ
ভারতী ও বালক	১২৯৩	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী,	১০ম ভাগ
"	১২৯৫	"	১২শ ভাগ
"	১২৯৬	"	১৩শ ভাগ
"	১২৯৭	"	১৪শ ভাগ
"	১২৯৮	"	১৫শ ভাগ
"	১২৯৯	"	১৬শ ভাগ
"	১৩০০	"	১৭শ ভাগ
"	১৩০১	"	১৮শ ভাগ
"	১৩০২	শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী,	১৯শ ভাগ
"	১৩০৩	"	২০শ ভাগ
"	১৩০৪	"	২১শ ভাগ
"	১৩০৫	শ্রীবীজনাথ ঠাকুর,	২২শ ভাগ
মহাজন-বহু	১৩০৭ ফাল্গুন	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাণি,	১ম ভাগ
মহিলা	১৩০৪ শ্রাবণ	—	৩য় ভাগ
মুকুল	১৩০৫ বৈশাখ	—	৪র্থ ভাগ
"	১৩০৬	—	৫ম ভাগ
মুখ্য	১৩০০	শ্রীচাক্রক্স রায়,	১ম বর্ষ
শিশুসুশ্রী	১২৯৩	—	১ম ভাগ
"	১২৯৪	—	(প্রথম চারিসংখ্যা পর্যন্ত)
শিশু-পরিচয়	১২৯৬	শ্রীমদ্রত্ন চৌধুরী,	১ম ভাগ

নবম বার্ষিকী কার্য-বিবরণী ।

৩৮০

নাম	প্রকাশকের সময়	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে ।
শিক্ষাপরিচর	১২২৭ বৈশাখ	মাসিক শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী,	২য় ভাগ
"	১২২৮ "	" "	৩য় ভাগ
"	১৩০০ "	" "	৫ম ভাগ
শ্রীগোড়ভূমি	১৩০৮ "	শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ,	১ম খণ্ড সম্পূর্ণ ।
শ্রীগোরাঙ্গ-পত্রিকা	১৩০৭ ফাল্গুন	" শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র,	১ম ভাগ
সখা ও সাথী	১৩০১ "	" শ্রীভুবনমোহন রায়,	১০ম ভাগ
"	১৩০২ "	" "	১১শ ভাগ
সখী	১৩০৭ মাঘ	" —	১ম ভাগ
সঙ্গীত-প্রকাশিকা	১৩০৮ আশ্বিন	" শ্রীজ্যোতির্মিত্রনাথ ঠাকুর	১ম খণ্ড
সংসদ	১৩০২ মাঘ	" শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,	২য় ভাগ
সংসদ	১৩০৩ মাঘ	" শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,	৩য় ভাগ
"	১৩০৫ "	" "	৫ম ভাগ
সর্বার্থ-পুর্ণচন্দ্র	১২৬৪	মাসিক শ্রীমুক্তারাম বিজ্ঞানবাগীশ	১ম খণ্ড
"	"	" "	২য় "
"	"	" "	৩য় "
সহচরী	১২৯৩ আষাঢ়	" শ্রীবীরেশ্বর পাণ্ডে	১ম ভাগ
"	১২৯৩ আষাঢ়	" "	২য় ভাগ
সংস্কৃত-চন্দ্রিকা	১৮১৬ শক	" শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত	৩য় ভাগ
"	১৮২২।১৮২৩ শক	" "	৮ম ভাগ
সাধনা	১২৯৮।২৯	" শ্রীস্বধীনান্দ ঠাকুর	১ম বর্ষ ১ম ভাগ
"	১২৯৯	" "	" " ২য় ভাগ
"	১২৯৯।১৩০০	" "	২য় বর্ষ ১ম ভাগ
"	১৩০০ "	" "	২য় বর্ষ ২য় ভাগ
"	১৩০০।১৩০১ "	" "	৩য় বর্ষ ১ম ভাগ
"	১৩০১।১৩০৩ "	" শ্রীবীরেশ্বরনাথ ঠাকুর	৪র্থ বর্ষ ১ম ভাগ
"	১৩০৩ "	" "	৪র্থ বর্ষ ২য় ভাগ
সাহিত্য	১৩০২ বৈশাখ	" শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৬ষ্ঠ ভাগ
"	১৩০৪ "	" "	৮ম ভাগ
"	১৩০২ "	" "	১০ম ভাগ
"	১৩০৭ "	" "	১১শ ভাগ

নাম	প্রকাশকের সময়	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।
"	১৩০৮ "	"	১২শ ভাগ
সাহিত্য-কল্পদ্রুম	১২৯৬ "	শ্রীমুরেশ সমাজপতি	১ম ভাগ
"	১২৯৯ "	ব্যোমকেশ মুস্তফী	২য় ভাগ
সাহিত্যসংহিতা	১৩০৭ বৈশাখ	মাসিক শ্রীমুসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	১ম খণ্ড সম্পূর্ণ।
"	১৩০৮ "	"	২য় খণ্ড
সাহিত্যসেবক	১৩০২ পৌষ	"	১ম ভাগ
"	১৩০৩ "	"	২য় ভাগ
"	১৩০৪	"	৩য় ভাগ দুই সংখ্যামাত্র
সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার	"	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	১ম ভাগ
সুবোধিনী	১২৯৭	"	২য় ভাগ
"	১২৯৮	"	২য় ভাগ
হাস্য	১৩০৫	"	২য় খণ্ড
"	১৩০৬ বৈশাখ	"	২য় খণ্ড
"	১৩০৭	"	৪র্থ খণ্ড
"	১৩০৮	"	৫ম খণ্ড
হরিভক্তি	১৩০৬ ভাদ্র	"	১ম খণ্ড
হিতৈষী	১৩০৫ পৌষ	"	৫ম বর্ষ
হিন্দুদর্শন	১২৮৮ ভাদ্র	"	২য় খণ্ড
হিন্দু পত্রিকা	১৩০৪	"	৫ম বর্ষ
"	১৩০৬	"	৬ষ্ঠ বর্ষ
"	১৩০৭	"	৭ম বর্ষ

ইংরাজি সাময়িক পত্র

The Dwan	1900	S. C. Mukherjee	Vol IV.
Brahmavadin	1900-1901	"	Vol VI.
The Bruhmacharin	1900	Y. N. Mazoamdar	Vol I.
"	1901	"	Vol II.
Journal of the Boddhist Text Society	1897	S. C. Das	Vol V.

নবম বার্ষিকী কার্য-বিবরণী ।

৩।০

নাম	প্রকাশকের সময়	সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম ।	কোন কোন খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে ।
The Calcutta University Magazine	1895	"	Vol II.
"	1896	"	Vol III
"	1897	"	Vol IV.
"	1898	"	Vol V.
"	1899	"	Vol VI.
"	1900	"	Vol VII.
"	1901	"	Vol VIII.
The Bengal Magazine	1875	Rev. Lalbehari De.	Vol III.
The Mukherjee's "	1873	Dr S. C. Mukherjee	Vol I (New Series)
"	1875	"	Vol III "
The National "	1888	Kaliprasanna De.	Vol II. "
"	1889	"	Vol III "
"	1890	"	Vol IV "
"	1893	"	Vol VII "
"	1894	"	Vol VIII "
"	1896	"	Vol X "
"	1897	"	Vol XI "
"	1898	"	Vol XIII "
"	1899	"	Vol XIII "
"	1900	"	Vol XIV "
"	1901	"	Vol XV "

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার লুপ্ত সাময়িক পত্র সংগৃহীত হইয়াছে । তাহাদের খণ্ড বা ভাগ এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় তাহাদের নাম মাত্র প্রকাশিত হইল । এমন অনেক পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, যাহার ১, ২, ৩ বা আরও কয়েক সংখ্যামাত্র বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে । কোন কোন পত্রের নমুনাস্বরূপ এক সংখ্যা মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর বাহির হইয়াছিল কি না বা পাওয়া যাইবে কি না, জানা যায় না, সুতরাং নমুনাস্বরূপ সেই এক সংখ্যাই রাখা গিয়াছে ।

অমূল্যলন (২য়)	চিকিৎসা-কল্পক্রম	বঙ্গরবি	শোভা (১ম)
অমূল্যলন (৩য়)	জাহ্নবী	বরভ	শোভা (২য়)
অমূল্যলন ও পুরোহিত	জ্যোতি	বালাক	শ্রীচৈতন্ত-পত্রিকা
আচার্য	তৃপ্তি	বালাকবন্ধ	শ্রীসনাতন
আনন্দ	ত্রিশোভা	বাসনা	ভ্রামচাঁদ
আয়ুর্বেদ-সঙ্গীতনী	দীপিকা	বিকাশ	সঙ্গিনী

আর্য্যপ্রতিভা	নববলিনী	বিজ্ঞান-দর্পণ	সজ্জন তোষণী
আর্য্যসম্বাদ-সম্পত্তি	নববিধান	বিশ্বদর্পণ	সনাতন-ধর্ম্মকণা
আলো	পাক্ষিক-সমালোচক	বিভা	সমাজ ও সাহিত্য
আলোচনা (১ম)	পারিজাত	ভারতভূমি	সমাজরঞ্জন
আলোচনা (২য়)	পুষ্পহার	ভারত-সুহৃৎ	সাবিত্রী
উদীপনা (১ম)	পূর্ণশশী	ভাস্কর	সুচিন্তা
উদীপনা (২য়)	প্রকৃতিরঞ্জন	মজলিস্	স্বলভ-পত্রিকা
কর	প্রজাপতি	মধ্যস্থ	সেবক
কান্তি	প্রতিনিধি	মালঞ্চ	হরবোলা-ভাঁড়
কান্টিকর-দর্পণ	প্রহর	মুকুলমালা	হালিসহর-পত্রিকা
গোপাল-ভাঁড়	বঙ্গজীবন	লক্ষ্মী-স্বরসতী	হিন্দু-সুহৃৎ

“ড” পরিশিষ্ট ।

৩রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের

জন্য প্রতিশ্রুত সাহায্য-তালিকা ।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
রায় শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস গুপ্ত বাহাহর	২০
“ “ প্রাণশঙ্কর চৌধুরী	} ১৫
“ “ পার্শ্বতীশঙ্কর চৌধুরী	
কুমার “ পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় (জেমো রাজবাটা)	১০
“ “ শরদিন্দুনারায়ণ রায় (ঐ)	৫
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী, এম্ এ	৫
“ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্	৫
“ কেশবচন্দ্রনাথ বসু	৫

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ	১
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্	২
“ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ	২
“ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী	২
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ	২
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	২
স্বাম শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর	২
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল	২
“ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ	২
“ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	২
“ গোবিন্দলাল দত্ত	২
“ ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি এ	২
“ সুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্ এ	২
“ কিরণচন্দ্র দত্ত	২
“ প্রমথনাথ দত্ত	২
“ ব্যোমকেশ মুস্তফী	২
“ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২
“ সত্যীশচন্দ্র পাল চৌধুরী	২
“ আনন্দময় মিত্র	২
“ বরদাকান্ত ঘোষ	২
“ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী	২
৬চাকচন্দ্র ঘোষ	২
	১২১

“চ” পরিশিষ্ট।

১৩০৯ সালের আয়ব্যয় বিবরণ।

আয়—

টাকা	২৪৭২৥০
প্রবেশিকা	৫২
পুস্তক ও পত্রিকা-বিক্রয়	৩৭৥৮/০
বিবিধ আয়	১৮/০
এককালীন দান	৬৫৭
হাওলাত	৩৩৬

মোট—৩৬১০।০

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্ধৃত	৩১৩৮/০
বর্তমান বর্ষের আয়	৩৬১০।০
	৩২২৩৥৮/০
বাদ বর্তমান বর্ষের ব্যয়	৩৭৮৫৮/১৫
ধনরক্ষকের হস্তে উদ্ধৃত আছে	১৩৮৥০
পরীক্ষার দেখা গেল হিসাব পরিপূর্ণ।	

শ্রীবাণীনাথ নন্দী ও

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

ব্যয়—

ডাকমাণ্ডল	২৭১।১০
কাগজ খরিদ	৩৫১৫৫
পত্রিকা-মুদ্রণ	৩২৮৮০
গ্রন্থাবলী-মুদ্রণ	২২২৮/১০
বিবিধ-মুদ্রণ	৫৥০
দপ্তর সরঞ্জামী	৫০৥৮/১৫
বেতন	২২৭।০
বাটীভাড়া	৩৪৪৥৮/১৫
পুস্তক-বঁধা দপ্তরী	১১৬/০
পুস্তক খরিদ	১৩৩৮৮/০
বিবিধ ব্যয়	১২৫/০
হাওলাত শোধ	৭০
গৃহনির্মাণ তহবিলে হাঃ দান	৩০০
আসবাব খরিদ	৩৭০
এককালীন দান	২০।০

মোট—৩৭৮৫৮/১৫

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,

হিসাব রক্ষক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ধনরক্ষক।

